উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৫ কার্তিক ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 22 October 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 152 MLD

Mankind
Serving Life
কবজ্ এন্ড
কোষ্ঠ কাঠিন্যের দ্য এন্ড
• 100% আয়ুর্বেদিক
• 12টি অনন্য ভেষজ
• দানাদার ফর্ম
• কোন অভ্যাস তৈরী হয় না
• কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি
20% EXTRA
NEW
Mankind's
KABZ END
NATURAL LAXATIVE GRANULES
EFFECTIVE RELIEF FROM CONSTIPATION
Visit www.kabzend.com or call 1800 103 4400 (Toll Free)
SMK/BENGALI/P/06-24

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৫ কার্তিক ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 22 October 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 152 MLD

পাকিস্তান হবে না কাশ্মীর : ফারুক

▸▸ দেশদুনিয়ার পাতায়

আজ ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল

▸▸ মাঠে ময়দানের পাতায়

কথায় কথায়

টাক দিয়ে যায় চেনা, জানে তৃণমূল

আশিস ঘোষ

টাকমাথা লোকেরা বেশি জ্ঞানী-বুদ্ধিজীবী হয়ে থাকেন। সেজন্য তাঁদের ডেকে এনে সংবর্ধনা দিয়েছেন তৃণমূলের দাপুটে এক বিধায়ক।

খবরটা পড়ে গোড়ায় মনে হয়েছিল বোধহয় ভুল পড়েছি। হয়তো আ-কার বাদ পড়েছে। এ সংসারে টাকাওয়ালাদেরই লোকে সংবর্ধনা দিয়ে থাকে। তা নয়। পড়েছি ঠিকই। ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক সওকত মোল্লা ১০০ জন টাকমাথা পুরুষকে 'বুদ্ধিজীবী' হিসাবে ঘোষণা করে সংবর্ধনা জানিয়েছেন। ১০০ জন টাকমাথা পুরুষকে ডেকে তাঁদের ফুল আর পাঞ্জাবি উপহার দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচি কেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন সওকত। *এরপর আটের পাতায়*

“এটা কি ঠিক? গোটা দেশের কাছে রাজ্যের মুখ কতটা পুড়েছে? ঘরের দরজা বন্ধ করা যায়, গোটা দেশ শুনল বাংলার হাসপাতালে তুলো ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। এটা আমাদের অপমান করা নয়?

– **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,** মুখ্যমন্ত্রী

“আরজি কর মেডিকেল কলেজে শ্লীলতাহানির ঘটনাও ঘটেছে। তাছাড়া ভয় দেখিয়ে, জুলুম করে তোলা, চাঁদা আদায় হয়েছে। কলেজে পড়তে যাওয়ার ন্যূনতম পরিবেশটুকুও ছিল না।

– **অনিকেত মাহাতো,** আন্দোলনকারী চিকিৎসক

অবশেষে অনশন প্রত্যাহার

ধর্মঘট থেকে সরলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর অনশন তোলার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। একইসঙ্গে মঙ্গলবার ধর্না মঞ্চ থেকে স্বাস্থ্য ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার কথা জানান তাঁরা। আরজি করের নিহত ডাক্তারের বাবা-মা এবং সাধারণ মানুষের অনুরোধের প্রক্ষিতেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান।

এদিন আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে সোমবার নবান্নে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জুনিয়ার ডাক্তারদের আগের দাবি অনুযায়ী বৈঠকের লাইভ স্ট্রিমিংও হল। ৪৫ মিনিটের বৈঠক গড়াল ২ ঘণ্টা ১০ মিনিটে। দু'পক্ষকেই এদিন দেখা গেল অনেকটাই নরম মনোভাবে। স্বাস্থ্য সচিবকে অপসারণ নিয়ে আগের দিনের মতো কার্যত কোনও কথাই শুনতে চাননি মুখ্যমন্ত্রী। আবার আরজি করে থ্রেট কালচার চক্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে ছাত্রদের সাসপেন্ড করার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর তীব্র অসন্তোষ চেপে রাখেননি। তিনি এজন্য সেখানকার প্রিন্সিপালকেই দায়ী করেছেন। আবার আইনজীবী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাস্থ্যসচিবকে 'অভিযুক্ত' তকমা দিতে রাজি না হলেও জুনিয়ার ডাক্তাররা প্রতিবাদ করে জানিয়ে দেন, অভিযোগ থাকলে তাঁকে অভিযুক্ত বলাই যায় আইনি ও ব্যাকরণগত দিক থেকে। মমতাও বিভিন্ন ব্যাপারে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সহমত হন। মমতা মনে করিয়ে দেন, আন্দোলন শুরু করলেই হয় না, শেষ করতেও জানতে হয়। জুনিয়ার ডাক্তাররাও বুঝিয়ে দেন, অনশনকারীদের শারীরিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনে নরম হওয়াও দরকার।

এর আগে তিনবার লাইভ স্ট্রিমিংয়ের দাবিতে বৈঠক ভেস্তে গিয়েছিল। এদিন লাইভ স্ট্রিমিং নিয়ে জুনিয়ার ডাক্তাররা কোনও শর্ত আরোপ না করলেও রাজ্য সরকার আগাম লাইভ স্ট্রিমিংয়ের ব্যবস্থাই রেখেছিল। বিকেল ৪টে ১৫ মিনিট নাগাদ ধর্না মঞ্চ থেকে ১৭ জন আন্দোলনকারী ডাক্তার নবান্নের উদ্দেশে রওনা দেন। পুলিশের পাইলট কারের সাহায্যে ১৫ মিনিটেই নবান্নে পৌঁছে যান তাঁরা। সাড়ে ৪টে থেকে ৪.৫৫ মিনিট পর্যন্ত তাঁরা বাস থেকে নেমে নবান্ন সভাঘরের সামনে অপেক্ষা করেন। সেই সময় মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে বাইরে বেরিয়ে আন্দোলনকারীদের ভিতরে আসার অনুরোধ করতে দেখা যায়। এরপর ঠিক ৪.৫৭ মিনিটে সভাঘরে পৌঁছোন ওই ১৭ জন প্রতিনিধি। এরপর ৪.৫৯ মিনিটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কারও অসুবিধা না হলে এক মিনিট আগেই আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। সবাই তো চলে এসেছেন।' এরপরই শুরু হয় বৈঠক। আন্দোলনকারী চিকিৎসকদেরই প্রথমে বলতে *এরপর আটের পাতায়*

নবান্নের সভাঘরে ডাক্তারদের বৈঠক। সোমবার হাওড়ায়।

দিনভর যা ঘটল

- বিকেল ৪টে ১৫ মিনিটে ধর্না মঞ্চ থেকে নবান্নের উদ্দেশে রওনা হন ১৭ জন আন্দোলনকারী
- সাড়ে ৪টে থেকে ৪.৫৫ মিনিট পর্যন্ত তাঁরা বাস থেকে নেমে নবান্ন সভাঘরের সামনে অপেক্ষা করেন
- ৪.৫৭ মিনিটে সভাঘরে পৌঁছোন ওই ১৭ জন প্রতিনিধি
- ৪.৫৯ মিনিটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো শুরু হয় বৈঠক
- ৭টা ৫ মিনিটে নবান্ন সভাঘর থেকে বেরিয়ে আসেন আন্দোলনকারীরা
- ধর্না মঞ্চে ফেরার পর গভর্নিং বডির বৈঠক করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানানো হবে বলে জানিয়ে দেন তাঁরা

একনজরে

শ্রমিককে কুপিয়ে খুন বৈষ্ণবনগরে

আমবাগানে শ্রমিকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে বৈষ্ণবনগরের জালাদিটোলা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত শ্রমিকের নাম ফুলচাঁদ মণ্ডল (৩৭)। পুলিশের অনুমান, মদের আসরে গোলমালের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। তবে এই খুনের ঘটনায় কে বা কারা জড়িত তা এখনও জানা যায়নি।

▸▸ বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

লরির ধাক্কা ৬টি গাড়িতে

প্রথমে ট্রাফিক পুলিশের গার্ডরেলে ধাক্কা। তারপর বেপরোয়া গতিতে ছয়টি ছোট গাড়িকে ধাক্কা দিল লরি। ওই পথ দুর্ঘটনায় ডালখোলা বাইপাস এলাকায় আহত হয়েছেন একজন।

▸▸ বিস্তারিত আটের পাতায়

সোনা ডাকাতিতে বিহার-যোগ

রায়গঞ্জে সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় বারবার বিহার যোগ সামনে আসছে। স্থানীয়দের তৎপরতায় দুই দুষ্কৃতী ধরা পড়ে যায়। ধৃতদের এদিন রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। তবে সীমান্তে পুলিশি নজরদারির দাবি জোরাল হচ্ছে।

▸▸ বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

আবাস সমীক্ষার প্রথমদিনে ধাক্কা

বিক্ষোভে গ্রাম ছাড়লেন কর্তারা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১ অক্টোবর : সমীক্ষার প্রথমদিনেই জোর ধাক্কা খেল বাংলা আবাস যোজনার কাজ। হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লকে সোমবার সকাল থেকেই বিভিন্ন গ্রামে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হল সরকারি সার্ভের দলকে। কোথাও আধিকারিকদের ঘিরে বিক্ষোভ, কোথাও আবার গ্রামে ঢুকতে পারল না সরকারি সার্ভে টিম। সার্ভের টিমকে ঘিরে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেন গ্রামের বাসিন্দারা। সেই বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন তৃণমূল নেতারাও। সবার দাবি, কেন্দ্র সরকারের সার্ভে অনুযায়ী তালিকায় যাঁদের নাম ছিল, তাঁদের সবাইকে ঘর দিতে হবে। ফলে সার্ভে না করেই ঘুরে যেতে হয় প্রতিনিধিদের।

সোমবার মালিওর-২ পঞ্চায়েতের তালসুর গ্রামে সমীক্ষায় এসে প্রথমে বিক্ষোভের মুখে পড়েন আধিকারিকরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, ২০১৭ সালের বন্যায় অনেকের ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় সরকারের আবাস যোজনার সার্ভের তালিকায় তাঁদের নাম ছিল। কিন্তু তাঁরা কেউ ঘর পাননি। দুর্নীতির অভিযোগে কেন্দ্র আবাসের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। তাঁদের দাবি, কেন্দ্রই দিক বা রাজ্য, আগের সার্ভে তালিকায় যাঁদের নাম ছিল, তাঁদের সবাইকে ঘর দিতে হবে। নতুন করে সার্ভে করা যাবে না। এনিয়ে প্রশাসনের প্রতিনিধিদের ঘিরে বিক্ষোভও দেখান তাঁরা। সেই বিক্ষোভে পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী থেকে শুরু করে সদস্য, প্রত্যেকেই এলাকাবাসীর পাশে দাঁড়ান।

স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত প্রধান বাবলি খাতুনের স্বামী ফিরোজ হোসেনের দাবি, 'এই সার্ভেতে যা শর্ত দেওয়া হয়েছে, তাতে কেউ ঘর পাবে না। তাই আগের তালিকায় যাঁদের নাম ছিল, তাঁদের ঘর দিতে হবে।'

শুধু তালসুর নয়, পার্শ্ববর্তী সুলতাননগরের ছত্রক, ইসলামপুর, সাদলিচক, দৌলতপুর পঞ্চায়েতের বেজপুরা গ্রামেও দফায় দফায় বিক্ষোভ হয়। এদিন সার্ভের টিমে থাকা সরকারি আধিকারিক সঞ্জয়কুমার সাহা জানান, 'গ্রামের মানুষজন *এরপর আটের পাতায়*

ক্ষোভের কথা

- হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লকে তালসুর গ্রামে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন সরকারি সার্ভের দল
- সার্ভের টিমকে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেন তৃণমূল নেতারাও
- গ্রামবাসীর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের সার্ভে অনুযায়ী তালিকাভুক্তদের সবাইকে ঘর দিতে হবে

SHOWROOMS: WEST BENGAL: RENAULT **MALDA** Ph: 8527236841. RENAULT **RAIGANJ** Ph: 9311700645. RENAULT **SILIGURI** Ph: 9311399671. RENAULT **ASANSOL** Ph: 8527240471. RENAULT **GANGTOK** Ph: 8929207318. RENAULT **BALURGHAT** Ph: 7428438946. RENAULT **BANKURA** Ph: 9667215385. RENAULT **BURDWAN** Ph: 8130499627. RENAULT **BERHAMPORE** Ph: 8527235410. RENAULT **DURGAPUR** Ph: 8527240447. RENAULT **KRISHNANAGAR** Ph: 8448488211. RENAULT **SINGUR** Ph: 9311700650. RENAULT **SURI** Ph: 8377905404. **KOLKATA:** RENAULT **KOLKATA CENTRAL (AJC BOSE ROAD)** Ph: 8527234918, RENAULT **KOLKATA SOUTH (ALIPORE)** Ph: 8527240425, RENAULT **RAJARHAT** Ph: 8527240370, RENAULT **BT ROAD** Ph: 9311489001. RENAULT **HOWRAH** Ph: 9311536013.

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে ধুলিয়ানগঙ্গা (ডিজিএলই) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পার্কিং-২০২৪-১১ । নিলাম শুরু ঃ ০৪.১১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। লট নং ঃ পার্কিং-এমএলডিটি-ডিজিএলই-এমএক্স-২৪-২৪-৩ এবং স্টেশন ঃ ধুলিয়ানগঙ্গা। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-115/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নং ঃ ০১ তারিখ ঃ ১৬/১০/২৪

সিতাই উপ-নির্বাচন ২০২৪
জনসাধারণের প্রতি আবেদন

ভারতীয় ন্যায়-সংহিতার ১৭০ ও ১৭৩ ধারা অনুসারে, নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনও ব্যক্তিকে অবৈধ ভাবে ভোটদানে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোনও ব্যক্তি যদি অর্থ বা পারিতোষিক প্রদান করেন অথবা নিজে ওই অর্থ বা পারিতোষিক গ্রহণ করেন তবে তার এই আচরণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই কারণে ওই ব্যক্তির এক বৎসর পর্যন্ত শাস্তি অথবা জরিমানা অথবা উভয়ই হতে পারে। উপরন্তু ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭১ ও ১৭৪ ধারা অনুসারে, কোনও ব্যক্তি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এমন প্রার্থীকে অথবা ভোটারকে যদি ভীতি প্রদর্শন করেন অথবা কোনও রকম ক্ষতিসাধনের ভয় দেখান, সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে এক বৎসর পর্যন্ত শাস্তি অথবা জরিমানা অথবা উভয়েরই সম্মুখীন হতে হবে। উৎকোচ প্রদান করেছেন অথবা গ্রহণ করেছেন অথবা ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন করেছেন এমন সকল ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ফ্লাইং স্কোয়াড গঠন করা হয়েছে যার মাধ্যমে এই সকল অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হবে। সকল নাগরিকের প্রতি আবেদন আপনারা কোনও প্রকার উৎকোচ গ্রহণ করা থেকে নিজেদের বিরত রাখুন। উৎকোচ দেওয়ার অথবা ভীতি প্রদর্শনের কোনও ঘটনা যদি আপনার নজরে আসে তবে তৎক্ষণাৎ জেলার অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা টোল ফ্রি ১৯৫০ নম্বরে ফোন করতে পারেন।
জনস্বার্থে প্রচারিত।

স্বাঃ
(অরবিন্দ কুমার মিনা)
জেলাশাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক
কোচবিহার

নং ঃ ০২ তারিখ ঃ ১৬/১০/২৪

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কোচবিহার জেলার সকল জনসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে, সিতাই উপ-নির্বাচনের আদর্শ আচরণবিধি সমগ্র জেলায় বলবৎ আছে। এই আচরণবিধি বলবৎ থাকাকালীন কোনও ব্যক্তি অধিক পরিমাণে নগদ অর্থ বহন করলে অবশ্যই যথাযথ পরিচয়পত্র এবং নগদ অর্থের উৎস সংক্রান্ত নথি, যেমন ব্যাংক বা ডাকঘর থেকে টাকা উত্তোলনের রসিদ, পাশবই, প্যানকার্ডের প্রতিলিপি, ব্যয় সংক্রান্ত বিল, ভাউচার ইত্যাদি নথি সঙ্গে রাখুন। অন্যথায় Flying Squad/Static Surveillance Team আপনার সঙ্গে থাকা অর্থ আটক করতে পারে। উক্ত অর্থরাশি সম্পর্কিত আপিল জেলাস্তরীয় District Grievance Committee এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক হবে।

স্বাঃ
(অরবিন্দ কুমার মিনা)
জেলাশাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক
কোচবিহার

আজ টিভিতে

নীহাররঞ্জন বাড়ি এসে অখিলের কথা জানতে পারেন। তিনি কি অখিলকে মেনে নেবেন? **মধুর হাওয়া** সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭টায় **আকাশ আটে**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন
আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ সুয়োরানি দুয়োরানি, দুপুর ২.৩৫ মহাজন, বিকেল ৫.৩০ প্রতিশোধ, রাত ৮.২০ আশ্রয়, রাত ১০.৩৫ সুবর্ণলতা
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ ফুল আর পাথর, বিকেল ৪.৫৫ গোলমাল, রাত ৮.০৫ টাইগার, রাত ১০.৫৫ অনুসন্ধান
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ অগ্নিপরীক্ষা, দুপুর ১.০০ মানিক, বিকেল ৪.০০ দুজনে, সন্ধ্যা ৭.০০ শুভদৃষ্টি, রাত ১০.০০ দেবতা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ গ্যাঁড়াকল
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দৈত্য

ক্রু রাত ৮টায় **অ্যান্ড পিকচার্সে**

দুজনে বিকেল ৪টায় **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

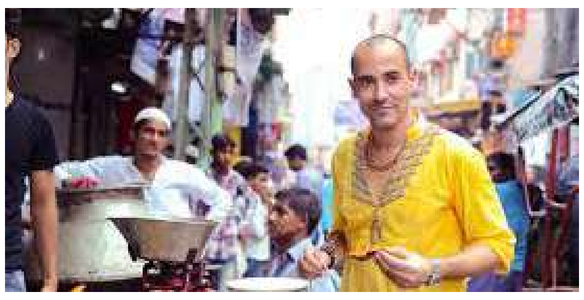

ডেভিড রোকো'স ডলসে ইন্ডিয়া সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে **ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে**

(১) মৃত ছাত্রীর স্মরণে স্কুলে শোক পালনে সহপাঠীরা। (২) খেরকাটা গ্রাম পাহারায় বনকর্মীরা। (৩) এই জায়গা থেকেই সুশীলাকে তুলে নিয়ে যায় চিতাবাঘ।

সুশীলার জন্য কান্নায় ভেঙে পড়ল বন্ধুরা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২১ অক্টোবর : ধরা পড়েনি সেই মানুষখেকো চিতাবাঘ। উলটে সোমবার সকালে রাজেশ ছেত্রী নামে এক বাসিন্দার বাড়ির কুকুরের ছিন্নভিন্ন দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। ওই বাড়িটি চিতাবাঘের হামলায় মৃত সেই নাবালিকা সুশীলা গোয়ালাদের বাড়ির পাশেই। এই কাণ্ডটিও ওই বুনোটির বলেই বদ্ধমূল ধারণা স্থানীয়দের। সব মিলিয়ে আতঙ্ক আর কিছুতেই যাচ্ছে না ডায়নার জঙ্গল লাগোয়া খেরকাটা গ্রামের। বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়ার রেঞ্জ অফিসার সজল দে বলেন, 'বিকেল থেকেই সেখানে বনকর্মীদের মোতায়েন করে রাখা হচ্ছে। চিতাবাঘটির সন্ধানে আমাদের প্রচেষ্টায় কোনও খামতি নেই। ডায়না রেঞ্জের ভারপ্রাপ্ত অফিসার প্রকাশ থাপা বলেন, খেরকাটায় বুনোদের গতিবিধির প্রতি সতর্ক নজর রেখে চলতে একটি কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হবে। মঙ্গলবার গ্রামবাসীদের সঙ্গে একটি বৈঠক আছে।'

শনিবার সন্ধ্যায় মর্মান্তিক ঘটনাটির পর রবিবার গ্রামে দুটি খাঁচা পাতা হয়। বসানো হয় ৩টি ট্র্যাপ ক্যামেরা। বলাই বাহুল্য খাঁচায় চিতাবাঘটি বন্দি হয়নি। এর সম্ভাব্য একটি কারণ হিসেবে যে তত্ত্ব উঠে আসছে টোপ হিসেবে সেদিন শুধু একটি ছাগলই মিলেছিল। সোমবার অবশ্য দুটি খাঁচাতেই ছাগল রাখা হয়। ফলে দ্রুত বুনোটি ধরা পড়বে বলে বনকর্তারা আশাবাদী। অন্যদিকে, ট্র্যাপ ক্যামেরায় জন্তুটির কোনও ছবি উঠেছে কিনা তা দ্রুত যাচাই করে দেখবে বন দপ্তর। খেরকাটার পঞ্চায়েত সদস্য ও আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ববি তেলি সাউ বলেন, 'গোটা গ্রাম ভয়ে সিটিয়ে রয়েছে। মৃত নাবালিকার বাড়ির পাশেই আরেকটি বাড়ি থেকে ছিন্নভিন্ন কুকুরের দেহ মেলার পর আতঙ্ক আরও বেড়েছে। বন দপ্তরকে সব কিছু জানানো হয়েছে।'

এদিকে, চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া সুশীলা গ্রামের যে স্কুলে পড়ত সেই কলাবাড়ি-খেরকাটা বোর্ড ফ্রি প্রাথমিক স্কুলে এদিন ছিল শ্মশানের নীরবতা। শনিবারের ওই মর্মান্তিক ঘটনার পর সোমবার কিছু পড়ুয়া স্কুলে এলেও সহপাঠীকে এভাবে হারিয়ে প্রত্যেকেই ছিল শোকে মূহ্যমান। এদিন স্কুলে আর পঠনপাঠন হয়নি। মৃত ছাত্রীর স্মরণে স্কুল কর্তৃপক্ষ শোক পালন করে ছুটি দিয়ে দেয়। টিআইসি হাবিবুল ইসলাম বলেন, 'শুধু ওর মুখটাই চোখের সামনে ভেসে উঠছে। স্কুলের সমস্ত অনুষ্ঠানে সুশীলাই ছিল মধ্যমণি।' ছাত্রছাত্রীরা এদিন কান্নায় ভেঙে পড়ে। টিআইসি সহ অন্য শিক্ষকরা সুশীলার বাড়িতে গিয়ে দেখাও করেন।

বছর দশেকের মৃত ওই নাবালিকা বাড়ির সবচেয়ে ছোট সন্তান। তাঁর এক দাদা ও দিদি রয়েছে। ঘটনার সময় মা ও বাবা দুজনের কেউই বাড়িতে ছিলেন না। তাঁরা শ্রমিকের কাজ করতে অন্যত্র গিয়েছিলেন। সুশীলার দিদা বিপ্তি গোয়ালা বলেন, 'কল পাড়ে নাতনি হাত-পা ধুচ্ছিল। এমন সময় একবারই গোঙানির আওয়াজ শুনতে পাই। চোখে ভালো করে দেখতে পাই না। কিছু একটা আন্দাজ করে চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করলে ওর দাদা বেরিয়ে আসে। ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গিয়েছে।'

সাইকেলে পাড়ি ২৪ দেশ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : সাইকেলে পাহাড়ে পাড়ি।

শুধুমাত্র পর্বতোরোহণের প্রশিক্ষণের জন্য সুদূর ফ্রান্স থেকে শৈলরানিতে ছুটে এলেন ফ্লান্সের ভিনসেন্ট হিরন। পুতিন সরকারের চোখে তিনি ধরা পড়েছিলেন গুপ্তচর হিসেবে। তবে জেল খাটার অভিজ্ঞতা নয়, দার্জিলিং পাহাড়ের মধুর স্মৃতি তাঁকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। তাই তো ভিনসেন্ট বলছেন, 'প্রায় ২৭ দিনের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত রোমাঞ্চকর ছিল। সেখানে পর্বতারোহণ, মানচিত্র পড়া, বরফের পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে। দার্জিলিংয়ের মানুষও ভীষণ ভালো।'

পাহাড়ে বেড়াতে এসে শুনেছিলেন দার্জিলিংয়ের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট (এইচএমআই)-এর কথা। কিন্তু তখন কোনও প্রশিক্ষণ শিবির এবং অপেক্ষা করার সময় হাতে না থাকায় এইচএমআইয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়া হয়নি ভিনসেন্টের। কিন্তু সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। বরং নিয়মিত যোগাযোগ রেখে গিয়েছেন। এই যোগাযোগের সূত্রেই জানতে পারেন, ২০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে প্রশিক্ষণ। সময়ের অঙ্ক কষে সাইকেল নিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে বেরিয়ে পড়েন বাড়ি ছেড়ে। ২৪টি দেশ ছুঁয়ে শৈলশহরে পৌঁছান ফ্রান্সের বাসিন্দা পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ভিনসেন্ট। তাঁর কথায়, 'সফরকালে গুপ্তচর সন্দেহ করেছিল রাশিয়া সরকার। দু'দিন কারাবাসও করতে হয়েছে। প্রচুর কঠিন এবং দুঃসাহসিক পথ পাড়ি দিয়ে দার্জিলিংয়ে এসেছি।' যে কারণেই তিনি আবেগপ্রবণ।

চলতি বছরের ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত এইচএমআইতে পর্বতারোহণের প্রশিক্ষণ শিবির হয়েছিল। সেই শিবিরে অংশ নিতে গত ফেব্রুয়ারি মাসে সাইকেলে পথ চলা শুরু করেন। চিন, পাকিস্তান, উজবেকিস্তান, রাশিয়ার মতো ২৪টি দেশ পেরিয়ে দার্জিলিংয়ে পৌঁছান।

হাইস্পিডে শীর্ষস্থানে জিও

নিউজ ব্যুরো

২১ অক্টোবর : নেটওয়ার্ক স্পিড, কভারেজ, ধারাবাহিকতা- এই তিনটি ক্ষেত্রে জিও আরও একবার এক নম্বরে উঠে এসেছে। সম্প্রতি ওপেন সিগন্যালের 'ভারতীয় মোবাইল নেটওয়ার্ক অভিজ্ঞতা' শীর্ষক রিপোর্ট (২০২৪) অনুযায়ী, দ্রুতগতির ডাউনলোডের (৮৯.৫ এমবিপিএস) অভিজ্ঞতার নিরিখে জিও শীর্ষস্থানে রয়েছে। যা প্রতিযোগী এয়ারটেল এবং ভোডাফোনকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোণায় কোণায় জিও'র পরিষেবা পৌঁছে গিয়েছে। ডেটা পরিষেবা, ভয়েস কল, অনলাইন মিটিং, ভিডিও স্ট্রিমিং- সবেতেই জিও নিরবচ্ছিন্ন, ভরসাযোগ্য অভিজ্ঞতা দিতে সক্ষম। গেমিং, স্ট্রিমিং, হাইস্পিড ডেটার কাজকর্মের জন্য উপভোক্তারা জিও-কেই বেছে নিয়েছেন। স্পিড, কভারেজ ও ধারাবাহিকতার নিরিখে ভারতের টেলিকমিউনিকেশন মার্কেটে জিও'র প্রভাব আরও সুদূরপ্রসারী।

শাস্তির দাবি

নাগরাকাটা, ২১ অক্টোবর : ভগতপুর চা বাগানের আদিবাসী তরুণীকে খুনের ঘটনায় নাগরাকাটা নাগরিক মঞ্চ পুলিশের কাছে স্মারকলিপি দিল। সোমবার মঞ্চের প্রতিনিধিরা নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকারের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। সংগঠনের সম্পাদক নিবেদিতা সরকার বলেন, 'ওই তরুণীকে খুনের পাশাপাশি ধর্ষণও করা হয়েছিল কি না সে বিষয়ে তদন্ত করতে পুলিশকে বলা হয়েছে।'

মোমের আলোয় স্বনির্ভর ওঁরা

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২১ অক্টোবর : পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা প্রশান্ত বর্মনের অস্থি সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। স্নাতক উত্তীর্ণ হয়েও বর্তমানে তিনি কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত নন। প্রশান্তর কথায়, 'বিএ পাশ করেও কোনও কাজ পাচ্ছিলাম না। তবে এখন মোমবাতি তৈরি করে নিজেদের ওপর আত্মবিশ্বাস বেড়েছে।' প্রশান্তর মতোই কেউ স্নাতক উত্তীর্ণ। কেউ কেউ আবার স্কুলে পড়ছে। কর্মজীবনের চৌকাঠ পেরোনোর আগে 'বিশেষ' পড়ুয়াদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য নিয়েছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ির স্বপ্ন সোসাইটি।

এই কাজ করে আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়েছে শুভঙ্কর বর্মন, প্রশান্ত বর্মনদের মতো বাকিদের। প্রশান্তর গ্রামের বাসিন্দা বিশেষভাবে সক্ষম হরদেব ওরাওঁ-ও স্নাতক পাশ করেছেন। অন্যদিকে, মহাদেব বর্মন, অর্জুন দাস, পিউ রায়, শুভঙ্কর বর্মনরা পলাশবাড়ির স্বপ্ন সোসাইটি পরিচালিত স্কুলে পড়ে। হরদেব বললেন, 'আমাদের তৈরি মোমবাতির প্যাকেটে স্টিকার লাগানো থাকছে। স্থানীয় হাটবাজারে সেগুলো বিক্রি হবে।'

বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের হাতে তৈরি হচ্ছে মোমবাতি। পলাশবাড়িতে।

এই পড়ুয়াদের নিয়ে কীভাবে এই মোমবাতি তৈরির পরিকল্পনা মাথায় এল? কয়েকমাস আগে ওই পড়ুয়াদের স্বনির্ভর করার জন্য কোচবিহারের নার্স থিলে ওয়াদেন শেরপা মোমবাতি বানানোর একটি ডাইস ওই স্কুলকে দান করেন। তখন থেকে সংস্থার তরফে পড়ুয়াদের স্বনির্ভর করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। কালীপুজোর সময় যেহেতু মোমবাতির চাহিদা বাড়ে, তাই দুর্গাপুজোর কয়েকদিন আগে থেকে পড়ুয়াদের মোমবাতি তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। নিজেরা গোটা প্রক্রিয়া জেনে পড়ুয়াদের ধাপে ধাপে সব কৌশল শিখিয়ে দেন ওই স্কুলের শিক্ষিকা শাশ্বতী রায়প্রধান, শিক্ষক জর্জ রায় এবং শিক্ষাকর্মী সান্ত্বনা বর্মন।

দুর্গাপুজোর পর থেকে জোরকদমে চলছে মোম তৈরি। সংস্থার তরফে এজন্য ৩০ হাজার টাকা বিনিয়োগও করা হয়। কলকাতা থেকে মোম তৈরির নানা সরঞ্জাম কিনে আনা হয়। রোজ দু'ঘণ্টা করে কাজ করছেন পড়ুয়ারা। এখনও পর্যন্ত আড়াই, তিন, চার এবং পাঁচ ইঞ্চি সাইজের ৬০০ প্যাকেট মোম তৈরি হয়েছে পড়ুয়াদের হাতে। পলাশবাড়ি সহ আশপাশের হাটবাজারগুলিতে যাতে এই পড়ুয়াদের তৈরি মোম বিক্রি করা হয় সেজন্য সংস্থার তরফে ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করা হয়েছে।

দীপাবলির দু'একদিন আগে পড়ুয়ারা নিজেই শিলবাড়িহাটে পসরা সাজিয়ে মোম বিক্রি করবে বলে ঠিক হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটির কর্ণধার তাপস বর্মনের কথায়, 'বিশেষভাবে সক্ষমদের স্বনির্ভর করতে এবারই প্রথম এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই কাজে আমরা সবার সহযোগিতা চাইছি। ভবিষ্যতে আরও কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার সহযোগিতা পেলে পড়ুয়াদের কাজের নানা দিশা দেখানো যেতে পারে।' এই উদ্যোগের প্রশংসা করে শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দার বলেন, 'বাজারে যাতে ওই পড়ুয়াদের মোম বেশি করে বিক্রি হয়, সেজন্য ব্যবসায়ীরা চেষ্টা করবেন।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
P.O. Pundibari, Dist. Cooch Behar West Bengal-736165
Advt. No. UBKV/Rect./04/2024
Dated 21.10.2024
Walk-in-Interview will be held for Part-Time Guest Lecturer in English on purely temporary basis for College of Agriculture, Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya, Majhian, Dakshin Dinajpur. Relevant details are available in the University website **www.ubkv.ac.in**
Date: 21.10.2024 **Sd/- Registrar (Actg.)**

পি এম শ্রী জওহর নবোদয় বিদ্যালয় দক্ষিণ দিনাজপুর
Walk-In-Interview
জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে চুক্তির ভিত্তিতে Matron পদের জন্য নিয়োগ করা হবে। যোগ্যতা- নূন্যতম মাধ্যমিক পাশ (উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে) বয়স ৩৫ বছর থেকে ৫৫ বছরের পিছুটানহীন মহিলা। নির্বাচনী পদ্ধতি মুখোমুখি সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারের সময় 29/10/2024-9AM
হেল্প লাইন : 7602599174/7586821506
অধ্যক্ষ
জওহর নবোদয় বিদ্যালয়
দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস ফর ই-টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩২০, তারিখ ১৮.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক প্রখ্যাত, অভিজ্ঞ এবং আর্থিকভাবে সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি- ই-টেন্ডার- ৩২০। কাজের নাম ঃ "তিন (০৩) বছরের জন্য ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদাতে ২০ জনকে বহনের ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি লিফ্ট (জি+১) (নির্মাতা-থিসেনক্রুপ) -এর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের কর্মসূচি এবং ব্রেকডাউনের চুক্তি"-র পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৬,৬৫,১৬৫.৪৪ টাকা। বায়না অর্থ ঃ ১৩,৩০০.০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য। ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় ঃ ২৫.১০.২০২৪ তারিখ থেকে ০৮.১১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ঃ ওয়েবসাইট – www.ireps.gov.in এবং নোটিস বোর্ড - সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন-এর কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা কোনো প্রস্তাব কোনো অবস্থাতেই গৃহীত হবে না। MLD-116/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কর্মখালি

মাতৃত্বকালীন ছুটিতে MA in Education, B.Ed Pref., OBC-A পদে Teacher প্রয়োজন। আগামী ১০ দিনের মধ্যে উপযুক্ত কাগজপত্র সহ আবেদন করুন। Secretary, Muraliganj High School, P.O-Bidhan Nagar, Darjeeling, Pin-734425. (C/112991)

শিলিগুড়িতে মহিলা হস্টেলে সবসময়ের জন্য বয়স্কা মহিলা চাই। বেতন - ৮০০০/- টাকা। (M) 9474392077. (C/113001)

শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, শিবমন্দির-এর জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই, M/F, বেতন :10,300/- - 11,000/-, M : 9679368850. (M/M)

Urgent Vacancy for Security Guard for Siliguri. Salary Rs. 11,000/- + (PF/ESIC). Cont : TG Guards Private Limited. 9382982327/8637085758. (C/113020)

Ware House-এ প্রচুর ছেলে চাই। M.P. পাস, Scanning Packaging-এর জন্য। শিলিগুড়ি। বেতন- 10500, থাকা ফ্রি। M : 8388006573. (B/S)

আপনি কি অতিরিক্ত রোজগারে ইচ্ছুক? বিদেশি সংস্থায় বাড়ি ও অফিস থেকে অবসর ও পূর্ণসময় কাজের সুযোগ। M : 8167745400. (C/113022)

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৩,০০০/- ইনসেন্টিভ, কমিশন একস্ট্রা। কাজের সময় সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা। Ph. 9832009039. (C/113022)

Required

Salesman for Retail Garments Showroom at Siliguri. Contact : 9800099077. (C/113018)

অ্যাফিডেভিট

জন্ম সার্টিফিকেটে নাম ভুল থাকায় 21/10/2024 তুফানগঞ্জ J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে দ্বিজেন রায় থেকে দ্বিজেন্দ্র নাথ রায় হইলাম। (D/S)

উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
UTTARBANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK
A GOVT. ENTERPRISE
HEAD OFFICE, SHIB BARI ROAD, COOCHBEHAR-736 101 (WEST BENGAL)
IMPLIMENTATION OF PENSION SCHEME IN REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)
As per the "Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024", dated 19th October 2024 (Date of publication in Official Gazette, Govt. of India) all those employees who were in Bank's Service between 1st September, 1987 and 31st March 2010 will be given the benefit of pension from 01.11.1993.
Therefore through this public notice it is inform to all such employees who were in the Bank's Service between 1st September, 1987 and 31st March 2010 and are not currently drawing pay or pension, have been dismissed /deceased, have taken compulsory retirement / resigned or their legal heirs to apply for pension along with necessary documents (to be downloaded from the Bank website www.ubkgb.org) at branch of UBKGB, where from he/she is willing to draw pension.
The last date for submission of application & refund the entire final amounts received by him (the corpus comprising of Bank's contribution to provident fund under the Employees' Pension Scheme, 1995 and interest accrued thereon till the date of receipt by him of the amount) and the periodic pension, if any is 03.11.2024. The last date is 18.11.2024 for the family of the employee. Application form is available on bank's website **www.ubkgb.org.**
Sd/-
General Manager

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বধূ জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

আজকের দিনটি
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও আত্মীয়ের কলকাঠিতে বাড়িতে শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে বাড়তি বিনিয়োগ করতে পারেন। বৃষ : শরীর নিয়ে সারাদিন উৎকণ্ঠা থাকবে। রাজনীতিকরা কথাবার্তা খুব সাবধানে বলুন। মিথুন : আয়ের পথ সুগম হবে। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে আলোচনায় সমস্যা মিটবে। কর্কট : ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে আজ সারাদিন আনন্দে কাটবে। সিংহ : অতিরিক্ত খেয়ে শারীরিক সমস্যা। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। কন্যা : বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। সন্তানের বিয়ের কথা পাকা। তুলা : অধ্যাপক ও গবেষক সংবর্ধিত হতে পারে। ভাইয়ের সঙ্গে সাধারণ বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য। বৃশ্চিক : বন্ধুর সঙ্গে পারিবারিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন না। অফিসের সমস্যা মিটবে। ধনু : দীর্ঘদিন পর কোনও প্রিয়জনকে কাছে পেয়ে আনন্দ। জমি কেনার সহজ সুযোগ আজ। মকর : বন্ধুর সঙ্গে প্রায় বিনা কারণেই আজ ঝগড়া হতে পারে। কারও দ্বারা অপমানিত হতে পারেন। কুম্ভ : আজ নতুন কোনও আয়ের পথ খুলে যাবে। বাতের ব্যথার ভোগান্তি বাড়বে। মীন : পরিবারের সঙ্গে আজ আনন্দে কাটবে। কোনও কারণে ভাইয়ের সঙ্গে মতভেদ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৫ কার্তিক ১৪৩১, ভাঃ ৩০ আশ্বিন, ২২ অক্টোবর ২০২৪, ৫ কাতি, সংবৎ ৫ কার্তিক বদি, ১৮ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪১, অঃ ৫।৩। মঙ্গলবার, পঞ্চমী দিবা ৭।৩৪। মৃগশিরানক্ষত্র দিবা ১১।৩৬। পরিঘযোগ দিবা ৩।৩। তৈতিলকরণ দিবা ৭।৩৪ গতে গরকরণ রাত্রি ৭।৫ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১১।৩৬ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ৭।৩৪ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৭।৬ গতে ৮।৩১ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ২।১৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩৮ গতে ৮।১৩ মধ্যে। যাত্রা-শুভ উত্তরে দক্ষিণে ও পূর্বে নিষেধ, দিবা ৭।৩৪ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১১।৩৬ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ৩।০ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পশ্চিমে দক্ষিণেও নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৭ মধ্যে ও ৭।২১ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গতে ৮।১৮ মধ্যে ও ৯।১০ গতে ১১।৪৭ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৩।১৬ মধ্যে ও ৫।১ গতে ৫।৪১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।২৬ মধ্যে।

চাঁদার জুলুমবাজির জেরে খুনের চেষ্টার অভিযোগ রায়গঞ্জে, ধৃত ৩

৫০০ টাকার জন্য চালককে মার

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২১ অক্টোবর : কালীপুজোর চাঁদা তোলাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল রায়গঞ্জের রামপুর পঞ্চায়েতের মহারাজা হাটমোড় এলাকায়। দাবিমতো ৫০০ টাকা না দেওয়ায় পিকআপ ভ্যানচালককে বেধড়ক মারধর করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল ক্লাবের সদস্যদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় চালকের অভিযোগের ভিত্তিতে তিন ক্লাব সদস্যকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম সুব্রত ঝা(২৪), সৌরভ দাস (২৮) ও দেবাশিস দাস (২২)। ধৃতদের বাড়ি রায়গঞ্জের মহারাজা হাট এলাকায়। ধৃতদের পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হয়েছে।

রামপুর পঞ্চায়েতের মহারাজা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংলগ্ন একটি ক্লাবে কালীপুজোর চাঁদা তোলা শুরু হয়েছে। এলাকাবাসীর পাশাপাশি টোটো, গাড়ি থামিয়ে চাঁদা তোলা হচ্ছে। রবিবার একটি পিকআপ ভ্যানের চালকের কাছ থেকে চাঁদা বাবদ ৫০০ টাকা দাবি করেন ক্লাবের তিন সদস্য। কিন্তু চালক সেই টাকা দিতে অস্বীকার করলে শুরু হয়ে যায় তর্ক-বিতর্ক। গাড়ি থেকে নামিয়ে তাঁকে মারধর করে ওই তিনজন তরুণ। ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর যায় ভাটোল ফাঁড়িতে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে

> বাজারের মধ্যেই যে কতগুলি ক্লাব চাঁদা নিতে আসে, তার হিসাব নেই। প্রতিবাদ করতে পারি না, যেহেতু ব্যবসা করে খেতে হবে।
>
> **রতন বর্মন**
> সবজি ব্যবসায়ী

ক্লাবের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানায় নিয়ে যায়।

এই ঘটনায় সরব হয়েছেন নিত্যযাত্রী ও অন্য চালকরাও। শুধু রামপুর লহন্ডা এলাকায় নয়। রায়গঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় চলছে কালীপুজোর চাঁদার জুলুম। ভয়ে কেউ মুখ খুলতে পারছে না। আর কেউ প্রতিবাদ করলে মারধর করা হচ্ছে। বাসিন্দাদের দাবি, চাঁদার জুলুম রুখতে পুলিশি টহল ও নজরদারি একান্ত প্রয়োজন।

এর আগেও রায়গঞ্জ শহরের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর কাছে কয়েক লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করেছিল শহরের একটি প্রভাবশালী ক্লাব। সেই টাকা না দেওয়ায় সেই ব্যবসায়ীকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়। রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সিসিটিভি ফুটেজেও দুষ্কৃতীদের ওই ব্যবসায়ীকে ধমক দিতে দেখা যায়। রায়গঞ্জের এক হাট ব্যবসায়ী প্রসেনজিৎ সরকারের কথায়, 'সপ্তাহে সাতদিনের মধ্যে ছয়দিন বিভিন্ন হাটে বসতে হয়। রাস্তায় যাতায়াতে একাধিক ক্লাবের সদস্যরা চাঁদার জুলুমবাজি করতে থাকে। কমবেশি করে চাঁদা দিতে হয়, কারণ প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করতে হবে। আমার ওপর হামলা হলে কে বাঁচাবে, তাই মুখ বুজে জুলুমবাজি সহ্য করতে হয়।'

শহরের এক সবজি ব্যবসায়ী রতন বর্মন জানালেন, 'বাজারের মধ্যেই যে কতগুলি ক্লাব চাঁদা নিতে আসে, তার হিসাব নেই। প্রতিবাদ করতে পারি না, যেহেতু ব্যবসা করে খেতে হবে। প্রতিবাদ করলেই বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে।'

রান্নাবাটি...

মা! ভাত, মাছের ঝোল তো হয়ে গেল...বালুরঘাটে তোলা ছবি। - অভিজিৎ সরকার

হানি ট্র্যাপে ৬ লক্ষ টাকা খোয়ালেন প্রৌঢ় শিক্ষক

সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্ধুত্বের খেসারত

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২১ অক্টোবর : বন্ধুত্ব নাকি ফাঁদ! সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এই দ্বন্দ্বই সবচেয়ে বেশি ভাবাচ্ছে মানুষকে। অন্তত গঙ্গারামপুরের এক প্রৌঢ় শিক্ষক তা বুঝেছেন হাড়েহাড়ে। ইতিমধ্যেই সাইবার জগতে যৌন ফাঁদে পা দিয়ে ৬ লক্ষ টাকা খুইয়েছেন ওই প্রৌঢ়।

ওই প্রৌঢ় একজন শিক্ষক। তিনি জানিয়েছেন, পুজোর মধ্যে ফেসবুকে অচেনা এক মহিলার সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর। পরে মেসেঞ্জারে কথা বলতে শুরু করেন দু'জন। পরদিনই ওই মহিলা নগ্ন অবস্থায় তাঁকে ভিডিও কল করেন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভিডিও কলটি কেটে যায়। কিছুক্ষণ পর অন্য একটি নম্বর থেকে ওই মহিলার সঙ্গে তাঁর ভিডিও ক্লিপ পাঠানো হয় তাঁর ফোনে। ভয় দেখানো হয়, সেই ভিডিও ক্লিপ ভাইরাল করে দেওয়া হবে। এরপর তাঁর কাছে টাকা চাওয়া হয়। তিনি প্রথমে টাকা দিতে চাননি। উলটে প্রতারকদের বলেন, তিনি পুলিশের কাছে যাবেন। পরদিনই পুলিশের পোশাক পরা এক ব্যক্তি তাঁকে ভিডিও কল করেন। একজন ডিএসপি র‍্যাংকের অফিসার হিসাবে নিজের পরিচয় দেন। সেই ভুয়ো পুলিশকর্তা তাঁকে প্রতারকদের টাকা দিতে বলেন। ভয় দেখানো হয়, একবার ভিডিও ক্লিপ ছড়িয়ে গেলে পুলিশেরও কিছু করার থাকবে না। লোকলজ্জার ভয়ে অবশেষে প্রতারকদের তিন দফায় পাঁচ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা পাঠিয়েও দেন তিনি। তবে দিন দিন প্রতারকদের টাকার চাহিদা বাড়তে থাকে। শেষে বাধ্য হয়ে তিনি সাইবার সেলে অভিযোগ দায়ের করেন। তথ্য প্রযুক্তি আইনে তাঁর অভিযোগ নথিভুক্ত করে পুলিশ। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে।

> **ফাঁদে পা যেভাবে**
>
> - পুজোর মধ্যে ফেসবুকে অচেনা এক মহিলার সঙ্গে আলাপ
> - অন্য একটি নম্বর থেকে ওই মহিলার সঙ্গে তাঁর ভিডিও ক্লিপ পাঠানো হয় তাঁর ফোনে
> - ভয় দেখানো হয়, সেই ভিডিও ক্লিপ ভাইরাল করে দেওয়া হবে
> - লোকলজ্জার ভয়ে অবশেষে প্রতারকদের তিন দফায় পাঁচ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা পাঠিয়েও দেন

বর্তমানে স্প্যাম কল নম্বরগুলিকে চিহ্নিত করতে সচেতনতা প্রচার করা হচ্ছে বিভিন্নভাবে। ফলে এই ফোন কলগুলিকে বেশিরভাগ সময়ই উপেক্ষা করা হয়। কিন্তু তুলনামূলক নিরাপদ বলে দাবি করা হোয়াটসঅ্যাপে কেউ কল করলে সেই কল অনেকে মিস করতে চান না। কিন্তু এই হোয়াটসঅ্যাপেই পাতা রয়েছে ফাঁদ। সেই ভিডিও কলে প্রতারণার নিত্যনতুন ফন্দি বের করে মানুষকে সর্বস্বান্ত করে চলেছে প্রতারকরা।

জেলা পুলিশের ডিএসপি (ডিইবি) রাহুল বর্মন বলেন, 'ইদানীং এই ধরনের কেস সাইবার থানায় বেশি আসছে। আমরা জেলাজুড়ে শিবির করি। মানুষকে সাইবার হানা থেকে বাঁচতে সচেতন করি। তারপরেও মানুষ প্রতারকদের ফাঁদে জড়িয়ে যাচ্ছে। এমন কোনও অচেনা নম্বরের ভিডিও কল ধরবেন না। সচেতন থাকুন। বিপদ হলে পুলিশের সাহায্য নিন।'

দরজা ভেঙে ছাত্রীর দেহ উদ্ধার

রায়গঞ্জ, ২১ অক্টোবর : এক ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল করণদিঘিতে। রবিবার রাতে ওই ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে করণদিঘি থানার পুলিশ। মৃতার নাম নমিতা সিংহ (১৮)। করণদিঘি থানার রসাখোয়া হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী তিনি। তাঁর বাড়ি করণদিঘির রসাখোয়া সংলগ্ন খন্তা গ্রামে। সোমবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

মৃত কিশোরীর বাবা প্রেমহরি সিংহ বলেন, 'গতকাল হাট ছিল। আমি রসাখোয়া হাটে সবজি নিয়ে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি, দরজা আটকানো। দরজা ভেঙে দেখতে পাই মেয়ের দেহ ঝুলছে। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে। তবে কী কারণে আমার মেয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হল, তা বুঝতে পারছি না।' করণদিঘি থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। পাশাপাশি, ওই ছাত্রীর ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, প্রেমঘটিত কারণে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে।

বেপরোয়া গতিতে জখম

বালুরঘাট, ২১ অক্টোবর : পথ দুর্ঘটনায় জখম হওয়া এক বৃদ্ধের পরিবার মোটরবাইক চালকের বিরুদ্ধে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করল। ১০ অক্টোবর পরানপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ৬৮ বছরের দীনেশ রায়কে এক মোটরবাইক চালক ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। দুর্ঘটনায় ওই বৃদ্ধের হাত- পা ভেঙে যায়। পাশাপাশি শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাত লাগে। রবিবার বালুরঘাট হাসপাতাল থেকে ওই বৃদ্ধকে ছুটি দেওয়া হয়। এরপরেই বাইকচালকের বিরুদ্ধে বেপরোয়া গতিতে বাইক চালানোর অভিযোগ তুলে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বৃদ্ধের ছেলে তপন রায়।

শিলান্যাস

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১ অক্টোবর : ঢাক, কাসর, ঘন্টা বাজিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর- ১ নম্বর ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাপাইচণ্ডী হরিজন পাড়ায় একটি ও উত্তর মুকুন্দপুর গ্রামে একটি সাবমার্সিবল পাম্পের শিলান্যাস করা হল। অপরদিকে, নয়াটোলায় ১৫০ মিটার কংক্রিটের ঢালাই রাস্তার শিলান্যাস করা হয়। জেলা পরিষদের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে রবিবার প্রায় ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দে দুটি সাবমার্সিবল পাম্প ও ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দে একটি কংক্রিটের ঢালাই রাস্তার শিলান্যাস করলেন জেলা পরিষদের কৃষি, সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম।

অনুদান ও প্রশিক্ষণের আর্জি কৃষিকেন্দ্রের

সাজাহান আলি

কুমারগঞ্জ, ২১ অক্টোবর : সরকার অনুমোদিত ফার্মার্স প্রডিউসার অর্গানাইজেশন হিসাবে কুমারগঞ্জ ব্লকে সুনামের সঙ্গে কাজ করছে 'ইছামতী কুমারগঞ্জ অ্যাগ্রো প্রডিউসার কোম্পানি লিমিটেড'। কুমারগঞ্জ ও বালুরঘাট ব্লকজুড়ে সুফল বাংলার ভ্রাম্যমাণ স্টল চালানোর পাশাপাশি এই কৃষক সংগঠন আরও বেশ কিছু কাজ করছে। এর মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ধান, গম, পাট, সবজি ফসল ইত্যাদির চাষে কৃষকদের অনুপ্রাণিত করা। রোগপোকা দমনে যথাসম্ভব জৈব কীটনাশক ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা। উৎপাদিত ফসল কৃষকদের কাছ থেকে কেনা, পরিবেশ রক্ষার কাজে কৃষকদের পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদি। তবে সরকারি আনুকূল্যে এই সংগঠনের পরিকাঠামোগত আরও কিছু উন্নয়ন হলে এবং প্রশাসনিক সহায়তা পেলে খুব ভালো হত বলে মনে করছেন এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কৃষক ও কর্মীরা।

কুমারগঞ্জ ব্লকের ইছামতী-কুমারগঞ্জ অ্যাগ্রো প্রডিউসার কোম্পানি লিমিটেডের সিইও জাইরুল সরকার জানান, 'আমরা কৃষকদের কাছ থেকে যে সমস্ত উৎপাদিত ফসল কিনি সেগুলো রাখার জন্য একটি গুদামঘর হলে খুব ভালো হত। ঘরের অভাবে কৃষকদের ফসল বেশি দিন রাখতে পারি না। ফসল নষ্ট হওয়ারও আশঙ্কাও থাকে। এই সংগঠনের তরফে টমেটো, আম, জলপাই, গাজর ইত্যাদির জ্যাম, জেলি, আচার তৈরি তথা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি ল্যাবরেটরি থাকলে খুব ভালো হয়। মাঠ থেকে কৃষকের উৎপাদিত ফসল সরাসরি কিনে নিয়ে আসার জন্য একটি ভ্যানগাড়িরও বিশেষ প্রয়োজন। সর্বোপরি প্রয়োজন পরিবেশবান্ধব উপায়ে কৃষিকাজের প্রশিক্ষণ।'

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা এগ্রিকালচার মার্কেটিং-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সুব্রত কুমার দের আশ্বাস, 'এই সংগঠনের তরফে লিখিত আবেদন পেলে সেগুলি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পেলে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়গুলি বাস্তবায়িত হবে। একইভাবে কুমারগঞ্জ ব্লক কৃষি আধিকারিক সঞ্জয় হালদার জানান, 'লিখিত আবেদন পাওয়ার পর বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হবে। আমাদের এক্তিয়ারের মধ্যে কোনও বিষয় থাকলে সেটা বিবেচনা করে দেখা হবে। এছাড়া কৃষি প্রশিক্ষণের কোনও বিষয় থাকলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আনন্দধারা গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।'

বাজিতপুর গ্রামের ৩২ বছরের পুরোনো এই কালীপুজো। সোমবার। - সংবাদচিত্র

কবরস্থানের জমিতে দেবীপুজোয় সম্প্রীতি

রায়গঞ্জ, ২১ অক্টোবর : রায়গঞ্জের বীরঘই অঞ্চলের বাজিতপুর গ্রামের কবরস্থানের জমিতে দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে কালীপুজো হয়ে আসছে। জমির একটা অংশে কাঠ ও টিন দিয়ে গড়ে উঠেছে মন্দির।

হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের ভক্তরাও এই পুজোয় শামিল হন। এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরাই মন্দিরের জন্য ওই নির্দিষ্ট জায়গা ছেড়ে দিয়েছে মাতঙ্গিনী ক্লাবকে। সারাবছর মন্দিরে থাকা কালীমূর্তিতে সকাল-সন্ধ্যা পুজো দেন স্থানীয় বাসিন্দা কাকলি দাস। এছাড়া প্রতি বছর বৈশাখ মাসের মঙ্গলবারগুলিতে পুজো দেওয়ার জন্য ভিড় করেন আশেপাশের মহিলারা।

আগে পুজো উপলক্ষ্যে বাউল হলেও এখন তা বন্ধ। এক স্থানীয় বাসিন্দা কালী দাস জানান, 'আমরা ৩২ বছর ধরে এই পুজো করে আসছি এই জমিতে। কবরস্থানের জমি হলেও তাদের কোনও আপত্তি নেই। আমরা সবাই মিলে আনন্দ করে এই পুজোতে মাতি।'

আরেক স্থানীয় বাসিন্দা আলাল মহম্মদের বক্তব্য, 'আমাদের এক ফালি জমিতে মন্দির আছে, সেখানে কালীপুজো হয়। আমরা একসঙ্গে থাকতে চাই। পুজোতেও শামিল হই।' বাজিতপুর সংসদের সদস্য নারায়ণচন্দ্র দাস জানান, 'এই পুজোকে গ্রামের মানুষ সম্প্রীতির নামেই জানেন। পুজোকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে গ্রামবাসীরা মিটিং সেরে ফেলেছেন। কয়েকদিনের মধ্যে প্যান্ডেলের কাজ শুরু হবে।'

বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ২১ অক্টোবর : বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে করণদিঘি থানার ঝাড়বাড়ি এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপরে। মৃত ব্যক্তির নাম শিবু সিংহ (৫০)। পেশায় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের প্রহরী। গুরুতর জখম ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিয়ে আসলে সোমবার সকালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। সোমবার বিকেলে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। রবিবার দুপুরে সাইকেল নিয়ে জাতীয় সড়কের মাঝে যে সমস্ত গাছগুলি রয়েছে সেগুলি দেখভাল করার সময় একটি মোটরবাইক তাঁকে ধাক্কা মারে। এর ফলে তিনি ছিটকে গিয়ে লরির চাকায় পিষ্ট হন। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে করণদিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় পরবর্তীতে তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেলে রেফার করা হয়। রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

পথ দুর্ঘটনায় আহত তরুণ

বুনিয়াদপুর, ২১ অক্টোবর : রবিবার রাতে বংশীহারীর নারায়ণপুরে এক পথ দুর্ঘটনায় দুইজন তরুণ গুরুতর আহত হলেন। আহত তরুণদের নাম সন্তোষ মাহাতো (২০) এবং পঙ্কজ মাহাতো (২২)। উভয়ের বাড়ি ব্রজবল্লভপুর পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীপুর গ্রামে।

রবিবার রাত সাড়ে আটটায় ওই দুই তরুণ এক বাইকে চেপে দ্রুতগতিতে বুনিয়াদপুর থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। নারায়ণপুরের উলটো দিক থেকে আসা একটি স্কুটির সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগলে উভয়েই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। স্কুটি সমেত চালক রাস্তায় পরে গেলেও সে তড়িঘড়ি পালিয়ে যায়। অন্যদিকে, রক্তাক্ত অবস্থায় দুই বাইকচালককে স্থানীয়রা রশিদপুর হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন তিনি।

প্রতিবেশীকে মারধর

বালুরঘাট, ২১ অক্টোবর: সীমানা বিবাদের জেরে এক মহিলাকে প্রবল মারধর করার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী মহিলার বিরুদ্ধে। মারধরের জেরে ওই বধূ বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযুক্ত দুই প্রতিবেশী মহিলার বিরুদ্ধে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন রঘুনাথপুর এলাকার বাসিন্দা মলয় মালি।

নিখোঁজ নাবালিকা

বালুরঘাট, ২১ অক্টোবর : টিউশন পড়তে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে এক নাবালিকা। রবিবার দুপুর থেকে তার সন্ধান মিলছে না। বালুরঘাট শহর লাগোয়া ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি গ্রামের ওই ছাত্রী টিউশন পড়তে বেরিয়ে আর বাড়ি ফিরে আসেনি। পরিবারের সদস্যরা পরিচিত সমস্ত জায়গায় খোঁজ করেও তার কোনও হদিস পায়নি। বাধ্য হয়ে সোমবার পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পরেই পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে।

ফিরল কিশোরী

বালুরঘাট, ২১ অক্টোবর : মায়ের বকাবকিতে অভিমান করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা এক নাবালিকাকে বাড়ি ফেরাল বালুরঘাট থানার উইনার্স টিম। বালুরঘাট শহর লাগোয়া একটি গ্রামের ওই নাবালিকা রবিবার রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আত্রেয়ী নদীর বাঁধে বসে কান্নাকাটি করছিল। বালুরঘাট শহর এলাকায় মহিলাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশের উইনার্স টিমের সদস্যদের নজরে পড়ে সেই দৃশ্য। তাঁরা দীর্ঘক্ষণ মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে বুঝিয়ে বাড়িতে বাবা-মায়ের কাছে পৌঁছে দেন।

চোরকে ধরে গণধোলাই

রায়গঞ্জ, ২১ অক্টোবর : দরজার তালা ভেঙে চুরির চেষ্টার ঘটনায় এক দুষ্কৃতীকে হাতেনাতে পাকড়াও করে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিল ক্ষিপ্ত জনতা। সোমবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হেমতাবাদ থানার বাহারাইল সংলগ্ন নওদা গ্রামে। অভিযুক্তকে গাছের সঙ্গে বেঁধে বেধড়ক মারধর করে ক্ষিপ্ত বাসিন্দা। পুলিশ অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করে হেমতাবাদ থানায় নিয়ে আসে। ধৃতের নাম রমেশ বালা। বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্রপল্লি এলাকায়। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। সোমবার বিকেলে ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ভোররাতে মণি মুর্মু নামে এক মহিলার বাড়িতে চুরি করার জন্য দরজার তালা ভেঙে ঘরে ঢোকে অভিযুক্ত রমেশ। পাশের ঘরে ঘুমিয়ে ছিল মুর্মু দম্পতি। ঘরে আওয়াজ শুনেই তাঁরা বুঝতে পারেন কেউ ঘরে ঢুকেছে। এরপর দরজা খুলে দেখে পাশের ঘরের দরজার তালা ভাঙা। দরজাও হাট করে খোলা রয়েছে। ভিতরে ঢুকতেই দুষ্কৃতীকে দেখতে পায়। এরপরেই চিৎকার জুড়ে দেয় মুর্মু দম্পতি। এলাকার বাসিন্দারা এসে অভিযুক্ত দুষ্কৃতীকে হাতেনাতে ধরে গাছের সঙ্গে বেঁধে বেধড়ক মারধর শুরু করে। খবর যায় হেমতাবাদ থানায়। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার

হেমতাবাদ

করে এদিন বিকেলে আদালতে পেশ করে।

হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামা বলেন, 'চুরির চেষ্টার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

পুলিশসূত্রে আরও জানা গিয়েছে, চলতি বছরে প্রায় ৬০টি চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে অভিযুক্ত রমেশ বালা। একাধিকবার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে তাকে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

কাঁধে চেপে আসেন আদি কালীবাড়ির শ্যামা

গৌতম দাস

গাজোল, ২১ অক্টোবর : গাজোলের কালীদিঘির পূর্বপাড়ে বেশ কিছুটা উপরে শ্যামা মন্দির। কেউ বলে, এই পুজো এবার ২২৯ বছরে পা দিতে চলেছে। অনেকে আবার বলেন, ৫০০ বছর ধরে চলে আসছে এই পুজো। আর ক'দিন পর কালীপুজো। তার আগেই পুরোদমে প্রস্তুতি চলছে আদি কালীবাড়ির শ্যামাপুজোর।

গাজোলের পুরোনো কাছারিবাড়িতেই নিয়ম মেনে দেবী মূর্তি তৈরি হয়। লক্ষ্মীপুজোর পর থেকে ১৫ দিনের মধ্যে মূর্তি তৈরির কাজ শেষ করতে হয়। সেখান থেকে মন্দিরে নিয়ে আসতে হয় বিগ্রহ। সেই সময় বেশ কিছু নিয়মকানুন এখনও কঠোরভাবে মেনে চলা হয়।

আদি কালীবাড়ি মন্দির। সোমবার। - সংবাদচিত্র

রীতি অনুযায়ী, দেবীকে পুজো দেওয়ার পর জমিদারদের কর্মচারীদের কাঁধে চাপিয়ে নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। পুজোর পরের দিনই বিসর্জন দেওয়া হয়। বিসর্জনের সময়ও নির্দিষ্ট পথ ধরে পুরোনো কাছারিবাড়ি ও নতুন কাছারিবাড়ি হয়ে বাজারের ভেতর দিয়ে কালীদিঘিতে বিসর্জন দেওয়া হয় মূর্তি। পুজোর দিন জমিদার বংশের যাঁর নামে সংকল্প হবে তাঁকে নির্জলা উপবাস থাকতে হয়। জমিদারবাড়ির উৎসর্গ করা পাঁঠাবলি দেওয়ার পর উপবাস ভাঙেন তিনি। বংশপরম্পরায় প্রতিমা তৈরি করে আসছেন গাজোলের চৌধুরী পরিবারের সদস্যরা। বর্তমানে প্রতিমা তৈরি করছেন উত্তম চৌধুরী। প্রতি বছর একইভাবে পুজো করে আড়াইডাঙার ঝা পরিবার। জমিদার বাড়ির পাঁঠাবলি দেওয়ার পর শুরু হয় মানতকারীদের পাঁঠাবলি।

তবে শোনা যায়, বর্ধমানের বৈদ্যবাটীর জমিদার দুর্লভরাম নন্দী চৌধুরী এস্টেট-এর তত্ত্বাবধানে বাংলা ১২০২ বঙ্গাব্দ থেকে চলে আসছে আদি কালীবাড়ির শ্যামাপুজো। সেই হিসেবে জমিদার বাড়ির তত্ত্বাবধানে এবার ২২৯ বছরে পা দিল পুজো। প্রবীণদের মতামত, ৫০০ বছরেরও বেশি পুরোনো এই কালীপুজো। মালদা জেলায় যেসব জাগ্রত কালী রয়েছে, তাদের অন্যতম গাজোলের শ্যামাকালী। জমিদারবাড়ির তত্ত্বাবধানে কঠোর নিয়মকানুন মেনেই এখানে দক্ষিণাকালী রূপে পূজিতা হন শ্যামা। ভোগ নিবেদন করেন কয়েক হাজার মানুষ। সব মিলিয়ে গাজোলের কালীপুজো আদি শ্যামাকালী মন্দিরকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়।

মন্দিরের সেবায়েত অমন ঝা বলেন, 'ইংরেজি ১৮৯৫ সালে জমিদারি স্বত্ব পান সীতারাম নন্দী। উপাধি পান চৌধুরী। তারপর থেকেই দুর্লভরাম নন্দী চৌধুরী এস্টেটের নামে জমিদারি চালান তাঁরা। গাজোলের করকচ ও বর্তমান গোরুহাট রোডে কাছারিবাড়ি তৈরি করে জমিদারি চালাতেন তাঁরা।'

মঙ্গলবার, ৫ কার্তিক ১৪৩১, ২২ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৫২ সংখ্যা

সুযোগ এবং বিভ্রান্তি

আন্দোলনরত জুনিয়ার ডাক্তারদের সামনে চলতি পরিস্থিতিতে বিস্তর সুযোগ আছে। অবিশ্বাস্য জনসমর্থন, সমাজের জনমত প্রভাবিত করার মতো অংশকে পাশে পাওয়া, গণমাধ্যমের সাহায্য, সামাজিক মাধ্যমে উপচে পড়া আনুকূল্য ইত্যাদি পুঁজি হিসেবে কাজ করেছে। আন্দোলনটি ঘিরে মানুষের অনেক প্রত্যাশাও ছিল। কিন্তু স্বাস্থ্য ভবনে বৈঠক উত্তর ঘটনাবলি, শাসকের সঙ্গে বারবার বৈঠক, অনশন সহ নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তহীনতায় আন্দোলন কিছুটা দিকভ্রান্তও বটে।

গণজাগরণ যে সম্ভাবনাগুলির জন্ম দেয়, তা সবসময় সম্পূর্ণ সফল হয় না। তবে সামাজিক ক্ষতগুলিকে চিহ্নিত করে, তা মেরামতে শাসককে বাধ্য করে। সাময়িক হলেও রাষ্ট্র সংস্কার করতে বাধ্য হয়। যেমন এখন এ রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে সংস্কার চলছে। তদন্ত করছে সিবিআই।

আরজি কর মেডিকেলে তরুণী চিকিৎসককে খুন-ধর্ষণে প্রধান অভিযুক্ত কিন্তু ব্যর্থ প্রশাসনিক ব্যবস্থা। ফলে প্রশ্ন উঠবেই, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়া হল কেন? শুধু স্বাস্থ্যক্ষেত্র নয়, সর্বস্তরে কেন এমন অবহেলা? লক্ষ্য কি বেসরকারি স্বাস্থ্য-বাণিজ্যের কলেবরবৃদ্ধি? জুনিয়ার ডাক্তাররা এসব মৌলিক প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন।

রোগী রেফারাল সিস্টেমের আধুনিকীকরণ, হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বদলের উল্লেখ আছে বুড়িছোঁয়ার মতো করে। আলোচনায় সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় বেহাল অবস্থার কথাও উঠেছে। কিন্তু দুর্নীতি ও সরকারি অপদার্থতার ফোকাসটা অদৃশ্য। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় পরিষেবা বিপন্ন হওয়ার মূল যে বেসরকারিকরণ, তা নিয়েও এই আন্দোলন নীরব।

নানা রাষ্ট্রীয় নীতির খাঁড়ায় ভারতে রোগী ও চিকিৎসক উভয়েই বিপন্ন। পাশাপাশি রয়েছে সরকারি হাসপাতালে ডাক্তারের অভাব, ওষুধে ভেজাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজের অসহনীয় দশা। কিন্তু আন্দোলনে এসবের উল্লেখ কই? আন্দোলনটির শ্রেণি অবস্থান ও বর্শামুখ নিয়ে তাই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

অনেক মানুষ যুক্ত থাকলেও আন্দোলনের উদ্দেশ্য জনস্বার্থ সম্পর্কিত না বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থে, সেই প্রশ্নও উঠছে। স্লোগান-সর্বস্বতায় নৈতিকতার পরাকাষ্ঠার প্রতীক হওয়া যায় না। এই আন্দোলন শেষপর্যন্ত সাধারণ মানুষের পক্ষে দাঁড়াল না শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে কোনও কায়েমি স্বার্থকে শক্তিশালী করে ফেলছে, তার বিশ্লেষণ সমানভাবে হওয়া দরকার।

কেন জুনিয়ার ডাক্তাররা স্বাস্থ্যে বেসরকারিকরণ ও জনস্বার্থের দাবিগুলি সামনে আনতে ব্যর্থ হচ্ছেন? এই আন্দোলনের সমর্থনে সরব এমন বহু ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন আছে, যারা দীর্ঘদিন গণস্বাস্থ্য আন্দোলনে যুক্ত। তারা ফার্মা লবি, স্বাস্থ্যে বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার। আন্দোলনে প্রবলভাবে সক্রিয় কর্পোরেট হাসপাতালের চিকিৎসকরা। কিন্তু এঁদের মধ্যে সরকারি চিকিৎসা পরিকাঠামোকে মজবুত করে ডাক্তার ও রোগী উভয়ের স্বার্থরক্ষার ভাবনা উধাও। কারণ, এসব তাদের শ্রেণিস্বার্থ বিরোধী।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, চিকিৎসার খরচ জোগাতে ফি বছর সাড়ে পাঁচ কোটি ভারতীয় দরিদ্র হন। এর অধিকাংশ একদা মধ্যবিত্ত। আসলে এখন 'ডক্টরহুড'-এর জমানা। এখানে কোনও শ্রেণিভেদ নাই, চশমখোর-জনদরদি ফারাকহীন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম আলোচনার পর এক ডাক্তার নেতা বলেছিলেন, রাষ্ট্র, সুপ্রিম কোর্ট, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর তাঁদের ভরসা আছে। প্রশ্ন ওঠে, তাহলে আন্দোলন কার বিরুদ্ধে?

আরজি কর মেডিকেলের পর গত প্রায় আড়াই মাসে দেশে শতাধিক ধর্ষণ-খুন হলেও কোথাও প্রতিকার হয়নি। অথচ কোথাও তেমন বিক্ষোভ, আন্দোলন দানা বাঁধেনি। বরং বাংলায় জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের মধ্যে নানা বিভ্রান্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে। ডাক্তার ও রোগীদের যুযুধান শিবির হিসাবে দেখানো হচ্ছে। রোগীদের জুড়তে না পারলে, স্বাস্থ্য পরিষেবার বেসরকারিকরণ নিয়ে নীরব থাকলে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন থাকে বৈকি!

অমৃতধারা

তুমি যা ভাববে,পরিণামে তুমি তাই হবে। যদি মুক্তি পেতে চাও তবে ঈশ্বরচিন্তায় ডুবে যাও। দেহের ধ্বংস হয়, আত্মা অবিনাশী। আত্মা নিত্যবস্তু, দেহ অনিত্য। আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ। দেহের সঙ্গে নিজেকে IDENTIFIED (একাকার জ্ঞান) করার জন্যেই মানুষের এই অশান্তি, দুঃখ, দুর্গতি ও ভবযন্ত্রণা। নিজের আসল স্বরূপের দিকে নজর নেই- ভাবছে এই রক্তমাংসের দেহটাই 'আমি, আমি অমুকের ছেলে, অমুকের মেয়ে—' সেইজন্যই তো মানুষের এত দুঃখ, অশান্তি, এত শোকতাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা। এ সবই অজ্ঞানতা। উপলব্ধি করো যে, 'তুমি জন্মমৃত্যুহীন আত্মা- তুমি ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের অংশ'। এই উপলব্ধি যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ কেউই শান্তি পায় না, কিছুতেই ভবযন্ত্রণা দূর হয় না।

-স্বামী অভেদানন্দ

বাংলাদেশ, রাজাকার ও জামায়াতে

রবিবার পদ্মাপারে আড়াই মাস হল ইউনূসের সরকার। গণ অভ্যুত্থানের উন্মাদনা উধাও। বাজার অগ্নিমূল্য। আইনশৃঙ্খলা নেই।

অমল সরকার

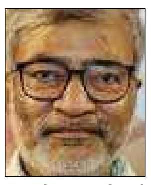

এ বছর জানুয়ারিতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন কভার করতে গিয়েছিলাম। ভোটের দিন রাতে ঢাকার জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেলকে সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম, নির্বাচন হল বটে, কিন্তু যে ৬০ শতাংশ মানুষ (সে দেশের নির্বাচন কমিশন দাবি করেছিল, ভোট পড়েছে ৪০ শতাংশ) ভোট দিলেন না, তাঁরা যদি রাজনৈতিক নেতৃত্বহীন থেকে যান তবে তা সরকারের জন্য বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে।

দেখা গেল, আট মাসের মাথায় বিরোধী রাজনীতির পরিসরের শূন্যতা পূরণে ছাত্ররা এগিয়ে এসে হাসিনাকে হটিয়ে দিল।

ছাত্রদের খেপিয়ে তুলতে আমেরিকার পাকা মাথা যে কাজ করেছে, তা এখন আর গোপন নেই। শেখ হাসিনার সরকার সম্পর্কে বাইডেন প্রশাসন উত্থাপিত ইস্যু এবং ছাত্রদের অভিযোগ অভিন্ন। আমেরিকা এবং ছাত্রদের কাজটা সহজ করে দেন স্বয়ং হাসিনাই। দীর্ঘ পনেরো বছরের শাসনে তিনি অভাবনীয় উন্নতির নজির গড়ার পাশাপাশি বিরোধীদের কণ্ঠরোধ, ভোট লুট, বাকস্বাধীনতা হরণের ঘটনাও মাত্রা ছাড়ায়। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে বাকিদের আড়াল করে তাঁর পিতা শেখ মুজিবুরের অবদানকে এমনভাবে তুলে ধরেছিলেন, আওয়ামি লিগেরও বহুজনের কাছে যা মানসিক সন্ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইতিহাসের পাতায় কিছু চাপিয়ে চিরস্থায়ী করা যায় না। যে ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে হাসিনাকে দেশ ছাড়তে হয়, বিগত পনেরো বছর তারা তাঁরই সরকারের তৈরি ইতিহাস বই পড়েছে, যার পাতায় পাতায় মুক্তিযুদ্ধের শতভাগ কৃতিত্ব কার্যত মুজিবকে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে এই ব্রেনওয়াশের পরিণতি শেষমেশ হাসিনা ও তাঁর দলের, গোটা দেশের জন্যও ভয়ংকর পরিণতি ডেকে এনেছে।

পরিণতির আভাস পাওয়া গিয়েছিল হাসিনার দেশত্যাগ পরবর্তী ক'দিনের ঘটনাবলি থেকে। প্রশাসনের অনুপস্থিতির সুযোগে উপোসী ছাড়পোকারা হিংস্র হায়নার রূপ ধারণ করে আওয়ামি লিগ সমর্থক আর সংখ্যালঘুর রক্তে হোলি খেলে। তালিবানি কায়দায় হত্যার পর গাছে, ল্যাম্পপোস্টে দেহ ঝুলিয়ে দিয়ে উল্লাস চলে। সেই ঘটনাবলিকে তীব্র আওয়ামি বিরোধী এবং ধর্মান্ধদের অসভ্যতা বলেই ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু ৮ অগাস্ট মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের শপথ অনুষ্ঠানটি টিভিতে লাইভ দেখার সময়েই একটি প্রশ্ন আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল, মুজিব-কন্যার পর বাংলাদেশ কাদের হাতে গেল?

ঢাকার বঙ্গভবনের সেই শপথ অনুষ্ঠানে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উচ্চারিত হয়নি। উচ্চারিত হয়নি সে দেশের জাতীয় চার নেতা- সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান, মুহাম্মদ মনসুর আলির নাম। বঙ্গভবন অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত শপথ অনুষ্ঠানে জাতির পিতার কোনও প্রতিকৃতি ছিল না। অনুষ্ঠানের শুরুতে শুধু কোরান পাঠ হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের চালু প্রথা মেনে কোরানের পর গীতা, বাইবেল, ত্রিপিটক থেকে পাঠ করা হয়নি। হাসিনা-বিরোধী আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হলেও ৫ থেকে ৮ অগাস্ট রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক হিংসায় নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের বালাই ছিল না। শপথ নেওয়ার সাতদিনের মাথায় ১৫ অগাস্ট মুজিবকে হত্যার দিনটি জাতীয় শোক দিবস হিসাবে পালন করেনি নতুন সরকার। বাতিল হয় সেদিনের জাতীয় ছুটি।

গণ অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া ছাত্র-জনতা আওয়াজ তুলেছিল, 'তুমি কে, আমি কে, রাজাকার রাজাকার'। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি রাজাকাররা শতশত খুন আর হাজার হাজার নারীর উপর যৌন নিপীড়ন চালিয়েছিল। ইউনূসের নানা পদক্ষেপে স্পষ্ট, সেই রাজাকারদের অভিভাবক জামায়াতে ইসলামি তাঁর আসল উপদেষ্টা।

প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বভার নেওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই জামায়াতের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছেন তিনি। জামাতকে খুশি করতে আরও সাতটি জাতীয় ছুটি বাতিল করতে গিয়ে ৭ মার্চকেও ছাড় দেননি ইউনূস। ১৯৭১-এর ওইদিনে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণে দীপ্তকণ্ঠে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' যে ভাষণ শুনে ওপারের স্বনামধন্য কবি নির্মলেন্দু গুণ লিখেছিলেন, 'সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।'

৭ মার্চের সেই ভাষণকে অস্বীকার করার অর্থ ন'মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ, ২৬ মার্চের স্বাধীনতা এবং ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় দিবসকেও নস্যাৎ করার চেষ্টা। ৭ মার্চের ওই ভাষণই গোটা জাতিকে যুদ্ধের প্রেরণা জুগিয়েছিল। রক্তের মূল্যে কোনও স্বাধীনতার লড়াইকে মাপা হলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অমূল্য, যার সঙ্গে মিশে আছে ভারতীয় সেনার রক্তও।

মুজিবের 'জাতির পিতা' স্বীকৃতি কেড়ে নেওয়া এবং টাকা থেকে তাঁর ছবি মুছে ফেলা এখন সময়ের অপেক্ষা। জাতীয় সংগীত, রবি ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা......' বাতিলের দাবি সম্পর্কে নীরব অন্তর্বর্তী সরকারের অভিভাবকরা। মুজিবের চালু করা সংবিধান বাতিল করে নতুন করে লেখার সরকারি বাসনা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

এভাবেই দেশের ইতিহাসকে কলমের খোঁচায় মুছে ফেলার কর্মসূচি নিয়ে এগোচ্ছেন ইউনূস, যিনি প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার আগে ৮৪ বছরের জীবনে একবারের জন্য সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যাননি। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। বোঝাই যাচ্ছে বাংলাদেশ কার হাতে পড়েছে এবং কোন দিকে এগোচ্ছে।

মুজিবের 'জাতির পিতা' স্বীকৃতি কেড়ে নেওয়া এবং টাকা থেকে তাঁর ছবি মুছে ফেলা এখন সময়ের অপেক্ষা। জাতীয় সংগীত, 'আমার সোনার বাংলা...' বাতিলের দাবি সম্পর্কে নীরব অন্তর্বর্তী সরকারের অভিভাবকরা। মুজিবের চালু করা সংবিধান বাতিল করে নতুন করে লেখার সরকারি বাসনা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

৭ মার্চের সেই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান বাঙালি-অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়।' সেই বাংলাদেশে উগ্র ইসলামপন্থীদের হুমকির মুখে এবার অনেক জায়গায় দুর্গাপুজো হয়নি। চট্টগ্রামের মতো বন্দর শহরে পুজোমণ্ডপে জোর করে ঢুকে ইসলামিক সংগীত পরিবেশন করেছে জামাত-ঘনিষ্ঠ সংগঠন। ঢাকায় প্রতিমা লক্ষ্য করে পেট্রোল বোমা ছোড়া হয়। সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দুদের উপর হুমকি-সন্ত্রাসের এমন আবহে ইউনূস সরকার ১৫ জুলাই থেকে ৮ অগাস্টের মধ্যে সংঘঠিত খুন, ধর্ষণ, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসকারী অপরাধীদের গণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার, নিপীড়নের যে ২০১০টি ঘটনা ঘটে তার ৯০-৯৫ ভাগই ঘটেছে ৫ থেকে ৮ অগাস্টের মধ্যে। সংখ্যালঘুদের উপর এমন নজিরবিহীন হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের কারও সাজা হবে না, যারা মূলত জামাত ও বিএনপি'র সন্ত্রাসী।

আক্রান্ত শুধু সংখ্যালঘুরা নন। মুজিব এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিও বিপন্ন সে দেশে। জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ৭৫ বছর বয়সি অধ্যাপক আনোয়ার হুসেনের উপর হামলার পর হাসপাতালে কর্তব্যরত নার্স প্রবীণের মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় শুনে পরামর্শ দেন, 'বাবা, এখন এই পরিচয়ের কথা কাউকে আর না বলাই ভালো।'

গত রবিবার আড়াই মাস পূর্ণ করেছে ইউনূস সরকার। কেমন আছেন বাংলাদেশের মানুষ? ঢাকার কাওরান বাজার শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়ি বাজারের মতো ব্যাগ ভরে মাছ-সবজি কেনাকাটা করার বড় মার্কেট। শনিবার সকালে ঢাকার এক সাংবাদিক ফোনে জানালেন, রাজধানীর সেই বড়বাজারে ক্রেতাদের অনেকেই আজকাল একটা বেগুন, চারটে পটল কিনছেন। দেড়-দু'মাস ধরে একশো টাকার নীচে কোনও সবজি নেই। কঠোর বাস্তব তুলে ধরতে একজন ফেসবুকে লিখেছেন, 'ছোটবেলায় মা একটা ডিম পাঁচ ভাগ করে পাঁচ-ভাইবোনের পাতে দিতেন। সরকারকে ধন্যবাদ ছেলেবেলা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য।' ডিম ১৮০ টাকা ডজন।

হাসিনার নামে ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল যখন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে, তখন সরকারের অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে বহু মানুষ টিভি ক্যামেরার সামনে বলতে শুরু করেছেন, 'এর থেকে হাসিনাই ভালো ছিল।' আড়াই মাসেই গণ অভ্যুত্থানের উন্মাদনা উধাও। জনক্ষোভের মূলে জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য ছাড়াও আছে অস্থির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। সামাজিক মাধ্যমে, টিভি চ্যানেলে ছুরি, পিস্তল ঠেকিয়ে ছিনতাইয়ের সিসি ক্যামেরার ফুটেজের ছড়াছড়ি। সদ্য ঢাকা ফেরত কলকাতার এক সাংবাদিকের কথায়, ৫ অগাস্ট পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সর্বোপরি সামাজিক পরিস্থিতি বলতে গেলে আড়াইশো কিলোমিটার বেগে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী অবস্থার মতো। সব লন্ডভন্ড হয়ে আছে। কিছুই স্বাভাবিক হয়নি।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৫৪

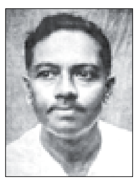

কবি জীবনানন্দ দাশের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

২০০২

আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক বিনয় মুখোপাধ্যায়।

আলোচিত

যদি ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস থাকে, তাহলে ঈশ্বরই সমাধানের পথ দেখান। রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ মামলার রায় ঘোষণার আগে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। তিনি সমাধানের পথ খুঁজে দিয়েছেন।

- ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়

ভাইরাল/১

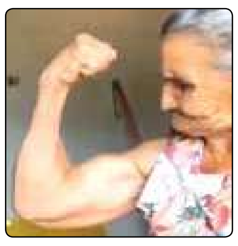

মুখ, হাতের চামড়া কুঁচকেছে। সত্তরোর্ধ্ব এমন একজন বৃদ্ধাকে টি-শার্ট গুটিয়ে হাতের পেশি দেখাচ্ছেন এক তরুণ। কিন্তু গুগলি দিলেন বৃদ্ধা। নিজের মুঠো করা হাত কনুই থেকে আস্তে আস্তে মুড়তে থাকেন। বৃদ্ধার বাইসেপস আলুর মতো ফুলে ওঠে। নিজের হাতা নামিয়ে নিলেন তরুণ।

ভাইরাল/২

জনাকয়েক পুরুষ দিল্লিতে মেট্রোর মহিলা কামরায় উঠে পড়েছিলেন। মহিলা যাত্রীদের সঙ্গে তাঁদের তুমুল ঝগড়া শুরু হয়। পরের স্টেশন আসতেই পুলিশ হস্তক্ষেপ করে। পুরুষ যাত্রীদের চড় মেরে নামানো হয়। পুলিশের সঙ্গ দেন মহিলা যাত্রীরা।

জনমন জনমত

সুবিধাভোগীদের ভিড়ে কমছে চাকরির সুযোগ

পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা ভারতে সরকারি চাকরির বিষয়টি আজ এত নিম্নসীমায় পৌঁছেছে যে, সর্বস্তরের চাকরিপ্রার্থীই যে সরকারি চাকরি করবে - এমন স্বপ্নের কথা জোর গলায় কেউ বলতে পারে না। কেননা কোনও নিশ্চয়তা নেই। যে ছেলেটা স্বপ্ন দেখেছিল হাইস্কুলে শিক্ষকতা করবে তার স্বপ্নের মৃত্যু হয়েছে গত আট বছর এসএসসি হয়নি বলে। এরকম এক হতাশাজনক পরিস্থিতিতে যতটুকু নিয়োগ রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার করছে, তাতে অর্ধেকের বেশি রিজার্ভ শ্রেণির জন্য পূর্বনির্ধারিত। বিশেষ করে যে কোনও চাকরির পরীক্ষায় এসটি এবং পিএইচ শ্রেণির কাটঅফ অর্ধেকে নেমে যায়।

শিক্ষা বলে সমতার কথা। কিন্তু আমরা সহানুভূতির নামে বিভেদ করে রেখেছি। একজন এসটি শ্রেণিভুক্ত শিক্ষার্থী এবং তার পাশে জেনারেল শিক্ষার্থী একই ক্লাস করল, একই সুযোগসুবিধা পেল। কিন্তু এসটি শ্রেণিভুক্ত শিক্ষার্থী চাকরির যোগ্যতার পরীক্ষায় অনেক কম পেয়েও এগিয়ে কেন? এসটিদের যে অর্থে সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়, আদতে কি সেইসব সুবিধা সব এসটি শিক্ষার্থী পাওয়ার যোগ্য?

যে ব্যক্তি এসটি কোটায় চাকরি পেলেন সেই অবধি ঠিক আছে। কিন্তু সেই ব্যক্তির সন্তানের তো সেই সুবিধা পাওয়ার কথা না। কিন্তু পায়। যে কারণে সুবিধাভোগীদের ভিড়ে হারিয়ে যায় জেনারেলরা। পাশাপাশি একজন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে তাকে এগিয়ে দেওয়া হল ঠিকই, কিন্তু যেসব বিভাগে জায়গা পূরণ হল সেসব বিভাগের কাজ পূরণ কি সম্ভব?

শিক্ষার আঙিনা থেকে যারা বহুদূরে তাদের শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে আসার অন্য পদ্ধতি হতে পারত। যোগ্যতার পরীক্ষায় সর্বদা মেধাকে প্রাধান্য দেওয়া হোক।

রাসেল সরকার, শিলিগুড়ি।

ভারত-কানাডার মধ্যে টানাপোড়েন

সম্প্রতি ভারত ও কানাডার মধ্যে যে কূটনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে, তা উদ্বেগজনক। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ভারতকে অকারণে খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডে জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন। এমন ভিত্তিহীন অভিযোগ আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত এবং দুই দেশের সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর। বিশেষত ট্রুডোর এই অভিযোগ কানাডায় বসবাসকারী শিখদের একটি চরমপন্থী অংশকে তুষ্ট করতে করা হয়েছে বলে মনে হয়, যা কানাডার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকেই ইঙ্গিত করে।

ভারত তার কূটনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং ছয়জন ভারতীয় কূটনীতিককে দেশে ফিরিয়ে এনেছে। দুই দেশের মধ্যে বহু বছর ধরে গড়ে ওঠা সম্পর্ক, বিশেষ করে জনগণের মধ্যে যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য রয়েছে, তা এখন এক সংকটময় অবস্থায় পৌঁছেছে।

ভারতের বিশ্বমঞ্চে ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে মাথায় রেখে এ ধরনের দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য উভয় দেশেরই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা উচিত। কানাডার উচিত কূটনৈতিকভাবে এই সমস্যার সমাধান করা, যাতে ভবিষ্যতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত হয়। আশা করি, উভয় দেশ এই সংকট থেকে শীঘ্রই উত্তরণের পথ খুঁজে বের করবে।

নীলাচল রায়, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

যে সম্পর্কগুলোর কোনও ডাকনাম নেই

চলার পথে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক হয়। তারপর তাঁরা হারিয়ে যান একদিন। উৎসবের মরশুমে বেশি মনে পড়ে।

জয়ন্ত চক্রবর্তী

ভোরের কুয়াশায় ঢেকে আছে ক্যাম্পাস। সামনেই পরীক্ষা। এসময় বায়োলজিকাল ক্লক ভীষণ সক্রিয়। সকাল সকাল কীভাবে যেন ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙতেই এক কাপ গরম চা যে ভীষণ দরকার! অগত্যা কোনওভাবে গরম চাদর চাপিয়ে হস্টেল থেকে এক'পা দু'পা করে এগিয়ে একটু দেখে নেওয়া সুবলদার চায়ের দোকানের ঝাঁপ খোলা কি না। হ্যাঁ, ঠিক খোলা।

সুবলদাও জানেন, ফি-বছর পরীক্ষার মরশুমে সকাল সকাল ছেলেদের একটু গরম চা চাই। তাই খুব ভোরে সাইকেলের পেছনের ক্যারিয়ারে বেকারির বিস্কুট আর গরম টাটকা পাউরুটির কার্টন দড়ি দিয়ে বেঁধে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছেন তিনি। কুয়াশার পথ ধরে। কয়লার উনুনটি জ্বেলে দুধ-চিনি সহযোগে কড়া পাকের দুধ চা চাপিয়ে দেন উনুনে। গরম চায়ে চুমুক দিতেই শরীরের আড়মোড়া ধীরে ধীরে কাটতে থাকে।

ওদিকে কুয়াশা ভেদ করে অনতিদূরে জেগে ওঠে কার্সিয়াং পাহাড়। এভাবেই একদিন পরীক্ষা শেষ হয়। ছেলেরা যে যার মতো ক্যাম্পাস ছেড়ে বাড়ি ফেরে। নতুন ছাত্রছাত্রীর সমাগমে ক্যাম্পাস আবার সরগরম হয়ে ওঠে। সুবলদার চায়ের দোকান রোজ খোলা হয়। পাহাড়টা ঠিক আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

বন্দর এলাকা। কয়েকটি দোকান। একটি সবুজ খেলার মাঠ ও মাঠ সংলগ্ন চারপাশে খোলা বারান্দার একটি প্রাইমারি স্কুল, আর ব্যাংকের একটি ছোটখাটো শাখা। দূরদূরান্ত থেকে আসা কয়েকজন ব্যাংককর্মীর নিতান্ত প্রয়োজনে এ-তল্লাটে গড়ে উঠেছে মেসবাড়ি। মেসবাড়িতে রান্না করেন কল্পনা মাসি। তেলে-ঝালে রান্নায় স্বাদ আনাতে তাঁর বেশ সুনাম। কিন্তু না, বাঁকুড়া থেকে আসা ধ্রুব পান্ডা'র তেল-ঝাল পেটে সয় না। তাই কল্পনা মাসি রোজ রাঁধতে গিয়ে একবার ধ্রুবর কথা মনে পড়তেই সতর্ক হন। নিজেকে নতুনভাবে প্রয়োগ করতে চান তিনি। হঠাৎ একদিন কল্পনা মাসি জানতে পারেন, ধ্রুব মেস ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। কেননা তাঁর পোস্টিং হয়েছে বাড়ির কাছাকাছি।

জেলা শহরের মোটর ভেহিকল অফিসে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের আনাগোনা। অফিসের পাশেই অস্থায়ী একচালা ঘরে এক সাদামাঠা খাবারের হোটেল চালায় এক দম্পতি। অনেক মানুষের ভিড়ে অফিসের এক বাবুও টিফিন আওয়ারে এসে খেয়ে যান ভাত। হোটেলের রাঁধুনি গৃহবধূ জেনে গিয়েছেন বাবুর ধনেপাতা দিয়ে বাটা মাছের পাতলা ঝোল খুব পছন্দ। তাইতো পরম মমতায় মাঝেমধ্যেই বাটা মাছ রাঁধা হয় এই তুচ্ছ হোটেলে। একদিন বাবুটির আসা বন্ধ হয়। বাটা মাছ পড়ে থাকে। পরে জানা যায়, ট্রান্সফার হয়ে তিনি নাকি অন্যত্র চলে গিয়েছেন।

জীবনে চলার বাঁকে আমাদের এভাবেই বেশ কিছু অদৃশ্য সম্পর্ক তৈরি হয়। এমন সম্পর্কগুলোকে কখনও সংজ্ঞায়িত করা যায় না। সম্পর্কগুলোর কোনও ডাকনাম নেই। কিন্তু সম্পর্ক তৈরি হয়- কখনও স্কুলবেলায় পঁচিশ পয়সার বিনিময়ে আইসক্রিম হাত থেকে নেওয়া সেই বরফওয়ালার সঙ্গে, কখনও মেসবাড়িতে থাকতে গিয়ে পাশের মুদিখানার দোকানির সঙ্গে, কখনও ডেইলি যাতায়াতের সুবাদে বাস কনডাক্টরের সঙ্গে। এমন সম্পর্কগুলো হঠাৎ ছিন্ন হলে শুরুতে কোনও অভিঘাত তৈরি হয় না ঠিকই, কিন্তু মনের ভেতরে কোথাও যেন সম্পর্কগুলো ঘুমিয়ে থাকে। বহু বছর পর রাতে ঘুম না এলে হঠাৎ সুবলদা, কল্পনা মাসিরা জেগে ওঠেন। বেশি করে যেন উৎসবের সময়, উৎসব হারিয়ে যাওয়ার সময়ই।

(লেখক শিক্ষক, দিনহাটার বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৬৭

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। কোমল ও মসৃণ ৩। কিছু দেওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ ৫। যেখানে আশার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ৬। যে জুলুম বা অন্যায় আচরণ করে ৭। হিংস্র বন্যপ্রাণী ৯। বাধাবিপত্তি বা আঘাত এবং প্রত্যাঘাত ১২। সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্য সম্ভার ১৩। যে কল টিপলে জল পড়ে।

উপর-নীচ : ১। বিশেষভাবে বিচার বা পরীক্ষা করে দেখা ২। যারা মিষ্টির কারবার করে ৩। যেসব বর্ণ তালুকে ছুঁয়ে উচ্চারিত হয় ৪। পুত্রসন্তান বা বালক ৫। এই ফল খেতে খুব তেতো ৭। যেখানে কড়া পরলেই গ্রেপ্তার ৮। নাকানিচোবানি অবস্থা ৯। ঘুঙুর বা নূপুর ১০। কোনও বিষয়ে অনিচ্ছাকৃত ভুল ১১। সুযোগের অপেক্ষায় ওঁত পেতে থাকা।

সমাধান ■ ৩৯৬৬

পাশাপাশি : ১। ফালতু ৪। মুখর ৫। হাবা ৭। নাকাল ৮। শরিকানা ৯। বাতায়ন ১১। সীবন ১৩। চাড় ১৪। চশমা ১৫। নাচার।

উপর-নীচ : ১। ফাতনা ২। তুমুল ৩। দরবেশ ৬। বাহানা ৯। বাগিচা ১০। নষ্টচন্দ্র ১১। সীমানা ১২। নজির।

বিন্দুবিসর্গ

কাঁচা মাটির পাত্র রোদে শুকোতে ব্যস্ত খুদে। সোমবার মালদায়। - স্বরূপ সাহা

মদের আসরে গোলমালের জের, অনুমান পুলিশের

আমবাগানে পরিযায়ী শ্রমিককে কুপিয়ে খুন

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ২১ অক্টোবর : মদের আসরে গোলমাল। তার জেরে নাকি অন্য কারণে কুপিয়ে খুন, সোমবার দিনভর চর্চার বিষয় হয়ে রইল বৈষ্ণবনগরে। বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায় এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় একজনকে আটকও করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, মদের আসরে গোলমালের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। তবে এই খুনের ঘটনায় কে বা কারা জড়িত তা এখনও জানা যায়নি। গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত করেছে পুলিশ। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) আবু বক্কার ও কালিয়াচকের এসডিপিও ফাইসাল রাজা ঘটনাস্থলে তদন্তে যান।

নিহত ব্যক্তির নাম ফুলচাঁদ মণ্ডল (৩৭)। বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানার লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জালাদিটোলা এলাকায়। সোমবার সকালে তাঁর ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় বাড়ি থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে বীরনগর-১ অঞ্চলের রাধানাথটোলার এক আমবাগানে। সোমবার সকালে পরিবারের লোকজন খবর পান, ফুলচাঁদকে কেউ বা কারা কুপিয়ে খুন করেছে। তাঁর রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে রাধানাথটোলার আমবাগানে। খবর পেয়ে বাড়ির সবাই ঘটনাস্থলে ছুটে যান।

ফুলচাঁদের স্ত্রী মালদা শহরে মায়ের বাড়িতে থাকেন। তাঁদের তিন মেয়ে ও এক ছেলে। সবাই নাবালক। মৃতের মা সাবিত্রী মণ্ডল জানান, 'বৌমা আমার ছেলেকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। তিন মেয়ে তাঁর সঙ্গে থাকে। আমার সঙ্গে নাতি থাকে। আমার ছেলেকে যে বা যারা খুন করেছে, তাদের কঠিন শাস্তি চাই।'

দেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে বৈষ্ণবনগর থানার আইসির নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, মদের আসরে গোলমালের জেরে এই খুন। তবে এই খুনের ঘটনায় কে বা কারা জড়িত, ঠিক কী কারণে খুন, সেই বিষয়ে এখনও পুলিশ ধোঁয়াশায়। ধোঁয়াশা দূর করতে চলছে পুলিশি তদন্ত।

কালিয়াচকের এসডিপিও ফাইসাল রাজা জানিয়েছেন, 'তদন্ত শুরু হয়েছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেই তদন্ত করা হচ্ছে।'

যা ঘটেছিল

- পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক ছিলেন ফুলচাঁদ মণ্ডল
- দিনকয়েক আগেই তিনি ভিনরাজ্য থেকে বাড়ি ফেরেন। রবিবার সন্ধেয় বাড়ির বাইরে যান। কিন্তু রাতে আর বাড়ি ফেরেননি
- সোমবার সকালে তাঁর ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত মৃতদেহ বাড়ি থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে এক আমবাগানে উদ্ধার হয়

বোর্ডমানি সহ ধৃত ৯ জুয়াড়ি

গঙ্গারামপুর, ২১ অক্টোবর : পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে শহরের একটি ক্লাবে বসেছিল জুয়ার আসর। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। জুয়ার বোর্ডে হানা দিয়ে প্রায় সাড়ে ১৯ হাজার টাকা বোর্ডমানি উদ্ধার সহ ৯ জুয়াড়িকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে জুয়ার বোর্ড বসানোর অভিযোগ উঠছে। রবিবার রাতে গঙ্গারামপুরের কালীতলার একটি শহরে জুয়ার আসর বসে। গোপন সূত্রে সেই খবর পায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। এরপর গভীর রাতে বিশাল পুলিশবাহিনী ক্লাব ঘরটি ঘিরে ফেলে অভিযান চালায়। অভিযানে ৯ জন জুয়াড়ি পুলিশের জালে ধরা পড়ে। সেইসঙ্গে প্রায় সাড়ে ১৯ হাজার টাকা বোর্ডমানি উদ্ধার করে। সোমবার ধৃতদের গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, প্রতিদিন জুয়ার বোর্ডের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হবে।

পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

তপন, ২১ অক্টোবর : মায়ের সঙ্গে দাদুরবাড়িতে বেড়াতে গিয়ে সোমবার পুকুরে ডুবে মৃত্যু হল এক শিশুকন্যার। মৃত শিশুটির নাম সুপ্রিয়া কিসকু (২)। বাড়ি গঙ্গারামপুর থানার রামকৃষ্ণপুর গ্রামে। ওই গ্রামের বাসিন্দা সোমেন কিসকুর মেয়ে সুপ্রিয়া।

গত কয়েকদিন আগে মায়ের সঙ্গে সুপ্রিয়া তপনের সরিফাবাদে দাদুর বাড়িতে বেড়াতে আসে। এদিন সকালে খেলতে খেলতে বাড়ির লোকজনের অলক্ষে সুপ্রিয়া পুকুরে পড়ে যায়। পরিবারের লোকজন বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। শেষে পুকুর থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। তড়িঘড়ি শিশুটিকে তপন গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে জানিয়ে দেয়। তপন থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

টাঙনের পাড় ভাঙছে টেপড়িদহে

কুশমণ্ডি, ২১ অক্টোবর : টাঙন নদীর টেপড়িদহে ভাঙছে পাড়। তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় করঞ্জি পঞ্চায়েতের বালাসপুর প্রাইমারি স্কুল সহ বালাসপুরের আদিবাসী পাড়া।

বালাসপুরের শ্যামসুন্দর জালি জানিয়েছেন, 'পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ থেকে উত্তর দিক হয়ে টাঙন নদীর জল এসে বালাসপুরের টেপড়িদহে পড়ে। তীব্র জলের তোড়ে নদীগর্ভে তৈরি হয়েছে বিরাট গর্ত। যা টেপড়িদহ নামে পরিচিত। সেখানেই ভরা টাঙনের জলের ধাক্কায় প্রতি বছর নদীর দুই পাড় ভাঙছে। আমরা আতঙ্কিত। এবারেও ভেঙে তলিয়ে গেছে বালাসপুর প্রাইমারি স্কুলের পিছনের দিকে বাঁশের ঝোপ সহ বেশ কিছুটা জায়গা।'

তলিয়ে যেতে পারে প্রাথমিক স্কুল

আরেক বাসিন্দা সুবিমল রায় জানান, 'টেপড়িদহের জল, মাছ আর বাঁশের ঝোপে ভর্তি। জলের গভীরে কোথায় বাঁশের ঝোপ পড়ে রয়েছে কে জানে।' গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, প্রতি বছর নদীর পাড় ভাঙে। খবর যায় প্রশাসনের কাছে। কিন্তু প্রশাসন পাড় ভাঙন আটকানোর কোনও চেষ্টা করে না। টেপড়িদহের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে আদিবাসী পাড়া। সেই পাড়ায় বাড়ি কুশমণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মরিয়ম মার্ডির। তিনি বলেন, 'টাঙন নদী যখন দুকূল ছাপিয়ে যেতে চায় তখন প্রতি রাত আতঙ্কে কাটাই। টেপড়িদহের পাড়ে বাঁধ নির্মাণ করা না হলে একদিন বালাসপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ আদিবাসী পাড়াটাকে গ্রাস করতে সময় নেবে টাঙন।'

মরিয়ম জানান, বিষয়টি তিনি দ্রুত ইরিগেশন দপ্তর সহ জেলা প্রশাসনের নজরে আনবেন। এলাকার বিধায়ক রেখা রায় বলেন, 'টাঙনের পাড় ভাঙার খবর জেনেছি। বিষয়টি বিধানসভায় তুলব। বিডিও নয়না দে এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে জেলা পর্যায়ে আলোচনা করব।'

রায়গঞ্জে সোনার দোকানে ডাকাতিতে বিহার যোগ স্পষ্ট

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২১ অক্টোবর : রায়গঞ্জে সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় বারবার বিহার যোগ সামনে আসছে। সোমবার ভোরেও একই ঘটনা ঘটেছে শহরে। তবে স্থানীয়দের তৎপরতায় দুই দুষ্কৃতী ধরা পড়ে যায়। ধৃতদের এদিন রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। তবে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বিহারি দুষ্কৃতীরা বারবার রায়গঞ্জে এসে অপরাধমূলক কাজ করে পালিয়ে যাচ্ছে। তাই উত্তর দিনাজপুর-বিহার সীমান্তে পুলিশি নজরদারি বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার জানাচ্ছেন, 'সোনার দোকানে ডাকাতির চেষ্টার ঘটনায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বিচারক ধৃতদের ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

এর আগেও রায়গঞ্জে একটি সোনার দোকানে প্রায় দেড় কোটি টাকার অলংকার লুঠের ঘটনায় বিহারের দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করেছিল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। মাস কয়েকের মধ্যে সোমবার ভোরে ফের একটি সোনার দোকানে ডাকাতির চেষ্টা করে তারা। তবে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

রায়গঞ্জ শহর সংলগ্ন কাশিবাটী এলাকায় শ্যামল বিশ্বাস নামে এক ব্যবসায়ীর সোনার দোকান রয়েছে। এদিন ভোর তিনটে নাগাদ গ্যাস কাটার দিয়ে একদল ডাকাত শাটার কেটে দোকানের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল। সেই শব্দে ঘুম ভেঙে

গ্রেপ্তার দুই

যায় মালিক সহ পরিবারের। তাঁরা বাইরে এসে দেখেন, একদল দুষ্কৃতী দোকানের তালা কাটার চেষ্টা করছে। ঘটনাটি নজরে আসতেই পরিবারের সবাই চিৎকার শুরু করেন। চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায় স্থানীয় বাসিন্দাদের। কয়েকজন পালিয়ে গেলেও দুই দুষ্কৃতী ধরা পড়ে যায়। শুরু হয় গণধোলাই। রায়গঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের নাম রাজা মিয়াঁ (৩৭) ও মহম্মদ শাহজামাল (৪৭)। তারা বিহারের আড়ারিয়া থানার ইসলামনগরের বাসিন্দা।

দোকানের মালিক শ্যামল বিশ্বাস বলেন, 'গ্যাস কাটার সহ একাধিক যন্ত্র নিয়ে এসেছিল ডাকাতের দল। প্রায় ১০-১৫ জন ছিল। দু'জনকে স্থানীয়রা ধরে ফেলে। ওরা একটি চারচাকার গাড়ি নিয়ে ডাকাতি করতে এসেছিল।'

রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপার মহম্মদ সানা আখতার জানিয়েছেন, 'ডাকাতির চেষ্টার ঘটনায় বিহারের দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে।'

রায়গঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক শংকর কুণ্ডু বলেছেন, 'এই জেলা বিহার সীমান্তবর্তী হওয়ায় পাশের রাজ্যের দুষ্কৃতীরা মাঝেমধ্যেই রায়গঞ্জ বা জেলার অন্য প্রান্তে অপরাধমূলক ঘটনা ঘটিয়ে পালিয়ে যায়। এর আগেও রায়গঞ্জে একটি সোনার দোকানে বিহারের দুষ্কৃতীরা ডাকাতি করে পালিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ব্যবসায়ীরা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। আমরা চাই, দুই রাজ্যের সীমান্তে পুলিশি নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হোক।'

ভরা টাঙনের জলের ধাক্কায় নদীর পাড় ভাঙছে। সোমবার কুশমণ্ডিতে ছবিটি তুলেছেন সৌরভ রায়।

পাচারের আগে উদ্ধার ৬০টি কচ্ছপ, ধৃত ৭

বুনিয়াদপুর ও রায়গঞ্জ, ২১ অক্টোবর : পাচার হওয়ার আগেই গভীর রাতে বংশীহারীতে কচ্ছপ উদ্ধার করল বন দপ্তর। দুই দিনাজপুর জেলার বন দপ্তরের তৎপরতায় এই মরশুমে সবচেয়ে বড় কচ্ছপের চোরাচালান রুখল প্রশাসন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার বন দপ্তরের রায়গঞ্জ, বালুরঘাট ও কুশমণ্ডি বিভাগের আধিকারিকরা যৌথ অভিযান চালান। তাঁরা জানতে পারেন, মালদা থেকে একটি ট্রেকার ভর্তি কচ্ছপ গঙ্গারামপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। সেইমতো জাল পাতেন তাঁরা। রাত পৌনে দুটো নাগাদ ৫১২ জাতীয় সড়ক ধরে ট্রেকারটি বংশীহারী এলাকায় আসতেই সেটি থামানো হয়। ট্রেকারে থাকা ছ'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ এবং তল্লাশি চালানো হয়। গাড়ির ভিতরে থাকা বিভিন্ন আকৃতির ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে পড়ে বড় আকৃতির সাত থেকে দশ কেজি ওজনের কচ্ছপ। এরপরেই চালক সহ ছ'জনকে আটক করে বন দপ্তর। আটক করা হয় গাড়ির চালককেও। উদ্ধার হয় ৬০টি ইন্ডিয়ান এসএস প্রজাতির কচ্ছপ। উদ্ধার করা কচ্ছপগুলির বাজারদর আনুমানিক পাঁচ লক্ষ টাকা।

ব্যাগ থেকে উদ্ধার হওয়া কচ্ছপ। সোমবার তোলা সংবাদচিত্র।

জেরায় বন দপ্তরের আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন, সুলতানপুর থেকে ছ'জন কচ্ছপগুলি অনেকগুলি ব্যাগে ভরে মালদায় নিয়ে আসে। মালদা থেকে ট্রেকার ভাড়া করে কচ্ছপগুলি গঙ্গারামপুরের দুই কচ্ছপ ব্যবসায়ীর কাছে নিয়ে আসছিল তারা। প্রতিটি ব্যাগ মুখ বন্ধ ছিল। মার্কার পেন দিয়ে মার্কিংও করা ছিল। এই অভিযানে অংশ নেন বন দপ্তরের রায়গঞ্জ ডিভিশনের ডিএফও ভূপেন বিশ্বকর্মা, রায়গঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সঞ্জীব সাহা, বালুরঘাটের রেঞ্জ অফিসার তাপস কুণ্ডু, কুশমণ্ডির রেঞ্জ অফিসার জয়প্রকাশ রায় প্রমুখ।

সোমবার ডিএফও ভূপেন বিশ্বকর্মা বলেন, 'গতকাল উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুর থেকে পাচারের সময় ৬০টি ভারতীয় এসএস প্রজাতির বন্য কচ্ছপ উদ্ধার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ট্রেকার। এই ঘটনায় ট্রেকারের চালক সহ মোট সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ধৃতদের আজ জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। উদ্ধার করা কচ্ছপগুলিকে পরে গভীর অরণ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে।'

এদিকে, রায়গঞ্জ বন দপ্তরের অভিযানেও মিলল সফল্য। রায়গঞ্জ, বালুরঘাট ও কুশমণ্ডি রেঞ্জের যৌথ অভিযানে এদিন ৬০টি নরম খোলসের কচ্ছপ উদ্ধার করা হল। ঘটনায় ৭ জন আটক হয়েছে।

স্বামীর বিরুদ্ধে থানার দ্বারস্থ

বালুরঘাট, ২১ অক্টোবর : স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের খবর পেয়ে বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হলেন এক গৃহবধূ। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে বাপের বাড়িতে এসে থাকতে শুরু করেন মিতা দাস নামে ওই গৃহবধূ। এরই মধ্যে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের খবর পেয়ে বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হন ওই গৃহবধূ।

পাঁচ বছর আগে বালুরঘাট শহরের রবীন্দ্রনগর এলাকার মিতা দাসের বিয়ে হয় চকভৃগুর শিমুলতলীতে। মিতার অভিযোগ, 'অতিরিক্ত দু লক্ষ টাকা পণ ও কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার কারণে গত ফেব্রুয়ারি মাসে বাড়ি থেকে মারধর করে আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর থেকে নানাভাবে মীমাংসা করার চেষ্টা করা হলেও, তা হয়নি। এরই মধ্যে তার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেছে বলে খবর পেয়ে আজ বালুরঘাট থানায় দ্বারস্থ হয়েছি।' অভিযোগ পেয়েই বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পাশে বিধায়ক

সামসী, ২১ অক্টোবর : মহানন্দা নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে মৃত্যু হয় বিশ্বজিৎ চৌধুরী (১৩), আদিত্য চৌধুরী (১৩) ও সত্যজিৎ চৌধুরী (১২) – এই তিন কিশোরের। এদের প্রত্যেকেরই বাড়ি রতুয়া-২ ব্লকের শ্রীপুর-১ পঞ্চায়েত এলাকার মাগুরা গ্রামে। সোমবার বিকেলে মৃত তিন কিশোরের বাড়িতে গিয়ে তাদের শোকার্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাতে হাজির হন মালতীপুরের বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সী। তিনি মৃত তিন কিশোরের পরিবারের সদস্যদের হাতে কিছু ত্রাণ সামগ্রী ও আর্থিক সাহায্য তুলে দিয়ে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

ডোবা ভরাটের অভিযোগে প্রশাসনের কাছে নালিশ

রায়গঞ্জ, ২১ অক্টোবর : ফের বেআইনিভাবে জলাশয় ভরাটের অভিযোগ। আর এক্ষেত্রেও ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে বেশ কিছু প্রভাবশালীর বিরুদ্ধে। রায়গঞ্জ পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে পুরোনো এলাকার কিছু বাসিন্দা বিষয়টি ইতিমধ্যে জনপ্রতিনিধি থেকে প্রশাসনিক আধিকারিকদের জানিয়েছেন। যদিও তারা নিজেদের নাম গোপন রেখেছেন।

তাদের কথায়, বেআইনিভাবে যাঁরা ডোবা ভরাট করছেন তাঁরা রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুন্তল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'ডোবা ভরাট সংক্রান্ত বিষয়টি সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ব্যাপার। আমরা ওনাদের সঙ্গে কথা বলব। যদি সুরক্ষা সংক্রান্ত কোনওরকম সহযোগিতা চান তাহলে অবশ্যই সহযোগিতা করব।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় একটি পুজোমণ্ডপের পিছনের ডোবাটি ভরাট করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পালের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

সাংসদ এব্যাপারে বলেন, 'আমার কাছে ডোবা ভরাটের ছবি সহ একটি অভিযোগ এসেছে। অভিযোগপত্রটি আমি ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বিষয়টি দেখার জন্য অনুরোধ করেছি। উনি ঘটনাস্থলে লোক পাঠানো হবে বলে জানান।'

জলাশয় ভরাটের অভিযোগ স্থানীয়দের একাংশের। জলাশয় ভরাট নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভ ছিল বাসিন্দাদের। এবিষয়ে ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক সৌমেন চ্যাটার্জি বলেন, 'সাংসদ সহ কয়েকজন ডোবা ভরাটের অভিযোগ করেছিলেন, সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে তদন্তের জন্য কয়েকজন কর্মীকে পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তবে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ছাত্রপল্লি ক্লাবে মণ্ডপে খুঁটিপুজো

বালুরঘাট, ২১ অক্টোবর : আর কিছুদিন পরেই কালীপুজো। ইতিমধ্যেই পুজো কমিটিগুলো পুজোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। সোমবার বালুরঘাটের ছাত্রপল্লি ক্লাবে খুঁটিপুজোর মধ্যে দিয়ে মণ্ডপ তৈরির কাজ শুরু হল। পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে এই পুজো হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট পুরসভার পুরপতি অশোককুমার মিত্র। এবছর কাল্পনিক ভাবনায় মণ্ডপ তৈরি হবে ছাত্রপল্লি ক্লাবের কালীপুজোয়। মণ্ডপে চমক থাকার পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান।

সবে মিলে।। মালবাজারে ছবিটি তুলেছেন রাজদীপ নাগ।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ছিনতাইয়ের অভিযোগে ধৃত

বালুরঘাট, ২১ অক্টোবর : টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল বালুরঘাট থানার পুলিশ। সুপ্রিয় কর্মকার নামে ওই তরুণকে সোমবার বালুরঘাট আদালতে পাঠানো হয়। তাঁর বাড়ি বালুরঘাট শহরের মহন্তপাড়ায়।

জানা গিয়েছে, ২৫ সেপ্টেম্বর এটিএম থেকে টাকা তুলে বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতীদের পাল্লায় পড়ে টাকা খুইয়েছিলেন এক তরুণ। হোসেনপুর এলাকার বাসিন্দা ওই তরুণ মঙ্গলপুর এলাকায় ওই দুষ্কৃতীদের খপ্পরে পড়ে। প্রায় ছয় হাজার টাকা কেড়ে নিয়েছে বলে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন সৌভিক রায় নামে ওই তরুণ। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে সুপ্রিয় কর্মকারকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠা দিবস

বালুরঘাট, ২১ অক্টোবর : আজাদ হিন্দ সরকারের ৮২তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল সোমবার। বালুরঘাটে কল্যাণীঘাটে জেলা ফরওয়ার্ড ব্লক পার্টি অফিসের সামনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দাস। এছাড়াও এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি বলরাম প্রামাণিক, অগ্রগামী মহিলা সমিতির জেলা সম্পাদিকা সংঘমিত্রা দাস প্রমুখ।

ছাগল চুরি

বালুরঘাট, ২১ অক্টোবর : গোয়ালের বেড়া কেটে চারটি ছাগল চুরি করার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। রবিবার ঘটনাটি ঘটে বালুরঘাট ব্লকের বোয়ালদার পঞ্চায়েতের দেবীপুর গ্রামের আদরি সরকারের বাড়িতে। সোমবার তিনি বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

গৃহবধূকে কটূক্তি, উত্তেজনা বালুরঘাটে

বালুরঘাট, ২১ অক্টোবর : এক গৃহবধূর চরিত্র নিয়ে কটূক্তি করাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র হল বালুরঘাট। পাশাপাশি বসবাসকারী দুই পরিবারের ঝামেলা নিয়ে অশান্ত হয়ে ওঠে ডাঙ্গা পঞ্চায়েতের বিজয়শ্রী গ্রাম।

অভিযোগকারী গৃহবধূর দাবি, তিনি গৃহ পরিচারিকার কাজ করে বৃদ্ধ বাবা-মা ও তিন মেয়ে নিয়ে সংসার চালান। তাঁর কাকার পরিবার তা নিয়ে প্রায়শই তাঁকে কটূক্তি করে। রবিবার সন্ধ্যায় তার প্রতিবাদ করায় ওই কাকার পরিবারের ৬ সদস্য ওই গৃহবধূকে মারধর করেন। তাঁকে বাঁচাতে গেলে তাঁর বাবা-মাকেও মারধর করা হয়। এই মারধরের জেরে ওই গৃহবধূর মা বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর মাথায় চারটি সেলাই পড়েছে। পুরো ঘটনা লিখিতভাবে জানিয়ে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন সুদানি পাহান নামে ওই গৃহবধূ। অভিযোগ পেয়েই বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বালুরঘাট হাসপাতাল থেকেও সরল সিভিক

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২১ অক্টোবর : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এবার বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল থেকেও তুলে নেওয়া হল সিভিক ভলান্টিয়ার। শনিবার রাতেই হাসপাতাল থেকে সিভিক ভলান্টিয়ারদের সরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু সিভিক ভলান্টিয়ারদের সরিয়ে নেওয়া হলেও সেখানে পর্যাপ্ত পুলিশকর্মী নিয়োগ করা হয়নি। এতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। যদিও জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, যেখানে যেমন প্রয়োজন, সেই অনুযায়ী পুলিশকর্মী মোতায়ন করা হচ্ছে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর হাসপাতাল বালুরঘাটে। জেলার সবচেয়ে বড় এই হাসপাতালে রোগীর চাপও বেশি। আবার এই হাসপাতালে মাঝেমধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে। হাসপাতাল ক্যাম্পাসে পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে। সব মিলিয়ে সেখানে এতদিন ২০ জনের বেশি পুলিশ ও সিভিক কর্মী থাকতেন। এর ১৫ থেকে ১৭ জনই ছিলেন সিভিক কর্মী। হাসপাতালের প্রাথমিক নিরাপত্তার বিষয়গুলি তাঁরাই দেখতেন। হাসপাতালের ভিড়, লাইন নিয়ন্ত্রণ করতেন। দুটি হাসপাতালের নিরাপত্তাই দেখতেন সিভিক ভলেন্টিয়াররা।

হাসপাতালের মূল গেটে পুলিশকর্মী। সোমবার বালুরঘাটে। - সংবাদচিত্র

আরজি কর কাণ্ডের পর সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতাল থেকে সিভিক ভলান্টিয়ার তুলে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। সেইমতো রাজ্যের অন্যান্য হাসপাতালের সঙ্গে বালুরঘাট হাসপাতাল থেকেও সিভিক ভলান্টিয়ার তুলে নেওয়া হয়েছে।

হাসপাতালের নার্স জয়িতা সেন জানান, 'হাসপাতালে মহিলারা সবচেয়ে বেশি নিযুক্ত রয়েছেন। পুরুষকর্মী থাকলেও তা কম। গতকাল সকাল থেকে এখানে সিভিক ভলান্টিয়ারদের আর দেখা যাচ্ছে না। হাতেগোনা কয়েকজন পুলিশকর্মী রয়েছেন। পর্যাপ্ত পুলিশ না থাকলে আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগব আগের মতোই। হাসপাতাল সুপার সবটা দেখছেন। তিনি নিশ্চয়ই কোনও ব্যবস্থা করবেন বলেই বিশ্বাস আমাদের।'

হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ বলেন, 'শনিবার রাতেই হাসপাতাল থেকে সিভিক ভলান্টিয়ার তুলে নেওয়া হয়েছে। তবে সম পরিমাণ পুলিশকর্মী এখনও হাসপাতালে দেওয়া হয়নি। হাসপাতালের বাইরে দু'তিনজন উর্দিধারী পুলিশকর্মী দেখা যাচ্ছে। তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। তাঁরা মূল গেটের বাইরে বেশি থাকেন। আমরা এনিয়ে জেলা প্রশাসনকে লিখিতভাবে জানিয়েছি।'

পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানান, 'জেলার সব হাসপাতাল থেকেই সিভিক ভলান্টিয়ার তুলে নেওয়া হয়েছে। হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজন অনুযায়ী পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে।'

মোমবাতির কদর একটুও কমেনি

মালদা, ২১ অক্টোবর : ডিজিটাল যুগে নানা ধরনের ইলেক্ট্রিক লাইটের মাঝেও চাহিদা কমেনি মোমবাতির। এমনকি গত বছরের তুলনায় এবছর মোমবাতির চাহিদা অনেকটা বেশি রয়েছে বলেও দাবি করছেন মোমবাতি প্রস্তুতকারকরা। বন্যা ও ভোটের কারণে সেই চাহিদা মেটানো এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে মোমবাতি প্রস্তুতকারকদের। গত বছরের তুলনায় চলতি বছর কমপক্ষে ৭-৮ টন বেশি মোমবাতির চাহিদা রয়েছে মালদার বাজারে।

মালদা শহরের এক ব্যবসায়ী রতন সাহা জানান, 'কালীপুজোর আগে আমাদের মোমবাতি তৈরির কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। মোমের দাম তেমন না বাড়ায় কাজ ভালোভাবে করা সম্ভব হচ্ছে। গত বছরের তুলনায় এবছর কয়েক টন বেশি মোমবাতি বাজারে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু তাতেও চাহিদা পূরণ করা যাচ্ছে না।'

তাঁর সংযোজন, 'এবছর বন্যা ও ভোটের জন্যে মোমবাতির বেশ কিছু অংশ বেরিয়ে গিয়েছে। কালীপুজোর

ছবি ঃ অরিন্দম বাগ

বাজারের জন্যে আমরা বৈশাখ মাস থেকেই প্রস্তুতি শুরু করি। ১০ টাকা থেকে শুরু করে ৫০-৬০ টাকা দামের মোমবাতির প্যাকেট বাজারে যাচ্ছে। বর্তমানে বাড়ি সাজানোর জন্যে ইলেক্ট্রিক লাইটের ব্যবহার বাড়লেও এখনও প্রতি বাড়িতেই মোমবাতি জ্বালানোর প্রচলন রয়েছে। অন্তত বাড়ির উঠোন কিংবা তুলসী গাছের তলায় মোমবাতি জ্বালানো হয়।'

মোমবাতি প্রস্তুতকারণ এক মহিলা ঝর্ণা চৌধুরী বলেন, 'কমপক্ষে সাত আট বছর ধরে এই কারখানায় কাজ করছি। কালীপুজোর আগের কয়েক মাস কাজের ব্যাপক চাপ থাকে। গত বছরের তুলনায় এবছর বাজারে মোমবাতির চাহিদাও বেশি রয়েছে।'

সাজিয়ে তোলা হচ্ছে মালদা টাউন স্টেশন। সোমবার। - অরিন্দম বাগ

অমৃত ভারত প্রকল্পে মালদা টাউন স্টেশন

আধুনিকীকরণে ৪৩ কোটি

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

মালদা, ২১ অক্টোবর : অমৃত ভারত প্রকল্পে ভোল বদলে যেতে চলেছে মালদা টাউন স্টেশনের। প্রায় ৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দকৃত অর্থে শুরু হয়েছে স্টেশন আধুনিকীকরণের কাজ। ইতিমধ্যেই কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। দুই ধাপের মধ্যে প্রথম ধাপের কাজ প্রায় শেষ। দ্বিতীয় ধাপের কাজ চলছে। সোমবার কাজ পরিদর্শনে আসেন রেলের আধিকারিকরা। বিভিন্ন কাজ খতিয়ে দেখেন। সঙ্গে এদিন মিডিয়া ট্যুরের ব্যবস্থা করা হয়, যেখানে সংবাদমাধ্যমকে কাজ নিয়ে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়।

মালদা ডিভিশনের গতিশক্তি ইউনিটের ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার পঙ্কজ কুমার জানান, 'মালদা ডিভিশনের মোট ১২টি স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ চলছে। তার মধ্যে অন্যতম মালদা টাউন স্টেশন। ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পূর্ণ কাজ শেষ হয়ে যাবে। দুটি ধাপে কাজ হচ্ছে।'

রেল সূত্রের খবর, চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ কাজ শেষ হয়ে যাবে। অমৃত ভারত প্রকল্পে মালদা টাউন স্টেশনের যে সমস্ত বিষয়গুলির আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য আধুনিক ওয়েটিং লাউঞ্জ। যাত্রীদের সুবিধার জন্য প্রবেশ ও বাহির পথ সম্পূর্ণ আলাদা করা হচ্ছে। স্টেশনের বাইরে সম্পূর্ণ আধুনিক পার্কিং জোন তৈরি করা হচ্ছে। ফলে যানজটের সমস্যা সম্পূর্ণ দূর হবে বলে দাবি রেলকর্তাদের। সৌন্দর্যায়ন এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকার

মডেল স্টেশনের নমুনা।

গাছ লাগানো হয়েছে। পাশাপাশি আলোকসজ্জায় সেজে উঠবে স্টেশন চত্বর। আগামী মাসের মধ্যে দ্বিতীয় দফায় মূলত পৃথকভাবে প্রবেশ এবং বাহির পথ করা হবে। যে পথ সোজা ফুটওভার ব্রিজের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। সঙ্গে বিভিন্ন অফিস এবং বাণিজ্যিক ভবনের সম্প্রসারণ হবে। প্রথম দফায় মূলত ফ্লোরে টাইলসের কাজ, ফলস সিলিং-এর কাজ, প্ল্যাটফর্মগুলিতে বিশেষভাবে সক্ষমদের যাতায়াতের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কাজ সমাপ্ত হওয়ার পথে। সঙ্গে স্থাপত্য-নকশা, স্থানীয় শিল্প এবং নিকটবর্তী ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ থেকে অনুপ্রেরণার সঙ্গে আধুনিক নান্দনিকতাকে একত্রিত করে সৌন্দর্যায়নের কাজ হয়েছে এই ধাপে। প্রথম ধাপের ৭৫ শতাংশ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আর্থিক বরাদ্দের ৬৫ শতাংশ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

জেটিং মেশিনের মহড়া

মালদা, ২১ অক্টোবর : নিকাশি ব্যবস্থায় দ্রুততা আনতে সাকশন কাম জেটিং মেশিনের ব্যবহার করতে চলেছে ইংরেজবাজার পুরসভা। সোমবার দুপুরে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ময়দান সংলগ্ন এই এলাকায় এই মেশিনের ট্রায়াল রান করানো হয়। উপস্থিত ছিলেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, কাউন্সিলার উদয় চৌধুরী প্রমুখ। কৃষ্ণেন্দু জানান, 'এটা সাকশন কাম জেটিং মেশিন। এই মেশিনের দাম প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। এই মেশিন দিয়ে ড্রেনের ময়লা তোলা যাবে। কোনও ড্রেন বন্ধ হয়ে গেলে তা পরিষ্কার করা যাবে। দীর্ঘদিন ধরে আমরা এই মেশিন নেওয়ার কথা ভাবছিলাম। অবশেষে আমরা এই মেশিন কিনেছি। আজ সেই মেশিনের ট্রায়াল দেওয়া হচ্ছে। আগামীতে আমরা এ'ধরনের আরও মেশিনের ব্যবস্থা করব।'

বসল পথবাতি

গঙ্গারামপুর, ২১ অক্টোবর : ব্যবসায়ীদের দাবি মেনে অবশেষে পাঁচ বছর পর গঙ্গারামপুর কিষান মান্ডির সামনে পথবাতি লাগানো হল। কিষান মান্ডির সামনে পথ দুর্ঘটনা রুখতে গঙ্গারামপুর ব্লকের বিডিও অর্পিতা ঘোষালের উদ্যোগে এই পথবাতি লাগানো হয়। ব্লক প্রশাসনের এই উদ্যোগে স্বভাবতই খুশি কিষান মান্ডির ব্যবসায়ী সহ সাধারণ কৃষকেরা।

গঙ্গারামপুর ব্লকের দমদমা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কালদিঘি কিষান মান্ডির সামনে ৫১২ জাতীয় সড়কের দুপাশে দীর্ঘদিন ধরে কোনও পথবাতি ছিল না। ফলে গঙ্গারামপুর ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তের সবজিচাষিরা ভোর রাতে অন্ধকারে সবজি নিয়ে কিষান মান্ডিতে যাতায়াতের সময় প্রায়শই পথ দুর্ঘটনা ঘটছিল। এমনকি রাতের অন্ধকারে চুরি ও ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা লেগেই থাকত। বিগত প্রায় পাঁচ বছর ধরে কালদিঘি কিষান মান্ডি সংলগ্ন এলাকায় পথবাতি লাগানোর দাবি করেছিলেন কিষান মান্ডির সবজি ব্যবসায়ী সহ কৃষকেরা। সেই দাবিকে দিয়ে মান্যতা দিয়ে অবশেষে পথবাতির ব্যবস্থা করল ব্লক প্রশাসন।

মেলায় অংশ নেবেন মহিলা উদ্যোগপতি

মালদার কৃষি খামারে বসবে বাজিবাজার

প্রকাশ মিশ্র

মালদা, ২১ অক্টোবর : দীপাবলি ও ছট উপলক্ষ্যে মকদমপুর কৃষি খামার মাঠে এবারও মালদা শহরে বাজিবাজার বসছে। মেলায় সরকারি নিয়ম মেনে পরিবেশবান্ধব বাজি বিক্রি হবে। বাজি মেলায় এই প্রথম অংশ নেবেন মহিলা উদ্যোগপতি। শব্দবাজি বিক্রি হবে না। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাজি মেলার সূচনা করবেন জেলা শাসক, পুলিশ সুপার।

২০২২ থেকে কলকাতার আদলে মালদায় বাজি মেলার সূচনা হয়েছে। প্রথমবার মালদা কলেজ মাঠে বাজি মেলা হয়েছিল। পরের বছর শহরের নেতাজি মার্কেটে বাজি থেকে বিস্ফোরণের ঘটনায় শহরের মধ্যস্থলে বাজি মেলার অনুমতি দেয়নি প্রশাসন। তাই গতবছর বাজি মেলা হয়েছিল কৃষি দপ্তরের ফার্ম সংলগ্ন ময়দানে। এবারও কৃষি খামারের মাঠে তৃতীয় পরিবেশবান্ধব বাজি মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে পরিকাঠামো নির্মাণকাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

জেলা শিল্প দপ্তরের অধীনে আয়োজিত এই বাজি মেলার অন্যতম সহযোগী মালদা জেলা মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্স। জেলা শিল্পকেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার মানবেন্দ্র মণ্ডল জানান, 'আগামী ২৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় বাজি মেলার সূচনা হবে। প্রথম দফায় এই মেলা চলবে ২ নভেম্বর পর্যন্ত। বাজি বিক্রেতারা চাইলে একমাস মেলা চালাতে পারবেন। মেলায় অংশগ্রহণের জন্য ৬০জন বিক্রেতা আবেদন করেছেন। এদের মধ্যে কারা যোগ্য, তা মঙ্গলবার জানা যাবে।'

অন্যদিকে মালদা মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুণ্ডুর বক্তব্য, 'গত বছর থেকে এবারের বাজি মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টলের সংখ্যা বাড়ছে। গতবছর ৩৪টি স্টল ছিল। এবারে বেড়ে ৫১টি হচ্ছে। এই প্রথম বাজি মেলায় অংশগ্রহণ করবেন এক মহিলা উদ্যোগী। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাজি মেলার উদ্বোধন করবেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া, জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব। উপস্থিত থাকবেন ইংরেজবাজারের পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী এবং পুরাতন মালদার পুরপ্রধান কার্তিক ঘোষ প্রমুখ।'

শিক্ষক নিয়োগে বিলম্ব

গঙ্গারামপুর, ২১ অক্টোবর : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগে অপেক্ষা আরও বাড়ল। অফিসের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়াতে এই মুহূর্তে প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের প্যানেল প্রকাশের দিন নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়নি বলে জানালেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্য চলতি বছরের ১১ মার্চ প্রথম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে দক্ষিণ দিনাজপুর ডিপিএসসি। প্রধান শিক্ষক পদে আবেদনপত্র জমা করার শেষদিন ধার্য করা হয়েছিল ২১ মার্চ। তবে পরবর্তীতে চলতি বছরের ১৩ অগাস্ট একটি বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনপত্র জমা করার জন্য আরও ৪ কর্মদিবস বাড়ানো হয়েছিল শুধুমাত্র ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষের পিটিটিআই প্রার্থীদের জন্য। জেলার ১৭টি সার্কেল থেকে প্রধান শিক্ষক পদে আবেদনের জন্য আবেদনপত্রগুলো জেলা ডিপিএসসিতে জমা পড়েছে ২৮ অগাস্ট। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের শুরুতে সংসদ চেয়ারম্যান জানিয়েছিলেন খুব দ্রুত প্যানেল প্রকাশ করা হবে। কিন্তু তা এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। এমনকি প্যানেল প্রকাশের দিন পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা হয়নি বলে জানান দক্ষিণ দিনাজপুর ডিপিএসসির চেয়ারম্যান।

অ্যাফিডেভিট

Sayeba Bibi w/o Md. Asraf Ali, Chaspara, P.S- Kaliachak, Dist-Malda, declare by Affidavit before the 1st Class Judicial Magistrate, Malda, on 27.09.2024 that her correct name Sayeba Bibi recorded in her Aadhaar Card, but in Transfer Certificate her name mentioned as Mst. Sayeba Khatun. Sayeba Bibi and Mst. Sayeba Khatun is the same one and identical person. (M-112523)

●

আমি Md. Habib, পিতা- Late Khalilur Rahman, গ্রাম- খয়রাতিপাড়া, পোঃ মঙ্গলবাড়ি, থানা+জেলা- মালদা। আমার জমির প্রমাণপত্রে যার নং 2745, Dt 02/03/1987 তে আমার নাম ভুল থাকায় গত 10/11/2023 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Habibur Rahman থেকে Md. Habib করা হইল। (M-112524)

●

আমি Sabiruddin, পিতা- Late Khalilur Rahaman, গ্রাম- খয়রাতিপাড়া, পোঃ মঙ্গলবাড়ি, থানা+জেলা- মালদা। আমার জমির প্রমাণপত্রে যার নং 2745, তাং- 02/03/1987 তে আমার নাম ভুল থাকায় গত 30/08/2023 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Mohobub Hossain থেকে Sabiruddin করা হইল। (M-112524)

●

আমি Pinkey Singh, পিতা- Rup Narayan Prasad Singh, গ্রাম- মহেশমাটি, থানা- ইংরেজবাজার, পোস্ট ও জেলা- মালদা। আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে (Reg No- 4786, Dt- 02/06/2017) মেয়ের পদবি ভুল থাকায় গত ৩১/১০/২০২২ তারিখে মালদা প্রথম শ্রেণি J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Unaisa Debnath থেকে Unaisa Singh করা হল। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

(M-112525)

ভারতে আরও থাকার আর্জি তসলিমার

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : ভারতকে নিজের 'দ্বিতীয় বাড়ি' বলে অভিহিত করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'কে চিঠি দিলেন নির্বাসিত বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন। ভারতে থাকার অনিশ্চয়তা নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন চিঠিতে। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা বার্তায় তসলিমা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ট্যাগ করে লিখেছেন, 'প্রিয় অমিত শা জি, নমস্কার। আমি ভারতে থাকি, কারণ আমি এই মহান দেশকে ভালোবাসি। গত ২০ বছর ধরে এটি আমার দ্বিতীয় বাড়ি। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ২০২২ সালের জুলাই থেকে আমার এ দেশে বসবাসের অনুমতি সম্প্রসারিত করেনি। আমি এ ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন। আপনি আমাকে এখানে থাকতে দিলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।'

ইস্তফার নথি নেই হাসিনার

ঢাকা, ২১ অক্টোবর : ছাত্র-জনতার আন্দোলনের চাপে ৫ অগাস্ট বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন শেখ হাসিনা। দেশ ছাড়ার আগে তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন কি না তা নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধছে। সোমবার বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন দাবি করেছেন, ভারতে চলে যাওয়ার আগে শেখ হাসিনা তাঁর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে যাননি।

রাষ্ট্রপতির বয়ান মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারের বৈধতাকেই চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল। রাষ্ট্রপতির বিবৃতি

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দাবিতে চাঞ্চল্য

প্রকাশ্যে আসতেই পালটা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, 'এটা হচ্ছে রাষ্ট্রপতির শপথ লঙ্ঘনের শামিল। তিনি যদি তাঁর বক্তব্যে অটল থাকেন, তাহলে তাঁর রাষ্ট্রপতি পদে থাকার যোগ্যতা রয়েছে কি না, সেটি অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর সভায় ভেবে দেখতে হবে।'

তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রপতি যে বলেছেন, তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র পাননি। এটি মিথ্যা এবং তাঁর শপথ লঙ্ঘনের শামিল। কারণ, তিনি নিজেই ৫ অগাস্ট রাত ১১টা ২০ মিনিটে পিছনে তিন বাহিনীর প্রধানকে নিয়ে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বলেছিলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তাঁর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন এবং তিনি সেটি গ্রহণ করেছেন।'

দিল্লি নজরে জাস্টিস লিগ

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : দিল্লির রোহিণীতে সিআরপিএফের স্কুলের বাইরে বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তে নেমেছে একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা। সূত্রের খবর, প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার পিছনে খালিস্তানপন্থীদের হাত থাকার ইঙ্গিত মিলেছে। সেই সূত্রেই গোয়েন্দাদের নজর পড়েছে জাস্টিস লিগ ইন্ডিয়া (জেএলআই) নামে একটি টেলিগ্রাম চ্যানেলে। তাদের সম্পর্কে তথ্য পেতে টেলিগ্রাম কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠিয়েছে দিল্লি পুলিশ।

মন্দির পুনর্নির্মাণ পাকিস্তানে

ইসলামাবাদ, ২১ অক্টোবর : পাক পঞ্জাবের নারোয়াল জেলার জাফারওয়ালে ইরাবতী নদীর তীরে থাকা বাওলি সাহিব মন্দির নতুন করে গড়া শুরু হল। এই কাজ করছে সংখ্যালঘু ধর্মীয় স্থান দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা ইভাকুই ট্রাস্ট প্রপার্টি বোর্ড (ইটিপিবি)। জরাজীর্ণ মন্দিরটি গত ৬৪ বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায়। শেষ উপাসনা হয়েছে ১৯৬০ সালে। নারোয়ালে কোনও মন্দির নেই। এই জেলায় হাজারের বেশি হিন্দু বসবাস করেন। তাঁদের পুজো দিতে যাওয়ার মন্দির না থাকায় বাড়িতেই পুজোআচ্চা করতে হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার সময় নারোয়াল জেলায় ৪৫টি মন্দির ছিল। সময়ের আবর্তে সেগুলি ভেঙে পড়েছে। বাওলি সাহিব মন্দিরের সংস্কারের কথা গত কুড়ি বছর ধরে বলে আসছেন বলে জানিয়েছেন রতনলাল আর্য। একসময়ে তিনি ইটিপিবি-র সভাপতি ছিলেন। পঞ্জাব প্রদেশে লাহোর, শিয়ালকোটে অবশ্য মন্দির আছে।

পাকিস্তান হবে না কাশ্মীর : ফারুক

গান্ডেরবাল হামলা : কেন্দ্রের সুরে সুর

শ্রীনগর, ২১ অক্টোবর : কাশ্মীর পাকিস্তান নেহি বনেগা।

'পাকিস্তান ৭৫ বছর ধরে কাশ্মীর দখল করার চেষ্টা করছে। এতদিনে যখন পারেনি ভবিষ্যতেও পারবে না।' রবিবারের গান্ডেরবাল হামলার নিন্দা করতে গিয়ে সোমবার এই ভাষাতেই পাকিস্তানকে নিশানা করলেন জম্মু ও কাশ্মীরে সদ্য ক্ষমতায় আসা ন্যাশনাল কনফারেন্সের (এনসি) প্রধান ফারুক আবদুল্লা।

গান্ডেরবালের সোনমার্গে জঙ্গি হামলায় ৬ জন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। প্রাণ হারিয়েছেন একজন কাশ্মীরি চিকিৎসকও। আহত বেশ কয়েকজন। হামলার পর এলাকা ঘিরে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে যৌথবাহিনী। এদিকে হামলার দায় স্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছে জঙ্গি গোষ্ঠী দ্য রেজিস্টেন্স ফ্রন্ট (টিআরএফ)। এই প্রথম উপত্যকায় কাশ্মীরি ও ভিনরাজ্যের বাসিন্দাদের একসঙ্গে নিশানা করল জঙ্গিরা। রবিবারই গান্ডেরবালে হামলার তীব্র নিন্দা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। সোমবার একধাপ এগিয়ে কেন্দ্রের সুরে সুর মিলিয়ে সন্ত্রাসবাদ প্রশ্নে পাকিস্তানকে নিশানা করেছেন এনসি সভাপতি তথা জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা।

শ্রীনগরে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'আমি পাকিস্তানের নেতাদের বলতে চাই যে, তাঁরা যদি ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক চান, তাহলে তাঁদের এটা (সন্ত্রাসবাদে মদত দান) বন্ধ করতে হবে। কাশ্মীর পাকিস্তান হবে না।' ফারুকের হুঁশিয়ারি, 'সময় এসেছে সন্ত্রাস বন্ধ করার, নইলে পরিণতি হবে ভয়াবহ... কীভাবে? আমাদের নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করলে কী করে আলোচনা হবে?'

রবিবার জঙ্গির হাতে নিহত স্বামীর দেহ পেয়ে কান্না স্ত্রীর। জম্মুতে।

পরিযায়ী শ্রমিকদের জঙ্গিদের সফট টার্গেটে পরিণত করার বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, 'এই আক্রমণটি খুব দুর্ভাগ্যজনক... পরিযায়ী দরিদ্র শ্রমিকরা এবং একজন চিকিৎসক প্রাণ হারিয়েছেন। সন্ত্রাসবাদীরা এর থেকে কী পাবে? তারা কি এখানে একটি পাকিস্তান তৈরি করতে পারবে?' এনসি নেতারা হামলার নিন্দা করলেও সামাজিক মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেছেন নেটিজেনদের একাংশ।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে রবিবারের হামলাকে সন্ত্রাসবাদী নাশকতা বলতে রাজি হননি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'গান্ডেরবালে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এই নির্বোধ সহিংসতাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা জানাই। তাদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা।'

এদিন হাসপাতালে আহতদের দেখতে যান জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। তিনি বলেন, 'নির্মাণ শ্রমিকদের ওপর নৃশংস ও বর্বর হামলার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। আমি জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং নিরাপত্তাবাহিনীকে এমন একটি মূল্য নির্ধারণ করতে বলেছি যা সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের সহযোগীরা ভবিষ্যতে মনে রাখবে।'

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির বক্তব্য, 'জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবালে সন্ত্রাসবাদীদের একজন চিকিৎসক এবং পরিযায়ী শ্রমিক সহ বহু মানুষকে হত্যা করা খুবই কাপুরুষোচিত এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। সন্ত্রাসবাদীদের এই দুঃসাহসিকতা কখনই জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের আস্থা ভঙ্গ করবে না। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গোটা দেশ ঐক্যবদ্ধ।'

এয়ার ইন্ডিয়ায় না চড়ার হুমকি পান্নুনের

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : বিদেশে ঘাঁটি গেড়ে থাকা খালিস্তানপন্থী জঙ্গিরা যে ভারতের উড়ান শিল্পে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে চাইছে, সেই ইঙ্গিত ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। গত একসপ্তাহে শতাধিক বিমানে হামলা চালানোর ভুয়ো হুমকি এসেছে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম মারফত। সেই তালিকায় নতুন সংযোজন ১ থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে না চড়তে যাত্রীদের হুঁশিয়ারি। হুমকিবার্তা দিয়েছেন আমেরিকাবাসী খালিস্তানপন্থী জঙ্গি নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুন। বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন শিখস ফর জাস্টিসের নেতা পান্নুনের বিবৃতি প্রকাশ্যে আসার পর নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্র। সোমবার উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেছিলেন অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রকের কর্তারা। যাত্রীদের আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে অসামরিক বিমান নিরাপত্তা সংস্থা ব্যুরো অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটি (বিসিএএস)। সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল জুলফিকার হাসান জানিয়েছেন, ভারতের আকাশপথ পুরোপুরি নিরাপদ। নিশ্চিন্তে বিমান সফর করতে পারেন যাত্রীরা।

মাদ্রাসা বন্ধের প্রস্তাবে সুপ্রিম স্থগিতাদেশ

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : মাদ্রাসা বন্ধের জন্য সম্প্রতি রাজ্যগুলিকে পরামর্শ দিয়েছিল জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন। সেই পরামর্শ মেনে কেন্দ্র ও রাজ্য পদক্ষেপ করতেও শুরু করেছিল। কমিশনের প্রস্তাব এবং সরকারের পদক্ষেপের ওপর সোমবার স্থগিতাদেশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। কমিশনের পরামর্শের ভিত্তিতে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারগুলি কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না বলেও শীর্ষ আদালত জানিয়েছে। অভিযোগ ছিল, এই মাদ্রাসাগুলি শিক্ষার অধিকার (আরটিই) আইনের সঙ্গে সংগতি রেখে পরিচালিত হচ্ছে না।

উত্তরপ্রদেশ এবং ত্রিপুরা সরকার সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছিল, অনুমোদনহীন এবং সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসাগুলি থেকে পড়ুয়াদের সরকারি স্কুলে ভর্তি করাতে হবে। জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ওই নির্দেশিকাগুলি জারি করা হয়েছিল। উভয় রাজ্যের নির্দেশিকার ওপরেও স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ।

উত্তরপ্রদেশ সরকারের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল জামিয়াত উলেমা-ই-হিন্দ নামে একটি সংগঠন। মামলাকারী পক্ষের অভিযোগ, সরকারি নির্দেশিকায় সংখ্যালঘুদের নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালানোর অধিকার খর্ব হচ্ছে। মামলাটি ওঠে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে। কমিশনের প্রস্তাব এবং দুই রাজ্যের নির্দেশিকার ওপর সোমবার স্থগিতাদেশ জারি করেছে আদালত। এর মধ্যে আর কোনও রাজ্য এই বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করলে সেটির ওপরেও স্থগিতাদেশ কার্যকর থাকবে। একই সঙ্গে কেন্দ্র এবং প্রতিটি রাজ্য সরকারের থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

সম্প্রতি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট তৈরি করে জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন। তাতে মাদ্রাসার 'ঐতিহাসিক ভূমিকা' এবং শিশুদের শিক্ষার অধিকারে তার প্রভাব নিয়ে তথ্য দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১১ অধ্যায়ের ওই রিপোর্টে কমিশনের মূল পরামর্শ ছিল, বিভিন্ন রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিতে আর্থিক সহায়তা দেওয়া বন্ধ করা হোক এবং সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হোক।

ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে বিপর্যয়ের শঙ্কা

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র প্রভাবে বুধ ও বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী থকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দিল্লির মৌসম ভবন জানিয়েছে ঘূর্ণিঝড়টি ওডিশার পুরী ও বাংলার সাগরদ্বীপের মধ্যবর্তী কোনও স্থানে ১২০ থেকে ১৩০ কিলোমিটার বেগে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে বারণ করা হয়েছে মৎস্যজীবীদের। ঘূর্ণিঝড়ের মোকাবিলায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় ইতিমধ্যেই সতর্কিত ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন। সমুদ্রবাঁধের তীরবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদের উঁচু এলাকায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বুধবার থেকেই কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি সহ বিভিন্ন জেলায় অতিভারী বৃষ্টি শুরু হবে। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকালের মধ্যে এটি পুরী ও সাগরদ্বীপের মাঝে কোনও জায়গায় আছড়ে পড়বে। ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় 'আয়লা'র অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য প্রশাসন। ইতিমধ্যেই মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সুন্দরবন এলাকায়। সাগর, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, পাথরপ্রতিমা, রায়দিঘি, বকখালি প্রভৃতি এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের তরফে মাইকে প্রচার করা হচ্ছে। ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি সাইক্লোন সেন্টার খোলা হয়েছে। সমুদ্রবাঁধের কাছে যারা বসবাস করেন, তাঁদের সরিয়ে সাইক্লোন সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কাকদ্বীপে মহকুমা শাসকের দপ্তরে ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য ইতিমধ্যেই সিভিল ডিফেন্স, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ প্রভৃতি সংস্থাকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। সুন্দরবন এলাকায় সমুদ্রবাঁধের নজরদারিতে সেচ দপ্তরের কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছে। কোথাও বাঁধে ফাটল দেখা দিলে দ্রুত তা মেরামত করা হচ্ছে। রাজ্যের কৃষি বিভাগ কৃষকদের আবেদন জানিয়েছে, ধান ৮০ শতাংশ পেকে গেলে তা যেন কেটে নেওয়া হয় এবং যত দ্রুত সম্ভব মাঠ থেকে তা তুলে নেওয়া হয়। মাঠে থাকা বিভিন্ন সবজি, পানের বরজ, ডাল, শস্যের জমি প্রভৃতিতে যথাযথ জলনিকাশি ব্যবস্থা রাখতে বলা হয়েছে।

ওষুধের দাম বৃদ্ধি

প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : সম্প্রতি বেশকিছু জীবনদায়ী ওষুধের দাম ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য তিনি দাবিও জানিয়েছেন। হাঁপানি, টিবি, গ্লকোমা, চোখের সমস্যা, অন্যান্য সংক্রমণ, মানসিক রোগ ও থ্যালাসেমিয়া রোগের ওষুধের দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়েছে। কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলিকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত দাম বৃদ্ধির অনুমতি দিয়েছে মূল্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চিঠিতে এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'কয়েকমাস আগেই এনপিপিএ, ডায়াবিটিস, ব্লাড প্রেসার, অ্যান্টিবায়োটিক সহ একাধিক ওষুধের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এত কম সময়ের মধ্যে এই ভাবে ওষুধের দামবৃদ্ধি বাংলার আমজনতাকে বিপদের মধ্যে ফেলবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্তরের দামবৃদ্ধি নিয়ে সাধারণ মানুষ এমনিতেই চিন্তিত। তার ওপর দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জীবনদায়ী ওষুধের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হচ্ছে। যা আমজনতার কাছে বিরাট ধাক্কা।'

কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে সদর্থক পদক্ষেপ করবে বলেও আশা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গত এপ্রিল মাস থেকেই প্যারাসিটামল সহ ৮০০ ওষুধের দাম বেড়েছিল। এইসব ওষুধ ছাড়াও অ্যাট্রোপিন ইনজেকশন, বেনজিন পেনিসিলিন ১০ লাখ আইইউ ইনজেকশন, লিথিয়াম ট্যাবলেট ৩০০ গ্রাম, স্ট্রেপটোমাইসিন পাউডার, স্যালবুটামল ট্যাবলেট সহ একাধিক ওষুধের দামেও প্রভাব পড়বে কেন্দ্রীয় এই সিদ্ধান্তের কারণে।

২৪-এ মন্ত্রীসভার বৈঠক মমতার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : মন্ত্রীদের দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি চান, আরজি কর কাণ্ড সহ বিভিন্ন দুর্নীতি ইস্যুতে পরিস্থিতি অস্থির হলেও মন্ত্রীদের দপ্তরের নির্দিষ্ট প্রকল্পের কাজ সময়সীমার মধ্যে শেষ করতেই হবে। কোনও গাফিলতি থাকা চলবে না। ২০২৬-এ বিধানসভার ভোট। আবার সামনের মাসে ১৩ নভেম্বর রাজ্যে ছটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। সেইসব মাথায় রেখেই বর্তমানে বিভিন্ন কারণে চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডেকেছেন। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল মন্ত্রীসভার বৈঠকে এবার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের আধিকারিককে হাজির থাকতে বলা হয়েছে। সাধারণভাবে মন্ত্রীসভার বৈঠকে মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব থাকেন। থাকেন সব দপ্তরের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা। এবারই কয়েকটি দপ্তরের আধিকারিককে মন্ত্রীসভার বৈঠকে থাকতে বলা হয়েছে। এদিন নবান্নে সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বৃহস্পতিবার মন্ত্রীসভার বৈঠকের কথা জানানো হয়েছে।

বিভিন্ন জেলার মন্ত্রীদের বৃহস্পতিবারের বৈঠকে হাজির থাকার জন্য বার্তাও পাঠিয়েছে নবান্ন। সামনেই ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ভোট। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে ৬টি উপনির্বাচনের ভোট শাসকদল তৃণমূলের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ৬টি আসনে জেতা শাসকদলের কাছে 'মর্যাদার লড়াই'। এলাকার মন্ত্রীদের এই ব্যাপারে মন্ত্রীসভার বৈঠকে বার্তাও দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত ভোট সংশ্লিষ্ট এলাকার মন্ত্রীদের এলাকায় থাকার বার্তাও দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।

এ ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীদের তাঁদের দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের এক দফা কথাও হয়ে গিয়েছে। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'স্বাস্থ্যসাথী'র মতো সামাজিক প্রকল্পগুলির কাজের ধারা যাতে কোনওভাবে বাধাপ্রাপ্ত না হয়। সামাজিক প্রকল্পগুলিতে উপভোক্তার সংখ্যা আরও বাড়াতে চান মুখ্যমন্ত্রী। প্রকল্পগুলির আর্থিক সুবিধা আরও বাড়ানোর পক্ষপাতী তিনি। সম্ভবত এই কারণে বৈঠকে অর্থ দপ্তরের আধিকারিকদের থাকতে বলা হয়েছে।

রাজ্য সফর বাতিল শা'র

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : আশা জাগিয়েও বাতিল হল অমিত শা'র রাজ্য সফর। আগামী ২৩ ও ২৪ অক্টোবর রাজ্যে দু'দিনের সফরে আসার কথা ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র। সফরে সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি দলীয় কর্মসূচিতেও তাঁর যোগ দেওয়ার কথা ছিল। রাজ্যে ৬ আসনে উপনির্বাচনের মুখে শা'র এই সফর ঘিরে সংগঠনকে চাঙ্গা করার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল বঙ্গ বিজেপির। কিন্তু এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক শা'র সেই সফর বাতিল করায় হতাশ গেরুয়াশিবির। শা'র সফর বাতিলের কারণ হিসেবে সরকারিভাবে কিছু জানানো না হলেও ওয়াকিবহাল মহলের মতে, আসন্ন দুর্যোগের আশঙ্কাতেই তাঁর কমসূচি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, আবহাওয়া দপ্তরের এই সতর্কবার্তার পর এটা প্রত্যাশিতই ছিল। কারণ, ঘোষিত এই সাইক্লোনের প্রভাবে ব্যাপক দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে। অথচ সেইদিনই রাজ্যে অমিত শা'র তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি কীভাবে সম্ভব? তাছাড়া রাজ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

উপস্থিত থাকলে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের তাঁকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে দুর্যোগের পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিঘ্ন ঘটতে পারে। এসব কথা মাথায় রেখেই শা'র সফর বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র।

এলএসিতে টহলদারি মতৈক্য ভারত-চিনের

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : পূর্ব লাদাখের গালওয়ানে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের ৪ বছর পর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলএসি) সেনা সক্রিয়তা কমানো এবং অবাধ টহলদারি ইস্যুতে একমত হল ভারত ও চিন। সোমবার বিদেশসচিব বিক্রম মিসরি জানিয়েছেন, সমঝোতা অনুযায়ী এলএসি বরাবর টহল দেবে ভারত এবং চিনের বাহিনী।

তিনি বলেন, 'ভারত-চিনের কূটনৈতিক এবং সামরিক প্রতিনিধিরা বিভিন্ন ফোরামে একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলছেন। দু-পক্ষের আলোচনার ফলস্বরূপ, ভারত-চিন সীমান্তে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর টহল দেওয়ার বিষয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছোনো সম্ভব হয়েছে। এর ফলে স্থানীয় স্তরে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, সেনা প্রত্যাহার এবং মতবিরোধ দূর করার পথ প্রশস্ত হয়েছে।' বিদেশসচিব আরও বলেন, 'কয়েকসপ্তাহ ধরে ভারত ও চিনের মধ্যে কূটনৈতিক স্তরে টানা আলোচনা চলেছে। এর ফলে আমরা বেশ কয়েকটি বিষয়ে একমত হতে পেরেছি। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় নজরদারি চালানোর ব্যাপারেও আমাদের মধ্যে মতবিনিময় হয়েছে। এর ভিত্তিতে সেনা প্রত্যাহার এবং ২০২০ থেকে তৈরি হওয়া সমস্যাগুলির সমাধানে পদক্ষেপ করবে দুই দেশ।'

ব্রিকসের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে চলতি সপ্তাহেই রাশিয়ার কাজানে যাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। ভারত, চিন দুই দেশই ব্রিকসের সদস্য। কাজানে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের উপস্থিত থাকার কথা। সম্মেলনের ফাঁকে মোদি-শি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে বলে কূটনৈতিক সূত্রে খবর। সেই বৈঠকের আগে সীমান্ত ইস্যুতে ভারত-চিন জট কাটার ইঙ্গিত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

সুদিন ফিরবে? ইন্দো-চিন সেনাদের মৈত্রীর ফাইল ছবি।

২০২০-তে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর বিপুল সেনা মোতায়েন করেছে ভারত ও চিন। পূর্ব লাদাখে একাধিক পয়েন্টে ভারতীয় বাহিনীকে টহল দিতে চিনা সেনা বাধা দিচ্ছে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। জট কাটাতে চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র সঙ্গে দু-বার বৈঠক করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। এছাড়া কূটনৈতিক এবং প্রতিরক্ষা স্তরে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে অন্তত ৫২টি বৈঠক হয়েছে। দীর্ঘ আলোচনার পরেও জট কাটেনি। সীমান্তে চিনা আগ্রাসন নিয়ে বারবার কেন্দ্রকে নিশানা করেছে কংগ্রেস। লোকসভা ভোটের প্রচারেও এই ইস্যুতে সরব হয়েছিল বিরোধীরা। তবে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে সেনা প্রত্যাহার এবং টহলদারি নিয়ে জট কাটার ইঙ্গিত কেন্দ্রের বড় সাফল্য বলে মনে করছে পর্যবেক্ষকমহল।

বাকিবুরের জামিন

হাইকোর্টের দ্বারস্থ ইডি

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত বাকিবুর রহমানের জামিনের বিরোধিতায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল ইডি। ইডির দাবি, জ্যোতিপ্রিয় ঘনিষ্ঠ বাকিবুর জামিন পেলে তথ্যপ্রমাণ লোপাট ও সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন। র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় তদন্ত চলছে। তাই এই পরিস্থিতিতে বাকিবুর জামিনে থাকলে তদন্তে বিঘ্ন ঘটতে পারে। হাইকোর্টে এখন পূজাবকাশ চলছে। পূজাবকাশকালীন বেঞ্চে বা আদালতের স্বাভাবিক কর্মপ্রক্রিয়া চালু হলে মামলাটি শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

ইন্টারনেট ছাড়াই মোবাইলে টিভি চালু করছে প্রসার ভারতী

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : প্রসার ভারতী মোবাইলে ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই সরাসরি টেলিভিশন চ্যানেল দেখার সুযোগ করে দিতে চলেছে। এই উদ্যোগের পরীক্ষামূলক কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রক, আইআইটি কানপুরের সহযোগিতায় উচ্চ এবং নিম্ন ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটার ব্যবহার করে দিল্লি সহ বিভিন্ন শহরে এই প্রকল্পের পরীক্ষা চালাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইআইটি কানপুরের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষাটি সফল হয়েছে। তবে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য মোবাইল টাওয়ারে ট্রান্সমিটার এবং মোবাইল ফোনে নির্দিষ্ট চিপ বসানোর প্রয়োজন হবে। টিভি এবং রেডিওর মতো সিগনালের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার পাওয়া যাবে, এর জন্য ইন্টারনেটের প্রয়োজন হবে না। তবে এই সিগনাল গ্রহণের জন্য স্মার্টফোনে নির্দিষ্ট হার্ডওয়্যার থাকতে হবে।

২০১৯ সালের জুলাই মাসে মোবাইলে সরাসরি সম্প্রচার সহ একাধিক বিষয় নিয়ে গবেষণা ও পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। বর্তমানে প্রসার ভারতীর মোবাইল অ্যাপ অনেক মানুষ ব্যবহার করছেন কিন্তু এবার লাইভ টেলিভিশন সম্প্রচার ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে কাজ শুরু হয়েছে যা ভবিষ্যতে মোবাইল ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন এক যুগের সূচনা করবে।

সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : কুলতলি কাণ্ডে নির্যাতিতার পরিবার সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। কুলতলির বিধায়কের সঙ্গেই তারা নবান্নে আসে এবং কথা বলে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। এদিন নাবালিকার পরিবারের তরফে তার মা-বাবা ও মামা আসেন। সঙ্গে ছিলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লা। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সুবিচারের আশ্বাস দেন।

জয়নগরের মহিষমারি এলাকায় টিউশন থেকে ফেরার পথে ৯ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। যা নিয়ে উত্তাল হয় কুলতলি। আদালতের নির্দেশে কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে এইমসের চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত হয় নাবালিকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনায় তিনমাসের মধ্যে পকসো আদালতে মামলা রুজু করে ফাঁসির দাবি করেন।

হার্ডডিস্ক ফরেন্সিকে পাঠাল সিবিআই

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার তদন্তে নেমে ৪টি হার্ডডিস্ক বাজেয়াপ্ত করে সিবিআই। সেই হার্ডডিস্কগুলি চণ্ডীগড়ের ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হল। তদন্তকারীদের আশঙ্কা, এই হার্ডডিস্কগুলি থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মুছে ফেলা হতে পারে। তদন্তের ক্ষেত্রে সিবিআইয়ের হাতে আসা হার্ডডিস্ক, টালা থানার ডিভিডি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনার আগে ও পরের অনেক রহস্যের উদঘাটন ওই ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ থেকে উঠে আসতে পারে। তাই যদি কিছু তথ্য মুছে ফেলা হয় এবং তা যাতে সিবিআই পেতে পারে সেই কারণেই এখন মরিয়া হয়ে উঠেছেন তদন্তকারীরা।

সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলের ফোন কলের কথোপকথন, রেকর্ডিং মুছে ফেলা হয়। ফরেন্সিক পরীক্ষার মাধ্যমে তা জানতে পারেন তদন্তকারীরা। ফলে সিবিআইয়ের সংশয়, ওই হার্ডডিস্কগুলি থেকেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মুছে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। তাই সেগুলির ফরেন্সিক পরীক্ষা করাতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানায় সিবিআই। আদালতের সম্মতিতেই চণ্ডীগড়ের ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। সূত্রের খবর, ফরেন্সিক টেস্টের রিপোর্ট হাতে আসার পর ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে আবার জেরা করতে পারে সিবিআই। সিবিআইয়ের আশঙ্কা, ওই হার্ডডিস্কগুলিতে ঘটনার সময়কার জরুরি বিভাগের সমস্ত ফ্লোরের সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে। তাই তথ্যপ্রমাণ লোপাট এবং কাউকে আড়াল করার জন্য তথ্য মুছে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে।

জনগণকে লাঠি ধরার নিদান বিকাশের

ফরাক্কা, ২১ অক্টোবর : মহিলাদের উপর অত্যাচার ঠেকাতে জনগণকে শক্ত হাতে লাঠি ধরার নিদান দিলেন সিপিএম নেতা বিকাশ ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, 'রাজ্যে খুন ধর্ষণের মতো ঘটনা বেড়ে চলেছে কারণ পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসন ভেঙে পড়েছে। সরকারের কোনও নৈতিক বল নেই। এই সমস্ত ঘটনা ঠেকাতে একমাত্র জনগণকেই এক হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। দরকার হলে শক্ত হাতে লাঠি ধরতে হবে।' কেন্দ্রীয় সরকারি পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কোঅর্ডিনেশন কমিটি, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফরাক্কায়। ওই সম্মেলন উপলক্ষ্যে এদিন বিকেলে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ফরাক্কা ব্যারেজ নেতাজি ময়দানে।

জনসভায় বিকাশ ভট্টাচার্য রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে মহিলাদের নির্যাতন ও ধর্ষণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি ফরাক্কাতেও একটা ঘটনা ঘটল যা নিয়ে বলার ভাষা নেই। আসলে মানুষকে মানুষ হিসেবে না দেখলে এরকম আচরণের ইন্ধন তৈরি হয়। একজন মহিলা যদি চাঁদে যেতে পারেন তাহলে তিনি পুরুষের থেকে কম কি করে হলেন। শুধু চারিত্রিক গঠন যদি কারও কাছে একটা অত্যাচারের হাতিয়ার হয় তাহলে সমাজের সচেতন মানুষ, মহিলা, ছাত্র, তাদেরও তৈরি থাকতে হবে মোকাবিলার জন্য।'

জেলার খেলা

নভেম্বরে শুরু হবে এমপিএল

মালদা, ২১ অক্টোবর : আইপিএলের আদলে শোভনগর হাইস্কুল মাঠে ২৫ নভেম্বর শুরু হচ্ছে টেনিস ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগ (এমপিএল)। ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার বাবাই সরকারের সঙ্গে 'আমরা সবাই'-এর উদ্যোগে অনূর্ধ্ব-২২ বছরের প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের খুঁজে বের করতে এমপিএল আয়োজন করা হচ্ছে। আয়োজকদের তরফে মুক্তার হোসেন জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় শুধুমাত্র মালদা জেলার খেলোয়াড়রাই সুযোগ পাবে। এই টুর্নামেন্টের বিশেষ আকর্ষণ হল খেলোয়াড়দের নিলাম প্রক্রিয়া, যা মালদা শহরের একটি বেসরকারি রেস্তোরাঁয় অনুষ্ঠিত হবে ১০ই নভেম্বর। প্রতিটি দলকে অনূর্ধ্ব-২২ বছরের অন্তত তিনজন খেলোয়াড় কিনতে হবে। সেই তিনজনের মধ্যে দুইজনকে প্রতিটি ম্যাচে একাদশে রাখতে হবে। ইতিমধ্যে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৫৫০ জনেরও বেশি তরুণ ক্রিকেটার দরখাস্ত জমা দিয়েছেন।

চ্যাম্পিয়ন বোলতা

কুমারগঞ্জ, ২১ অক্টোবর : কুমারগঞ্জের আঙিনায় আমরা ক'জনের পরিচালনায় ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল বোলতা দল। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে সাইথল দলকে হারিয়েছে। চ্যাম্পিয়ন দল পেল ১২ কেজি মুরগি। রানার্সদের দেওয়া হয় ১০ কেজি মুরগি।

সেরা কুমারগঞ্জ

কুমারগঞ্জ, ২১ অক্টোবর : কামদেবপুর জুয়ান স্টারের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কুমারগঞ্জ দল। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে হারিয়েছে সরাইদিঘি দলকে। চ্যাম্পিয়ন দল ট্রফি সহ ৪ হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছে। রানার্স দল পেয়েছে ট্রফি ও ৩ হাজার টাকা।

সেরা অশোকগ্রাম

কুমারগঞ্জ, ২১ অক্টোবর : আমরা কজনের ১৬ দলীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অশোকগ্রাম। রানার্স বৈষ্টমকুমড়ি। চ্যাম্পিয়ন দল ট্রফি সহ ১১ হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছে। রানার্স পেয়েছে দল ট্রফি ও ৮ হাজার টাকা।

এই তো আর কদিন মাত্র। সোমবার বালুরঘাটে ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ সরকার।

গঙ্গারামপুর রেলস্টেশন চত্বর গোরুর দখলে

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ২১ অক্টোবর : 'সম্মিলিত সহাবস্থান'। গঙ্গারামপুর রেলস্টেশনে টিকিট কাউন্টারের সামনে ও যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে যাত্রীদের সঙ্গে একইসঙ্গে প্রতীক্ষা করছে গোরু। আর তাতেই সমস্যায় পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। স্টেশন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য যে বরাদ্দ থাকে তা স্টেশন সুপার ঠিকমতো খরচ করেন না বলেই এমন দৃশ্য দেখতে হচ্ছে বলে অভিযোগ গঙ্গারামপুর রেল উন্নয়ন কমিটির। তবে নির্দিষ্ট কোনও স্টাফ না থাকায় ও রেলস্টেশন ঠিকমতো ঘেরা না থাকায় এমন ঘটনা হয়তো ঘটেছে বলে মত গঙ্গারামপুর রেলস্টেশন সুপার অনিরুদ্ধ শর্মার।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা রেলযাত্রী প্রসেনজিৎ কর্মকার জানান, 'আমাদের রেলস্টেশনে টিকিট কাউন্টারের সামনে গোরু চরার যে দৃশ্য দেখলাম তা শুধু আজকের নয়। অনেকদিন ধরেই এই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। রেলের যারা দায়িত্বে রয়েছেন তাদের এই বিষয়ে হেলদোল নেই। এর ফলে আমাদের মতো সকল যাত্রীদের তাতে অসুবিধা হচ্ছে।'

অধ্যাপক রাজীব সাহা বলেন, 'রেলের দিক থেকে দীর্ঘদিন ধরেই আমরা বঞ্চিত এটা তারই একটা বড় উদাহরণ। এই বিষয়ে রেলের নজর দেওয়া উচিত।'

স্টেশনে ঘুরে বেড়াচ্ছে গোরু। সোমবার তোলা সংবাদচিত্র।

গঙ্গারামপুর রেল উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান অজয় দাসের অভিযোগ, 'গঙ্গারামপুর রেলস্টেশনের স্টেশন সুপারের উদাসীনতায় এমন দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। স্টেশন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য উনি যে বরাদ্দ পান তা ঠিকমতো উনি খরচ করেন না। গবাদিপশুর সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন লাইনে বোতল, প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ যথেষ্ট পরিমাণে পড়ে থাকে। প্রতিটা ট্যাপ কলে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল থাকে না। বাথরুম পরিষ্কার থাকে না। স্টেশন থেকে প্রতিদিন যে পরিমাণ উপার্জন হয় তার বিনিময়ে কোনও পরিষেবা নেই। রেলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এর একটা স্থায়ী সমাধান না করলে আমরা সরাসরি এর প্রতিবাদ করে স্টেশনে আন্দোলন করতে বাধ্য হব।'

গঙ্গারামপুর স্টেশন সুপার অনিরুদ্ধ শর্মা জানান, 'আমাদের রেলস্টেশনটি পুরোটাই খোলা। কোথাও সেইভাবে সীমানা প্রাচীর নেই। এমনকি কোনও গেটেরও ব্যবস্থা নেই। আমাদের স্পেশাল কোনও স্টাফ নেই। যদি বাউন্ডারি দিয়ে গেট লাগিয়ে দেওয়া যায় তাহলে এধরনের ঘটনা ঘটবে না।'

জেলা সভাপতির কাছে রিপোর্ট তলব মন্ত্রীর

বিজয়া সম্মিলনিতে গরহাজির তৃণমূল নেতৃত্ব

কালিয়াগঞ্জ, ২১ অক্টোবর: অনুষ্ঠানের মাঝে ছন্দপতন। তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠানে গরহাজির শহর তৃণমূল সভাপতি সহ অধিকাংশ ওয়ার্ড সভাপতিরা। বিষয়টি নিয়ে বিব্রত রাজ্যের পূর্ণমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। দলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালার কাছে এই ঘটনার রিপোর্ট তলব করেছেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলার বার্তা দিয়েছেন। এধরনের ঘটনা কেন হল, সে বিষয়ে দলের জেলা সভাপতির কাছে রিপোর্ট তলব করব। দলের অন্দরে কোনও ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকলে তা দ্রুত মিটিয়ে নেওয়া হবে।'

সোমবার দুপুরে কালিয়াগঞ্জ নজমু নাট্য নিকেতনে অনুষ্ঠিত হল কালিয়াগঞ্জ শহর ও ব্লক তৃণমূলের যৌথ উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বন দপ্তরের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা সহ উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালা সহ জেলাস্তরের একাধিক নেতা-নেত্রী। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ব্লক ও শহরস্তরে অঞ্চল ও ওয়ার্ড সভাপতিদের তরফে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শুরু হতেই বেসুরো হয়ে ওঠে অনুষ্ঠান। অঞ্চল নেতৃত্বদের সংবর্ধনা দেওয়ার পর শহরের ওয়ার্ড সভাপতিদের মঞ্চে ডাকা হলে ১৭ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৫ নম্বর ওয়ার্ড এবং ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতিকে মঞ্চে দেখা যায়। বাকি সকলেই অনুপস্থিত। দর্শকাসন থেকে প্রশ্ন ওঠে, শহর সভাপতি সহ একাধিক ওয়ার্ড সভাপতিরা অনুপস্থিত কেন ?

তখনই উঠে আসে শহরের ওয়ার্ড সংগঠন নেতৃত্ব ও তৃণমূল কাউন্সিলারদের মধ্যে মতানৈক্যের চালচিত্র। যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল, সেই বিতর্কিত শহর তৃণমূল সভাপতি রাজীব সাহাকে ফোনে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, 'আমি এই মুহূর্তে পরিবার নিয়ে চিকিৎসার জন্য বাইরে আছি। দুমাস আগে ট্রেনের টিকিট কাটা ছিল আমার। আমি অনুষ্ঠানে না থাকতে পারার কারণ দলের জেলা সভাপতিকে আগেই জানিয়েছি। তবে ১৭টি ওয়ার্ডের সমস্ত ওয়ার্ড সভাপতিদের আমি আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য জানিয়েছিলাম। তাঁরা আজ অনুষ্ঠানে কেন হাজির হননি, সেটা তাঁরাই ভালো বলতে পারবেন।' কালিয়াগঞ্জ শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল সভাপতি অরিন্দম ভৌমিক জানান,'শহর তৃণমূল সভাপতি আমাকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু আমাদের ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার সংগঠনকে না জানিয়ে ওয়ার্ডে নিজের মর্জিমাফিক কাজ করছেন। এতে দলের কর্মীদের মনোবল ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এছাড়া আজ শরীর অসুস্থ থাকার জন্য আমি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারিনি।'

জেলা তৃণমূল সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালার বক্তব্য,'রাজীব সাহা অনুষ্ঠানে যে থাকবেন না, তা আগেই জানিয়েছিলেন। পুরপ্রধান রামনিবাস সাহা আমায় জানালেন যে, ওয়ার্ড সভাপতিদের নাকি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা বলা হয়নি।'

বেপরোয়া গতিতে চাঞ্চল্য ডালখোলায়

লরির ধাক্কা ছয়টি গাড়িতে

শুভ্রজ্যোতি রাহা

ডালখোলা, ২১ অক্টোবর : প্রথমে ট্রাফিক পুলিশের গার্ডরেলে ধাক্কা। তারপর বেপরোয়া গতিতে ছয়টি ছোট গাড়িকে ধাক্কা দিল লরি। ওই পথ দুর্ঘটনায় ডালখোলা বাইপাস এলাকায় আহত হয়েছেন একজন। রাস্তার পাশে গ্যারেজে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট গাড়িগুলিকে পরপর পিষে দেয় পাথর বোঝাই লরিটি। সোমবার সকালে ওই দুর্ঘটনায় আহত গ্যারেজ মালিক আপাতত রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মহম্মদ সাদ্দাম বলেন, 'সকাল দশটা নাগাদ একটি পাথর বোঝাই লরি রায়গঞ্জ থেকে পূর্ণিয়া মোড়ের দিকে যাচ্ছিল। সে সময় ২৭ নং জাতীয় সড়কের ডালখোলা বাইপাসের পাশে একটি গ্যারাজে দাঁড়িয়ে থাকা ছয়টি ছোট গাড়িকে পরপর ধাক্কা মারে।' ঘটনার সময় দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িগুলিতে কোনও চালক বা যাত্রী না থাকলেও একটি গাড়ি মেরামতের কাজ করছিলেন গ্যারাজের মালিক পিন্টু বিশ্বাস। লরির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশের উদ্যোগে আহত যুবককে চিকিৎসার জন্য রায়গঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়।

লরির ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি। সোমবার ডালখোলায় তোলা সংবাদচিত্র।

পুলিশ জানিয়েছে, লাগামছাড়া গতিতে আসা পাথর বোঝাই ওই লরিটি ডালখোলার আগেই রহটপুর ও পাতনোরে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলেন দায়িত্বরত ট্রাফিক কর্মী। কিন্তু পুলিশের গার্ডরেলে ধাক্কা দিয়ে লরির চালক ডালখোলার দিকে পালিয়ে আসে। সে সময় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান দায়িত্বে থাকা ট্রাফিককর্মী। পরে ডালখোলা বাইপাসে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট গাড়িগুলিকে ধাক্কা মারে। ঘাতক লরিটিকে পূর্ণিয়া মোড়ের আগেই ট্রাফিক পুলিশ আটক করে। চালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কী কারণে পাথরবোঝাই ওই লরির চালক এত দ্রুতগতিতে চালাচ্ছিলেন এবং কেনই বা ট্রাফিকের গার্ডরেলে ধাক্কা মারার পর দাঁড়াল না তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার জবি থমাস বলেন, 'ডালখোলা বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় একটি গ্যারাজে কয়েকটি ছোট গাড়ি মেরামতের জন্য রাখা ছিল, সেই গাড়িগুলিকে একটি পাথর বোঝাই লরি ধাক্কা মারে। পুলিশ লরির চালককে গ্রেপ্তার করেছে। তার মেডিকেল পরীক্ষা হবে। পাশাপাশি পুরো ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

প্রতিবেশীর বিবাদে ফাটল মাথা

কুমারগঞ্জ, ২১ অক্টোবর : রাস্তার কাজের খোয়াপাথর নিজের বাড়ির সামনের রাস্তায় ফেলা নিয়ে বিবাদে জড়াল দুই পক্ষ। একপক্ষ অপরজনের ওপর চড়াও হয়। মাথায় শাবলের কোপ বসায়। গুরুতর জখম অবস্থায় প্রথম তাঁকে কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে, পরে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মাথায় সেলাই করতে হয়েছে। ঘটনার সাতদিন পর জখম কুমারগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

রাস্তার কাজের খোয়াপাথর নিজের বাড়ির সামনের রাস্তায় ফেলা নিয়ে মজিদুর এবং অজিবা বিবির সঙ্গে বিবাদে জড়ান মহসিন মিয়াঁ। গত ১৩ অক্টোবর মহসিন মিয়াঁ কিছুটা খোয়াপাথর নিজের বাড়ির সামনে রাস্তায় ফেলেন। মজিদুর মিয়াঁ এবং অজিবা বিবির দাবি, ওই সব খোয়াপাথর তাঁদের। এই নিয়ে মহসিন মিয়াঁর সঙ্গে তাদের বিবাদ বাধে। অভিযোগ, মহসিন মিয়াঁর ওপর চড়াও হন দু'জন। তাঁর মাথায় শাবল দিয়ে আঘাত করা হলে মাথা ফাটে। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন। মাথায় ছ'টি সেলাই করতে হয়েছে। অভিযুক্তদের দাবি, তাদের খোয়াপাথর তুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন মহসিন মিয়াঁ। এর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তারা। মহসিন মিয়াঁ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে কুমারগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বাঁধ তৈরিতে ঢিলেমি, ক্ষুব্ধ বিধায়ক

পতিরাম, ২১ অক্টোবর : পতিরামে বাঁধ তৈরিতে গয়ংগচ্ছ মনোভাবে রীতিমতো ক্ষুব্ধ বিধায়ক বুধরাই টুডু। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে শোষণের রাজনীতির অভিযোগ তুলেছেন। গত ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি একটি বাঁধ তৈরির প্রস্তাব দেন। তারপর কেটে গিয়েছে ২০ মাস। বাঁধের কাজ শুরু না হওয়ায় বিধায়ক অসন্তুষ্ট।

এদিন তিনি বলেন, 'কুড়ি মাস আগে বিধানসভায় আমি আমার বক্তব্যে উল্লেখ করেছিলাম নীচাবন্দর ও বর্ষাপাড়া সহ দুই কিলোমিটার এলাকা জুড়ে আত্রেয়ীর ভাঙন রোধে বাঁধ নির্মাণের বিষয়টি। আজ পর্যন্ত কোনও অগ্রগতি নেই। তৃণমূলের প্রতিহিংসার রাজনীতির শিকার এই এলাকাগুলো। সাধারণ মানুষের স্বার্থে এই সরকার কাজ করুক, সুমতি ফিরুক সরকারের। তবেই হবে আসল বিজয়া সম্মিলনি।'

বিক্ষোভে গ্রাম

প্রথম পাতার পর

আমাদের সমীক্ষা করতে দেয়নি। তাদের মধ্যে প্রধানের স্বামীও ছিল। আমরা বাধ্য হয়েই ফিরে যাচ্ছি।'

তালসুর এলাকার বাসিন্দা আরজাউল হকের বক্তব্য, 'আগের তালিকার বাড়িগুলি এখনও পর্যন্ত আসল না। তাহলে আবার নতুন করে সমীক্ষা কেন? তাই আমরা এই সমীক্ষা বয়কট করছি।' যদিও তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক শ্যামপ্রকাশ গুপ্তার মতে, 'বিরোধীরা ইচ্ছে করে ষড়যন্ত্র করে এই ধরনের গণ্ডগোল পাকাচ্ছে যাতে মুখ্যমন্ত্রীর বদনাম করা যায়। তবে সরকার বদ্ধপরিকর যাতে সাধারণ মানুষ এই আবাস যোজনার সুবিধে পায়।' হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের বিডিও তাপস পাল জানান, 'ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রামে আবাস সমীক্ষায় গণ্ডগোল হয়েছে বলে খবর পেয়েছি। তবে সার্ভে টিম ফিরে না আসা পর্যন্ত বিশদে কিছু বলতে পারছি না।'

সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌসের অভিযোগ, 'তৃণমূল আবাস যোজনার নাম করে নিজেদের লোকদেরই ঘর পাইয়ে দেবে এবং তাও কাটমানির মাধ্যমে। সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেই সার্ভেতে বাধা দিয়েছে।'

লাশকাটা ঘরে শুরু মটরকালীপুজো

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২১ অক্টোবর : লাশকাটা ঘর। ভালো বাংলায় মর্গ। এই ঘরকে কেন্দ্র করে ভয় দিনে এবং রাতে। ভয় ভূতের। সেই ভয় কাটাতে বালুরঘাটের লাশকাটা ঘরে চালু হয় কালীপুজো। পরে যা খ্যাতিলাভ করে মটরকালী নামে। চৈত্র সংক্রান্তিতে বার্ষিক পুজো হলেও কালীপুজোতে অমাবস্যায় নিষ্ঠা সহকারে ওই পুজো হয়ে আসছে। আর কয়েকদিন বাদেই শক্তির পুজো। কর্মকর্তাদের ব্যস্ততা চরমে। গত বছর মূল মন্দিরটি ভাঙা হয়েছে। নতুন করে মন্দির তৈরি করা হচ্ছে। মন্দিরের কাজ চলায় পুজো হবে অস্থায়ী মণ্ডপে।

এই পুজো ইতিহাস সমৃদ্ধ। আনুমানিক ১০০ বছর আগে মটরকালীপুজোর সূচনা করেন গাড়িমালিকেরা। বালুরঘাট শহরের প্রাইভেট বাসস্ট্যান্ড চত্বরে বসত ফুটানিগঞ্জের হাট। কিছু দূরে পশ্চিম দিনাজপুরের জেলা হাসপাতাল। যদিও হাসপাতালের লাশকাটা ঘরটি ছিল হাটের মধ্যে। পরবর্তীতে জেলা হাসপাতাল সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় রঘুনাথপুরে। লাশকাটা ঘরটি নতুন জেলা হাসপাতালের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হলেও হাটে থাকা লাশকাটা ঘর এবং লাশ বহনকারী গাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থায় থেকে যায়।

বালুরঘাটে মর্গের সামনে মটরকালীপুজোর প্রস্তুতি। - মাজিদুর সরদার

ভূতের ভয়ে হাটের দিন বাদ দিয়ে সাধারণ মানুষ সেখান দিয়ে যাওয়ার সাহস করত না। ভয় দূর করতে বাসমালিকরা লাশকাটা ঘরের সামনে কালীমূর্তি স্থাপন করেন। নাম দেওয়া হয় মটরকালী। এরপর থেকে পাঁঠাবলি ও অন্যান্য নিয়ম নিষ্ঠা সহকারে পূজিতা হয়ে আসছেন মটরকালী। তবে মন্দিরে মায়ের পুজোর আগে ঘাটপুজো দিতে হয় পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া আত্রেয়ী খাঁড়িতে। সেখানেই নাকি ঈশ্বরীয় কিছু ঘটনার সাক্ষী হয়েছেন বহু মানুষ।

পুরোহিত সন্তু ঘটক বলেন, 'এই জায়গায় আগে মরাকাটা ঘর ছিল। ভয়ে কেউ এই এলাকা দিয়ে যাতায়াত করত না। তাই প্রায় ১০০ বছর আগে এই পুজোর সূচনা করা হয়। গত ২৪ বছর ধরে এই মন্দিরে পুজো করছি। প্রত্যেক বছর চৈত্র সংক্রান্তিতে বাৎসরিক পুজো হয়। পাশাপাশি দীপান্বিতা অমাবস্যাতেও পুজো হয়। এখানে তান্ত্রিক মতে পুজো হয়। দূরদূরান্ত থেকে ভক্ত সমাগম হয়।'

স্বাস্থ্য পরীক্ষা তিন শতাধিক গ্রামবাসীর

হবিবপুর,২১ অক্টোবর : নানা উপসর্গ নিয়ে রোগে আক্রান্ত মানুষজনের পাশে দাঁড়াল স্বাস্থ্য দপ্তর। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জ্বর পরবর্তী সমস্যা বলে জানা গিয়েছে। রোগীদের অধিকাংশ হবিবপুর ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধানুকপাড়া,কলাইবাড়ি, সরকারপাড়া সহ বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা। বিভিন্ন বয়সের পুরুষ, মহিলা সহ ছাত্রছাত্রীদেরও অনেকের নানা উপসর্গ দেখা দিয়েছে। সোমবার রোগীদের উপসর্গ শুনে রোগ নির্ণয়ে মেডিকেল ক্যাম্প করা হয় হবিবপুরের কলাইবাড়ি প্রাথমিক স্কুলে।

কলাইবাড়ি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সোমবার স্কুলে মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। সপ্তাহ দুয়েক ধরে কলাইবাড়ি,সরকারপাড়া,ধানুকপাড়া সহ বিভিন্ন গ্রামের বেশকিছু মানুষজন জ্বরে ভুগছিলেন। বিভিন্ন বয়সের পুরুষ, মহিলা ছাড়াও আমাদের স্কুলের বেশকিছু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও একই উপসর্গ দেখা দিচ্ছিল। তাই আজ স্কুলে মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় তিন শতাধিক মানুষ ক্যাম্পে এসেছিলেন। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি সিএমওএইচ, বিএমওএইচ সহ অন্য চিকিৎসকরা।'

অনশন প্রত্যাহার

প্রথম পাতার পর

দেওয়ার সুযোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

তবে বৈঠকে কিঞ্জল নন্দ, দেবাশিস হালদার, আসমাকুল্লা নাইয়া সহ বাকিরা অনেক শান্তভাবে থাকলেও বারবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় অনিকেত মাহাতোর। আরজি করে ৪৭ জনকে কেন সাসপেন্ড করা হয়েছে, তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলতেই পালটা অনিকেত কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে বলেন, 'ম্যাডাম, যাঁদের তদন্ত কমিটি সাসপেন্ড করেছে, তাঁরা নটোরিয়াস ক্রিমিনাল। তদন্ত কমিটি সঠিক তদন্তই করেছে।' সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্লিজ আপনারা সব কিছুর দায়িত্ব নিজেরা নিয়ে নেবেন না। সরকার বলে একটা পদার্থ আছে। আপনি মানুন আর না মানুন। সিস্টেম বলেও একটা জিনিস আছে, সিস্টেমটা বুঝুন।' সেই সময় গ্রিভান্স রিড্রেসাল কমিটির এক সদস্য বলেন, 'একটু ইনটারাপ্ট করছি। গ্রিভান্স রিড্রেসাল থেকে বলছি, আমরা তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দিয়েছিলাম। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই সাসপেন্ড করা হয়েছে।' অনিকেত বলেন, 'আমার এখানে বলতে সংকোচ হচ্ছে, কিন্তু ঘটনা হল আরজি কর মেডিকেল কলেজে শ্লীলতাহানির ঘটনাও ঘটেছে। তাছাড়া ভয় দেখিয়ে, জুলুম করে তোলা, চাঁদা আদায় হয়েছে। কলেজে পড়তে যাওয়ার ন্যূনতম পরিবেশটুকুও ছিল না।'

তবে এইটুকু উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় ছাড়া মোটের ওপর এদিনের বৈঠকে দু-পক্ষই ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে। স্টেট লেভেল টাস্ক ফোর্সের পাশাপাশি কলেজ লেভেল টাস্ক ফোর্সও করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার সদিচ্ছা দেখিয়েছে। তবে সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে আন্দোলনকারীদের আইনজীবী বলেছিলেন, 'হাসপাতালে তুলো ছাড়া নাকি কিছু পাওয়া যায় না।' সেই প্রসঙ্গ নিজেই তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা কি ঠিক? গোটা দেশের কাছে রাজ্যের মুখ কতটা পুড়েছে? আমরা পরস্পর পরস্পরকে অনেক কথা বলতে পারি। কিন্তু মনের জায়গাটা খোলা রাখতে হয়। ঘরের দরজা বন্ধ করা যায়, গোটা দেশ শুনল বাংলার হাসপাতালে তুলো ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। এটা আমাদের অপমান করা নয়?' রাজ্য সরকার যে দাবিগুলি মেনে নিয়েছে, সেগুলি নির্দেশিকা আকারে বের করতে আন্দোলনকারীরা দাবি জানান। মঙ্গলবার বিকাল ৩টের মধ্যে এই নিয়ে নির্দেশিকা জারি করা হবে বলেও আশ্বাস দেন মুখ্যসচিব। ৭টা ৫ মিনিটে নবান্ন সভাঘর থেকে বেরিয়ে আসেন আন্দোলনকারীরা। ধর্না মঞ্চে ফেরার পর গভর্নিং বডির বৈঠক করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানানো হবে বলে তখন জানিয়েছিলেন তাঁরা। পরে ঘোষণা করা হয় তাঁরা অনশন ও মঙ্গলবার ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করছেন। এদিন দিল্লিতে জুনিয়ার ডাক্তাররা দাবি করেছেন, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন করা দরকার। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করতে পারেন তাঁরা।

বীজ বিতরণ

কুমারগঞ্জ, ২১ অক্টোবর : কুমারগঞ্জ ব্লকে ধান, গম, পাট, সবজি, ফসল চাষ হলেও তুলনামূলকভাবে ডাল ও শস্যের চাষ অনেক কম হয়। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে বিনামূল্যে কুমারগঞ্জের চাষিদের উন্নতমানের বীজ বিতরণের প্রস্তুতি চলছে। খুব শীঘ্রই কৃষকদের মাঝে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে কুমারগঞ্জ ব্লক কৃষি দপ্তরের তরফে ডাল শস্য হিসেবে মসুর, খেসারির বীজ বিতরণ করা হবে। এছাড়া তৈল বীজ হিসাবে হাইব্রিড তথা অতি উন্নত জাতের বি-৯ ও বি-৫৪ জাতের সর্ষে বীজও বিতরণ করা হবে। সেই সঙ্গে অর্থকরী ফসল হিসাবে ভুট্টার বীজ কৃষকদের দেওয়া হবে।

কুমারগঞ্জ ব্লক কৃষি আধিকারিক সঞ্জয় হালদার জানান, 'কুমারগঞ্জ ব্লকে অন্য ফসলের চাষ ভালো হলেও ডাল, শস্য ও সর্ষের চাষ তুলনামূলকভাবে অনেকটা কম হয়। সেজন্য এই দুটি চাষকে উৎসাহিত করার জন্য খুব শীঘ্রই মসুর ও খেসারি বীজ এবং উন্নত জাতের সর্ষের বীজ বি-৯ ও বি- ৫৪ কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। এর ফলে ডাল শস্য ও তৈল বীজের চাষ কুমারগঞ্জ ব্লকে অনেকটা বৃদ্ধি পাবে।'

ট্রেনিং সেন্টার

করণদিঘি, ২১ অক্টোবর : করণদিঘি থানায় প্রগতি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের সূচনা করেন স্থানীয় বিধায়ক গৌতম পাল। উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল, বিডিও জয়ন্ত দেবব্রত চৌধুরী, শ্যাম লালা মাহাতো, আইসি সঞ্জয় ঘোষ প্রমুখ।

সম্মেলনে সংগীত

হিলি, ২১ অক্টোবর : হিলি প্রান্তিক প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠান। রবিবার সন্ধ্যায় তৃণমূলের জেলাস্তর থেকে ব্লকস্তরের নেতৃত্ব ও কর্মীদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠিত হয়। ওই অনুষ্ঠানে নৃত্য, সংগীত ও আবৃত্তির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে তৃণমূল কর্মীদের আগামী নির্বাচনের জন্য বার্তা দিয়ে চাঙ্গা করেন নেতৃত্বরা।

টাক দিয়ে যায় চেনা, জানে তৃণমূল

প্রথম পাতার পর

বলেছেন, টাকমাথা পুরুষরা বেশি বুদ্ধিমান। তাই তিনি তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরে আরও ঘটা করে এই টাকের প্রতিযোগিতা আয়োজন করারও ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তিনি।

জানি না, এটা তৃণমূলের দলীয় অনুমোদিত কর্মসূচি কি না। অন্তত এখনও পর্যন্ত কোনও তৃণমূল নেতাকে এ নিয়ে কিছু বলতে শুনিনি। কেউ আপত্তি করেছেন বলেও শোনা যায়নি। তবে টাকের সঙ্গে বুদ্ধির কোনও যোগ আছে বলে কস্মিনকালেও কানে আসেনি। তবে যে যাই বলুন, সকাল থেকে সন্ধে টাকের সঙ্গে যে আমাদের আত্মিক যোগ তা কে অস্বীকার করতে পারবে? বিছানা ছেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে বিছানায় শোওয়া পর্যন্ত যে টাক ছাড়া গতি নেই। জীবন চালাতে যে নোট দরকার তাতেও তো টাকের মাহাত্ম্য। দেশের সবথেকে খ্যাতনামা টাকের মালিকের ছবি যে সেখানে জ্বলজ্বল করছে। গান্ধিকে তো টাক দিয়েই চেনা যায়। হয়তো সেখান থেকেই টাক আর টাকার অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের কথা বাজারে এসেছে।

বাংলার রাজনীতিতে অবশ্য টাকওয়ালা নেতা তেমন দেখা যায়নি। তাঁরা হাতেগোনা, দুর্লভ। তবে বাকি দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখুন, তাঁরা অনেকে। চার্চিল থেকে লেনিন, মুসোলিনি থেকে গর্বাচভ, খুশ্চেভ, পুতিন আরও কত বড় বড় নেতা মাথাজোড়া টাক নিয়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। হিন্দি সিনেমায় অনুপম খের কিংবা দক্ষিণী সুপারস্টার রজনীকান্ত তাঁদের টাক নিয়ে মোটেই বিব্রত নন। বাংলায় এখন তেমন কোনও হেভিওয়েট টাক না থাকলেও অতি সম্প্রতি এক তরুণ তুর্কি দল বদলে মাথা কামিয়ে ফেলে ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছেন, তৃণমূল নবান্ন থেকে না হটলে তিনি আর কেশবান হবেন না। তাই আপাতত তিনি চকচকে টাক নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আরও কতদিন যে খালি চাঁদি নিয়ে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হবে কে জানে।

সমীক্ষা বলছে, মাঝারি থেকে ব্যাপক চুল পড়া পুরুষদের অনুপাত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে থাকে। ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সি পুরুষদের ১৬ শতাংশ, তার থেকে বেড়ে ৪০ থেকে ৪৯ বছর বয়সি পুরুষদের ক্ষেত্রে ৫৩ শতাংশ। তাই টাক ব্যাপারটা যে বয়স্কদের, তা বোঝা মোটেই কঠিন নয়। কে না জানে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বাড়ে। এবং জ্ঞানী লোকদের টাক বাড়ে। তবে চুল ছাড়া মানুষের আত্মবিশ্বাস যে বেশ খানিকটা কমে যায়, কে না জানে। টাকে চুল গজানোর কতশত ওষুধের ফলাও কারবার এমনিতে হয় না।

বিধায়ক সওকত জানিয়েছেন, টাক ঈশ্বরের দান। এনিয়ে হীনমন্যতা বা মন খারাপের কোনও দরকার নেই। যাঁদের মাথায় চুল নেই তাঁদের সংবর্ধনা দেবেন তিনি। আপাতত দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু হয়েছে এই কর্মসূচি। ভবিষ্যতে গোটা বিধানসভা এলাকাজুড়ে এই কর্মসূচি চলবে। বিধায়কের এই টাকপ্রীতিতে আপ্লুত টেকোরা। তাঁদের কথায়, অনেক রকম তেল, ওষুধ মেখেও কোনও কাজ হয়নি। ৪০ বছরেই সব চুল উঠে গিয়েছে। তাঁদের মনোবল বাড়াতে বিধায়ক যে উদ্যোগ নিয়েছেন সেজন্য তাঁরা কৃতজ্ঞ।

এরপর টাকের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ নিয়ে কেউ গবেষণা করে কেশশ্রী পুরস্কার পেতেই পারেন। চেষ্টা করবেন নাকি?

অনুষ্কার সঙ্গে কীর্তন দেখে হেলিকপ্টারে পুনেতে কোহলি

কালো মাটির পিচে কিউয়িদের চ্যালেঞ্জের পরিকল্পনা

পুনে, ২১ অক্টোবর : ৪৬ রানে ঘরের মাঠে অলআউটের লজ্জা। ৩৬ বছর পর দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট হারের যন্ত্রণা।

জোড়া অস্বস্তি সঙ্গে নিয়েই আজ দুপুরের দিকে বিশেষ চার্টার্ড বিমানে বেঙ্গালুরু থেকে পুনে পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া। একই বিমানে নিউজিল্যান্ডও হাজির হয়েছে ছত্রপতি শিবাজির শহরে। মারাঠা সাম্রাজ্যের লড়াইয়ের দীর্ঘ ইতিহাস টিম ইন্ডিয়াকে আগামীর অক্সিজেন দেবে কিনা, সময় বলবে। কিন্তু পুনের এমসিএ স্টেডিয়াম থেকেই জোরদার ধাক্কার পর নয়া দৌড় শুরু করতে মরিয়া রোহিত শর্মার ভারত।

পুনেতে কালো মাটির মন্থর গতির পিচের চ্যালেঞ্জ ছুড়ছেন কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

একই চার্টার্ড বিমানে দুই দলই বেঙ্গালুরু থেকে পুনে পৌঁছালেও তার মধ্যে অনুপস্থিত ছিলেন বিরাট কোহলি। বরং আজ সকালের দিকে তাঁকে আলাদাভাবে বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে দেখা গিয়েছিল। সেখান থেকে কোহলি চলে যান মুম্বই। সেখান স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে এক কীর্তনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন বিরাট। সেই কীর্তন সেরে মুম্বই থেকে বিশেষ হেলিকপ্টারে বিকেলে পুনে পৌঁছেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। কীর্তনের আসর বিরাটের মানসিক যন্ত্রণা কতটা কাটাতে পেরেছে, সময় বলবে।

কিন্তু তার আগে কাল বেলার দিকে পুনের এমসিএ স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। সৌজন্যে পুনের কালো মাটির মন্থর চরিত্রের পিচ। বছর কয়েক আগে এই পুনের মাটিতেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে আড়াই দিনে ম্যাচ হেরেছিল টিম ইন্ডিয়া। আনকোরা অজি স্পিনার স্টিভ ও কিফ একাই শেষ করে দিয়েছিলেন ভারতীয় ব্যাটিংকে। কালো মাটির মন্থর গতির ঘূর্ণির ঘেরাটোপ বানাতে গিয়ে ফের সেভাবেই পা হড়কে যাবে না তো টিম ইন্ডিয়ার? প্রশ্নটা উঠতে শুরু করেছে। যদিও রোহিত শর্মার ভারত অতীত নিয়ে না ভেবে সামনে তাকাতে চাইছে। জানা গিয়েছে, অধিনায়ক রোহিত ও কোচ গৌতম গম্ভীরের পরামর্শেই এমন মন্থর গতির ঘূর্ণি পিচ তৈরি হয়েছে রাচিন রবীন্দ্রদের চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য। সন্ধ্যার দিকে পুনে থেকে টিম ইন্ডিয়ার একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, চিন্নাস্বামীর মতো বাউন্স একেবারেই থাকছে না পুনেতে। তুলনায় দিনের শুরু থেকেই বল নীচু হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এমন উইকেটে রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজা ও কুলদীপ যাদবদের পাশে চতুর্থ স্পিনার হিসেবে ওয়াশিংটন সুন্দরকে খেলানো নিয়েও চলছে আলোচনা। তেমনটা হলে মহম্মদ সিরাজকে হয়তো বসতে হতে পারে।

পুনের পিচের চরিত্র জেনে যাওয়ার পর কিউয়িরাও বাড়তি স্পিনার খেলানোর ভাবনা শুরু করেছে। তাছাড়া সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর অধিনায়ক টম লাথাম তাঁর সতীর্থদের সতর্ক করে দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রত্যাঘাতের অতীত ইতিহাস নিয়েও। সবমিলিয়ে কালো মাটির মন্থর ঘূর্ণি পিচে স্পিন এক্স ফ্যাক্টার হতে চলেছে দুই দলের জন্যই।

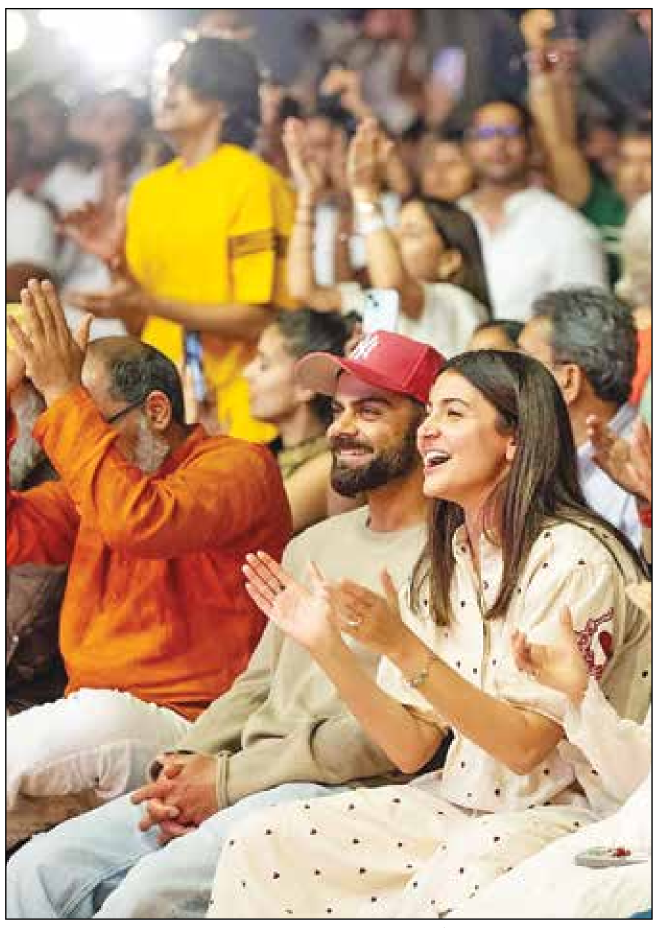
মুম্বইয়ে স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে এক কীর্তনের অনুষ্ঠানে বিরাট কোহলি।

বিরাট-বন্দনায় প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

লন্ডন, ২১ অক্টোবর : নিউজিল্যান্ডের কাছে অপ্রত্যাশিত হার।

৪৬-এর ভরাডুবিতে লজ্জার ইতিহাস বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। জুতসই প্রত্যাঘাতের লক্ষ্য নিয়ে ভারত ২৪ অক্টোবর পুনেতে নামবে দ্বিতীয় টেস্টে। বেঙ্গালুরু থেকেই সাময়িক ছুটি নিয়ে বাড়িতে ফিরেছেন বিরাট কোহলি। সামাজিক অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক অংশগ্রহণ করতেও দেখা গিয়েছে।

এর মাঝেই প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের ঢালাও প্রশংসা প্রাপ্তি। বিরাট কোহলিকে 'অসাধারণ নেতা' আখ্যা দিয়েছেন ক্যামেরন। এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে নিজের প্রিয় ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে রাহুল দ্রাবিড় ও বিরাট কোহলির কথা তুলে ধরেন প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। স্মৃতিচারণ করবেন ছোটবেলায় বিষেণ সিং বেদির স্পিন-মুগ্ধতা নিয়েও।

ক্যামেরন বলেছেন, 'আমি পুরোনো দিনের। বড় হয়েছি বিষেণ সিং বেদিকে দেখতে দেখতে। ইংল্যান্ডের মাটিতে রাহুল দ্রাবিড়ের দুর্দান্ত শতরানের সাক্ষীও ছিলাম। মনে আছে, কনজারভেটিভ পার্টির আরও এক প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের পাশেই বসেছিলাম। উনি বলেছিলেন, রাহুল দ্রাবিড়কে দেখো, অত্যন্ত ভালো ক্রিকেটার।'

দ্রাবিড় থেকে সোজা বিরাট কোহলিকে নিয়ে মুগ্ধতা ঝরে পড়ল। বলেন, 'বিরাট কোহলিকে নিয়ে একটা কথাই মনের মধ্যে ভিড় করে, তুমি একজন অসাধারণ নেতা। আমাদের বেন স্টোকস যেমন, তেমনই মাঠে যথার্থ অর্থেই তুমি দুর্দান্ত অধিনায়ক এবং সবার অনুপ্রেরণা।'

ইংল্যান্ডের ক্রিকেটে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের প্রভাবও অনস্বীকার্য। রনজি সিংজি, দলীপ সিংজি থেকে মন্টি পানেসর - তালিকা রীতিমতো লম্বা। ডেভিড ক্যামেরন সেকথাও তুলে ধরেন।

> আমি পুরোনো দিনের। বড় হয়েছি বিষেণ সিং বেদিকে দেখতে দেখতে। ইংল্যান্ডের মাটিতে রাহুল দ্রাবিড়ের দুর্দান্ত শতরানের সাক্ষীও ছিলাম। মনে আছে, কনজারভেটিভ পার্টির আরও এক প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের পাশেই বসেছিলাম। উনি বলেছিলেন, রাহুল দ্রাবিড়কে দেখো, অত্যন্ত ভালো ক্রিকেটার।
>
> **ডেভিড ক্যামেরন**

জানান, ক্রিকেটভক্ত হিসেবে অনেক কিংবদন্তি ব্রিটিশ-ভারতীয় খেলোয়াড়দের দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। আগামীদিনেও আসবে, যাঁরা সাফল্যের কান্ডারি হবে।

খেলায় আজ

১৯৮৩ : কানপুর টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষবেলায় ম্যালকম মার্শালের আগুনে ওপেনিং স্পেলে (৮-৫-৯-৪) ভারত প্রথম ইনিংসে ৩৪/৫ হয়ে যায়। টেস্টটি ভারত এক ইনিংস ও ৮৩ রানে হেরেছিল। দুই ইনিংস মিলিয়ে মার্শাল ৬৬ রানে ৮ উইকেট পেয়েছিলেন।

সেরা অফবিট খবর

বাস্কেটবলের সুজির ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়

নিউজিল্যান্ডকে প্রথমবার টি২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন সুজি বেটস। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ফাইনালে ওপেন করতে নেমে এই কিউয়ি মহিলা ব্যাটার ৩২ রান করেন। পরে তিনটি ক্যাচও ধরেছেন। সুজি ২০০৮ সালের বেজিং অলিম্পিকে নিউজিল্যান্ড বাস্কেটবল দলের হয়ে নেমেছিলেন। সেবার তাঁরা গ্রুপে ৫ ম্যাচ খেলে মাত্র একটিতে জয় পেয়েছেন।

ভাইরাল

পাক অধিনায়ককে সমবেদনা শ্রেয়াঙ্কার

টি২০ বিশ্বকাপের মাঝে পাকিস্তানের অধিনায়ক ফাতিমা সানার বাবার মৃত্যু হয়েছিল। তারপরও তিনি বিশ্বকাপ খেলতে দুবাইয়ে ফিরে এসেছিলেন। কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁকে ভরসা জুগিয়েছিল ভারতীয় মহিলা দলের স্পিনার শ্রেয়াঙ্কা পাতিলের হাতে আঁকা সুন্দর একটি কার্ড। যেখানে লেখা ছিল, ডু হোয়াট ইউ লাভ। ইনস্টাগ্রামে ফাতিমা পোস্ট করে শ্রেয়াঙ্কার পাঠানো কার্ডের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ওডিআই বিশ্বকাপে ভারত প্রথম জয়টি কাদের বিরুদ্ধে পায়?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. হ্যারি কেন, ২. মনসুর আলি খান পতৌদি।

সঠিক উত্তরদাতারা

নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, অমৃত হালদার, নীলেশ হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, সুখেন স্বর্ণকার, সুজন মহন্ত, প্রবালকান্তি দে, নীরাধিপ চক্রবর্তী, নির্মল সরকার।

অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য মুখিয়ে সামি

বেঙ্গালুরু, ২১ অক্টোবর : গোড়ালির সমস্যা আর নেই। হাঁটুর যন্ত্রণাও কমে গিয়েছে। আগের তুলনায় এখন অনেক ভালো রয়েছেন মহম্মদ সামি। এতটাই ভালো যে, বাইরের দুনিয়া যাই ভাবুক না কেন, সামি নিজে মিশন অস্ট্রেলিয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন।

গতকালই বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে হেরে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। রোহিত শর্মাদের ম্যাচ হারের ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই চিন্নাস্বামীর নেটে বল হাতে নেমে পড়েছিলেন সামি। টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ মরনি মরকেল, সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারদের কড়া নজর ছিল তাঁর উপর। অতীতের মতো পুরো রানআপে বোলিং করেছিলেন সামি। তাঁর বোলিংয়ের সামনে ব্যাট করতে নেমে শুভমান গিলকে অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছিল বারবার। এহেন সামি আজ নিজেই জানিয়েছেন, তিনি এখন ফিট। মাঠে ফেরার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। গতকাল চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে পুরো রানআপে বোলিং করাটা দারুণ উপভোগ করেছেন। তাঁর গোড়ালি ও হাঁটুতে লম্বা সময় বোলিংয়ের পরও কোনও অস্বস্তি হয়নি। বেঙ্গালুরুতে আজ এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে সামি তাঁর আগামীর ভাবনা নিয়ে বলেছেন, 'গতকাল চিন্নাস্বামী টেস্টের শেষে মাঠের মূল পিচে পুরো রানআপে বোলিং করেছি আমি। পুরো রানআপে বোলিংয়ের পর আমি নিজের পারফরমেন্সে খুশি। বল হাতে নিজের একশো শতাংশ উজাড় করে দিয়েছি। দীর্ঘসময় বোলিংয়ের পরও কোনও সমস্যা হয়নি আমার।'

গোড়ালি ও হাঁটুতে কোনও সমস্যা নেই, জানিয়ে দিলেন মহম্মদ সামি।

সামি সরাসরি না বললেও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, স্যর ডনের দেশে পাঁচ টেস্টের চ্যালেঞ্জের জন্য তিনি তৈরি। মিশন অস্ট্রেলিয়ায় পাঁচ টেস্টের দীর্ঘ সিরিজে টিম ইন্ডিয়াও সামিকে নিয়ে যেতে চাইছে প্রবলভাবে। কিন্তু এক বছর পর ভারতীয় দলে ফিরেই কি সামি মাঠে নেমে পড়বেন? ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলার জন্য সমস্যা হবে না তো? সামি নিজে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের নির্দেশে বাংলার হয়ে রনজি খেলতে রাজি ছিলেন। এখনও সেই ভাবনা রয়েছে তাঁর। কিন্তু আদৌ কি সেটা সম্ভব হবে? সামি বলছেন, 'বাংলার হয়ে রনজি খেলার পরিকল্পনা আগেই ছিল। এখনও সেই পরিকল্পনা রয়েছে। দেখা যাক কী হয়। আমি দ্রুত মাঠে ফেরার ব্যাপারে আশাবাদী।' আগামীর পরিকল্পনা প্রসঙ্গে সামির আরও ক্রিকেটীয় ব্যাখ্যা হল, 'আমার গোড়ালি ও হাঁটুতে এখন কোনও সমস্যা নেই। শরীরের কোথাও কোনও যন্ত্রণাও নেই। বলতে পারেন, মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। কিন্তু সেটা কবে সম্ভব, এখনও জানা নেই।'

কেরলের বিরুদ্ধে সামিকে চাইছে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : আশঙ্কাই সত্যি হল। বিহারের বিরুদ্ধে ম্যাচ শেষপর্যন্ত ভেস্তে গেল। আজ খেলার চতুর্থ তথা শেষ দিনে এক বলও খেলা হয়নি। অথচ, গত কয়েকদিনের মতো আজও সকাল থেকে ঝলমলে রোদ ছিল কল্যাণীর আকাশে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে বার দুয়েক মাঠ পর্যবেক্ষণ করে আম্পায়াররা ভিজে থাকা আউটফিল্ডের সুবাদে ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেন। আম্পায়ারদের এমন সিদ্ধান্তের পর স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ক্রিকেট সংসারে রয়েছে বিস্তর ক্ষোভ। সেই ক্ষোভের মূল কারণ সিএবির শীর্ষ কর্তাদের অপদার্থতা। কল্যাণীতেই রয়েছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার মূল অ্যাকাডেমি ও মাঠ। বছরে প্রায় ৩৯ লাখ টাকা ব্যয় হয় এই অ্যাকাডেমি ও মাঠের পরিচর্যার পিছনে। বিপুল অর্থ খরচ হলেও মাঠের বেহাল দশা নতুনভাবে সামনে এসেছে। যা নিয়ে সিএবি-র অন্দরে অস্বস্তির পাশে চলছে পরস্পরকে দোষারোপের পালাও। বাংলার অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার আজ বিকেলের দিকে একরাশ হতাশা নিয়ে বলছিলেন, 'বিরল ঘটনা। বহু বছর বাংলার হয়ে খেলছি। কিন্তু একদিন বৃষ্টির কারণে চারদিনই ভেস্তে যাওয়ার মতো ঘটনা অতীতে দেখিনি।' কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও হতাশ। সন্ধ্যার দিকে তিনি বলছিলেন, 'বিহার ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট পাওয়ার যন্ত্রণা আমাদের রনজি অভিযানে কতটা প্রভাব ফেলবে, জানি না। কিন্তু এমন একটা অবস্থা হল, যার সঠিক ব্যাখ্যা আমার কাছেও নেই।' যাঁরা ব্যাখ্যা দিতে পারতেন, সেই সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় আপাতত দেশের বাইরে। আর সচিব নরেশ ওঝার থেকে বেশি কিছু আশা করাই অন্যায়।

ভেস্তে গেল পুরো ম্যাচই, প্রাপ্তি এক পয়েন্ট

শনিবার থেকেই কল্যাণীর মাঠে কেরলের বিরুদ্ধে রনজির তিন নম্বর ম্যাচ বাংলা দলের। সেই ম্যাচে মুকেশ কুমার, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, অভিষেক পোড়েলদের পাচ্ছে না বাংলা দল। পরিবর্ত হিসেবে মহম্মদ সামিকে কেরল ম্যাচে পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন অনুষ্টুপরা। রাত পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি সামিকে কেরল ম্যাচে পাওয়ার বিষয়টি। কাল সকালে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে অনুশীলন রয়েছে বাংলা দলের। হয়তো তারপরই স্পষ্ট হবে সামির বিষয়টি। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'সামির সঙ্গে কথা হয়েছে। কিন্তু ওকে দলে পেতে হলে বোর্ডের অনুমতির প্রয়োজন। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ফিট শংসাপত্রও লাগবে। দেখা যাক কাল এসব নিয়ে কোনও সুখবর পাওয়া যায় কি না।' শনিবার থেকে শুরু হতে চলা কেরল ম্যাচেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সেই সময় বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। আর বৃষ্টি হলেই কল্যাণীর মাঠের অবস্থা কী হচ্ছে, সেটা এখন সবারই জানা।

নিট ফল, রনজি অভিযানের শুরুতেই নকআউটের বিদায়ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে বাংলার ক্রিকেট সংসারে।

অনুশীলনে চলেছেন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় মণিকা বাত্রা।

কার্লসেন কলকাতায়

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : কলকাতায় আসছেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নরওয়ের দাবাড়ু ম্যাগনার্স কার্লসেন। ১৩ নভেম্বর থেকে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলা টাটা স্টিল চেজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন তিনি। এর আগে ২০১৯ সালে শেষবার কলকাতায় পা রেখেছিলেন এই দাবাড়ু। এই প্রতিযোগিতায় অর্জুন এরাগাইসি, রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ, বিদিত গুজরাটিরা অংশ নেবেন। তবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচ থাকায় আসছেন না ডোম্মারাজু গুকেশ।

তাইজুলের পাঁচে বেঁচে বাংলাদেশ

মিরপুর, ২১ অক্টোবর : ঘরের মাঠে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত বুমেরাং হয়ে গেল বাংলাদেশের। প্রথম ইনিংসে তারা মাত্র ১০৬ রানে অল আউট হয়ে যায়। যদিও দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১৪০/৬ স্কোরে আটকে রেখে বাংলাদেশ কিছুটা আশা বাঁচিয়ে রাখল। এবং তার জন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য বাংলাদেশি স্পিনার তাইজুল ইসলামের। তিনি একাই প্রোটিয়াদের ৫ উইকেট তোলেন।

দিনের শুরুটা অবশ্য ছিল আফ্রিকান বোলারদের। সকালে পিচ থেকে পাওয়া বাড়তি সুইং কাজে লাগিয়ে ভয়ংকর হয়ে ওঠেন দুই আফ্রিকান পেসার উইয়ান মুলডার (২২/৩) ও কাগিসো রাবাদা (২৬/৩)। মুলডার-রাবাদাদের দাপটে ৪৫ রানে ৫ উইকেট পড়ে যায় বাংলাদেশের। রাবাদা এদিন ৩০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁলেন। টেস্টে ৩০০ উইকেট শিকারিদের মধ্যে বলের নিরিখে তিনি দ্রুততম। ১১৮১৭ বলে মাইলস্টোন ছুঁয়ে রাবাদা পেছনে ফেলে দেন পাকিস্তানের ওয়াকার ইউনিসকে (১২৬০২ বল)। পেসারদের তৈরি মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাকি কাজ সারেন স্পিনার কেশব মহারাজ (৩৪/৩)। নবম উইকেটে তাইজুল ইসলাম (১৬) ও নইম হাসানের (৮) মধ্যে ২৬ রানের জুটি প্রথম ইনিংসে সর্বোচ্চ। ওপেনার মাহমুদুল হাসান জয় সর্বাধিক ৩০ রান করেন।

টেস্টে সবচেয়ে কম বলে ৩০০ উইকেট নিলেন কাগিসো রাবাদা।

অন্যদিকে, প্রথম ওভারেই প্রোটিয়া অধিনায়ক আইডেন মার্করামকে (৬) ফেরান বাংলাদেশের একমাত্র পেসার হাসান মাহমুদ (৩১/১)। তারপর দিনের বাকি পাঁচটি উইকেট তোলেন বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল (৪৯/৫)। তিনি দ্বিতীয় বাংলাদেশি বোলার হিসেবে টেস্টে ২০০ উইকেটের নজির গড়লেন।

বাংলার ১৯ গোল

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : মহিলাদের সিনিয়ার জাতীয় ফুটবলে জম্মু ও কাশ্মীরকে গোলের বন্যায় ভাসাল বাংলা। ১৯-০ গোলে জয় ছিনিয়ে আনলেন সুজাতা করের দল। বাংলার হয়ে একাই দশ গোল করেন সুলঞ্জনা রাউল। এছাড়াও মৌসুমি মুর্মু ও সোনালি সোরেন হ্যাটট্রিক করেন। প্রিয়া দাস করেন দুইটি গোল। একটি গোল এসেছে সুজাতা মাহাতোর কাছ থেকে।

প্রয়াত টমাস

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : প্রয়াত হয়েছে প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্ডার টমাস ম্যাথুস। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্স সামলেছেন তিনি। টমাসের মৃত্যুতে ক্লাবের পক্ষ থেকে শোকপ্রকাশ করা হয়েছে।

সরফরাজের পাশে দাঁড়িয়ে গাভাসকারের যুক্তি
'ছিপছিপে চাইলে ফ্যাশন শোয়ে যান'

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : অতীতে বারবার বলেছেন।

সরফরাজ খানের চেহারা নিয়ে সমালোচকদের একহাত নিয়েছেন সুনীল গাভাসকার। বলেছিলেন, রোগা পাতলা, ছিপছিপে চেহারার কাউকে দরকার হলে ফ্যাশন শোয়ে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে কোনও মডেলকে বেছে নিয়ে ব্যাট-বল দিয়ে মাঠে নামিয়ে দাও।

বেঙ্গালুরু টেস্টে সরফরাজের ১৫০ রানের লড়াকু ইনিংসের পর গাভাসকারের সেই কথা ফের সামনে চলে আসছে। ভাসছে গাভাসকারের কথাগুলি। সানির যুক্তি, চেহারা দিয়ে ক্রিকেট হয় না। ক্রিকেট হয় ব্যাটিং টেকনিক, টেম্পারামেন্ট দিয়ে, যা সাফল্যের মূল কথা। বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত যা।

সানির যুক্তি ছিল, 'ছিপছিপে, কেতাদুরস্ত কাউকে দরকার হলে ফ্যাশন শোয়ে যাওয়া উচিত নির্বাচকদের এবং সেখানে গিয়ে খুঁজে নিক কোনও মডেলকে। তাকেই ব্যাট-বল দিয়ে নামিয়ে দিক। কিন্তু এভাবে ক্রিকেট হয় না। খেলোয়াড়দের চেহারা বিভিন্নরকম হতেই পারে। মূল কথা রান করা, উইকেট নেওয়া। আর মাঠে না থেকে কারও পক্ষে শতরান করা সম্ভব নয়। ফিটনেস থাকলে পরেই একমাত্র যা সম্ভব। তাই শরীরের আকার দিয়ে মাপতে যাওয়া অযৌক্তিক।'

গাভাসকারের মতে, ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে আন্তর্জাতিক আঙিনা-সরফরাজের লম্বা ইনিংসের নেপথ্যেও ফিটনেসের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মোটা চেহারার জন্য ফিটনেস নেই বলা অনুচিত। ফিট বলেই রান পাচ্ছে সরফরাজ। বারবার তা করেও দেখাচ্ছে। ক্রিকেট সাফল্য পেতে ক্রিকেট-ফিটনেস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিংই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ইয়ো ইয়ো টেস্ট কখনোই একজন ক্রিকেটারের মাপকাঠি হতে পারে না। রান করলে, উইকেট পেলে, বাকি সব গুরুত্বহীন।

এদিকে, রোহিত শর্মার নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সঞ্জয় মঞ্জরেকার। শেষ দিনে মহম্মদ সিরাজকে দিয়ে নতুন বলে লম্বা স্পেল করানো ভুল বলে মনে করেন প্রাক্তন তারকা। যুক্তি, পরিস্থিতি, পরিবেশ সিরাজের বোলিংয়ের অনুকূল ছিল না। তারপরও সিরাজকে টানা বল করিয়ে গিয়েছেন রোহিত।

মঞ্জরেকার বলেন, বুমরাহর বোলিংয়ের বিরুদ্ধে কিউয়ি ব্যাটাররা অস্বস্তিতে ছিল। দরকার ছিল উলটো দিকে এমন কাউকে যে চাপ বাড়াতে পারবে। নতুন বলে যে কাজটা রবিচন্দ্রন অশ্বীন করেছে অতীতে। অথচ, সিরাজকে দিয়ে টানা বল করিয়ে চাপ আলগা করে দেওয়া হয়। নিশ্চিতভাবে অধিনায়ক হিসেবে রোহিত নিজের সেরাটা দিতে পারেনি।

পাকিস্তান বোর্ডের দিল্লি প্রস্তাবে বরফ গলছে না

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : দিল্লি থেকে লাহোর।

ম্যাচ খেলে সেদিনই দিল্লিতে ফিরবে ভারতীয় দল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের নতুন প্রস্তাবে অবশ্য সায় নেই ভারতের। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সূত্রের দাবি, ভারতের ম্যাচগুলি নিরপেক্ষ কোনও দেশেই করতে হবে। হাইব্রিড মডেল হলেই একমাত্র ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশ নেবে। নচেৎ নয়।

পাকিস্তান মরিয়া পুরো টুর্নামেন্ট ধরে রাখতে। কিন্তু ভারতের দাবি মেনে হাইব্রিড মডেল হলে গুরুত্বপূর্ণ বেশিরভাগ ম্যাচই হাতছাড়া হবে। মুখ পুড়বে পাক বোর্ডেরও। আর এই ভাবনা থেকেই 'দিল্লি টু লাহোর, লাহোর টু দিল্লি'-র ভাবনা। অর্থাৎ, পাকিস্তানে খেললেও সেখানে থাকবে না ভারতীয় দল। লাহোরে খেলেই দিল্লি অথবা সীমান্তবর্তী শহর চণ্ডীগড়ে ফিরে আসবে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ভারত অনড়ই

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে, এমন কোনও প্রস্তাব পিসিবির তরফে তাদের দেওয়া হয়নি। আর ভারতীয় ক্রিকেট দল পাকিস্তানের খেলার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের ওপর। অর্থাৎ, বল সেই কেন্দ্রীয় সরকারের কোর্টে ঠেলে পাকিস্তানে না খেলার সিদ্ধান্তে অনড় থাকা।

পিসিবিও অবশ্য মেনে নিচ্ছেন, 'দিল্লি টু লাহোর' প্রস্তাবে লাভের লাভ কিছু হবে না। এক শীর্ষকর্তা বলেন, 'আমাদের মূল অগ্রাধিকার গোটা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পাকিস্তানে করা। তবে মানসিকভাবে আমরা অন্য বিকল্প নিয়েও প্রস্তুত। শুনছি পাকিস্তানে খেলার অনুমতি ভারত সরকার দেবে না। ভারতীয় দলের ম্যাচ সেক্ষেত্রে হয়তো আমিরশাহিতেই হবে। তবে ফাইনাল নিয়ে কোনও ওজর-আপত্তি মানা হবে না। লাহোরে ফাইনাল হওয়ার কথা। ভারত যদি ফাইনালেও ওঠে তাহলেও তা লাহোরে হবে। দায়িত্ব নিতে হবে আইসিসি-কে।'

শুভেচ্ছা

☺ কলাশ্রী, সংগীত ও তবলা বাদ্য শিক্ষা কেন্দ্রের সকল ছাত্র ও ছাত্রীদের শুভ বিজয়া ও দীপাবলির প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। অধ্যাপক - শ্রী প্রলয় সাহা, অধ্যাপিকা - শ্রীমতী ঝুমা সাহা (চক্রবর্তী)।

খেলোয়াড়রা ভালো নেই, বলছেন অস্কার

গুরুত্ব দিচ্ছেন এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : নতুন কোচের স্পর্শেও ভাগ্য ফেরেনি ইস্টবেঙ্গলের। অবশ্য নয়া কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ডার্বির আগে দলকে অনুশীলন করানোর সুযোগ পাননি। তিনি সরাসরি ডার্বিতে ডাগআউটে বসেছিলেন। ডার্বির রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার ওড়িশার মুখোমুখি হচ্ছে লাল-হলুদ। সামনে অবশ্য তাদের ঠাসা ক্রীড়াসূচি। আগামী ১১ দিনে চারটি ম্যাচ খেলতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। এর মধ্যে অবশ্য তিনটি এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপের ম্যাচ। এএফসিকে কিন্তু দারুণ গুরুত্ব দিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। কোচ অস্কার ব্রুজোঁ বলেছেন, 'আগামী ১১ দিনে আমাদের ৪টি ম্যাচ খেলতে হবে। ওড়িশা ম্যাচের পরেই এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপের খেলা রয়েছে। মোহনবাগান এএফসিতে না থাকায় আমরাই ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি। সেখানে দেশের মান রাখাটাই আমাদের লক্ষ্য।'

আইএসএলে আজ

ওড়িশা এফসি বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : কলিঙ্গ স্টেডিয়াম, ভুবনেশ্বর
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমা

ওড়িশা ম্যাচ থেকেই ঘুরে দাঁড়াতে চান অস্কার। তবে কাজটা যে বেশ কঠিন তা ভালো করেই জানেন স্প্যানিশ কোচ। হাতে সময়ও খুব কম পেয়েছেন তিনি। মাত্র দুইদিনের অনুশীলনে মঙ্গলবার ওড়িশার বিরুদ্ধে নামবে ইস্টবেঙ্গল। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে অস্কার বলেছেন, 'আমি মাত্র দু'দিন অনুশীলন করার সুযোগ পেয়েছি। হাতে সময় খুব কম। সবাইকে বুঝিয়েছি, দল এখন তাদের কাছে কী চায়। আমাদের রক্ষণভাগকে আরও সংগঠিত হয়ে গোল খাওয়াটা বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি গোলের সুযোগগুলিও কাজে লাগাতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'টানা সাতটি ম্যাচ হারার পর খেলোয়াড়রা মানসিকভাবে ভালো নেই। তবে ওদের এই সমস্যা দূর করতে হবে।'

গত বছর বসুন্ধরা কিংসের কোচ হিসেবে এএফসি কাপে ওড়িশার মুখোমুখি হয়েছিলেন অস্কার। সেই অভিজ্ঞতাকেই মঙ্গলবার কাজে লাগাতে চান তিনি। সের্জিও লোবেরার দলকে সমীহ করলেও জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী অস্কার। তিনি বলেছেন, 'গতবছর ওদের বিরুদ্ধে খেলেছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলছি ওরা খুব ভালো দল। বিদেশিরাও খুব ভালো। উইং দিয়ে ক্রমাগত আক্রমণে ওঠে। তবে এই ম্যাচে হয়তো আমরা জেতার মতো খেলতে পারব।'

ওড়িশার বিরুদ্ধে খেলতে যাওয়ার আগে সোমবার যুবভারতীতে শেষবেলার প্রস্তুতি সারেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। শুরুতে 'ফান গেমস' খেলিয়ে দলকে মানসিকভাবে চাঙ্গা করাই লক্ষ্য ছিল অস্কারের। এদিন অনুশীলনেও বেশ প্রচন্ড সিরিয়াস মেজাজে ছিলেন ফুটবলাররা। এমনকি প্রস্তুতি চলাকালীন ডেভিড একবার সাউলকে ট্যাকেল করলে পালটা সাউল গিয়ে ডেভিডকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন। তাদের শরীরিভাষাতেই বোঝা যাচ্ছিল, ওড়িশার বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া তাঁরা। মঙ্গলবার দলে একাধিক পরিবর্তন আসতে চলেছে। হেক্টর ইউস্তে ও ক্লেইটনকে বসিয়ে হিজাজি এবং দিয়ামান্তাকোস প্রথম একাদশে ফিরতে পারেন। সেই সঙ্গে সৌভিক ও ডেভিডকে বসানো হতে পারে। তাঁদের বদলে জিকসন ও পিভি বিষ্ণুর খেলার সম্ভাবনা রয়েছে।

ওড়িশা এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গলের কোচ অস্কার ব্রুজোঁ।

স্থানীয়দের নিতে আরসিবি-কে চাপ সরকারের

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : তারকাখচিত দল।

মেগা লিগের অন্যতম আকর্ষণীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি। যদিও খেতাবের স্বাদ থেকে এখনও বঞ্চিত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সামনে মেগা নিলাম। নতুন করে দল সাজিয়ে অধরা স্বপ্নপূরণের জন্য ঝাঁপানো। তার আগে কর্ণাটক সরকারের চাপের মুখে ফ্র্যাঞ্চাইজি।

কর্ণাটক সরকারের দাবি, স্থানীয় প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের সুযোগ দিক আরসিবি। অতীতে সেভাবে স্থানীয় খেলোয়াড়রা গুরুত্ব পায়নি ফ্র্যাঞ্চাইজির কাছে। রাজ্য সরকার সেই ভাবনা বদলাতে চাপ বাড়াচ্ছে বলে খবর। নিশ্চিতভাবে নিলামের আগে যা ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

সরকার যেভাবে চাপ তৈরি করছে তার প্রতিফলন মেগা নিলামে দেখা গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কর্ণাটক সরকারের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে একাধিক স্থানীয় তারকার জন্য ঝাঁপাতে পারে আরসিবি, মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

কর্ণাটকের বর্তমান তারকাদের মধ্যে লোকেশ রাহুল, দেবদূত পাড়িক্কাল, প্রসিধ কৃষ্ণা, মণিশ পান্ডেরা পরিচিত মুখ। ঘরোয়া ক্রিকেট তথা কর্ণাটক প্রিমিয়ার লিগে বেশ কিছু নতুন মুখ রয়েছে। যদিও সাম্প্রতিককালে দুই-একজন বাদ দিলে, সেভাবে কেউ গুরুত্ব আরসিবির কাছে। অসন্তুষ্ট কর্ণাটক সরকারের অবস্থানের ছবি কতটা বদলায়, যা নিয়ে জোর জল্পনা।

'দ্য হান্ড্রেডে' দরপত্র দিল কেকেআর

এদিকে, ইংল্যান্ডের 'দ্য হান্ড্রেড' লিগে দল কেনার দৌড়ে আইপিএলের একঝাঁক ফ্র্যাঞ্চাইজি। ১৮ অক্টোবর দরপত্র দাখিলের শেষ দিন ছিল। সূত্রের খবর, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, চেন্নাই সুপার কিংস, কলকাতা নাইট রাইডার্সের সহ আইপিএলের একঝাঁক ফ্র্যাঞ্চাইজি দরপত্র দিয়েছে। বাকি দলগুলি হল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, লখনউ সুপার জায়ান্টস, দিল্লি ক্যাপিটালস, রাজস্থান রয়্যালস ও মহিলা প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম দল ইউপি ওয়ারিয়জ।

রেফারির বিরুদ্ধে চিঠি দিয়ে অভিযোগ

ফুটবলার বদলের পথে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : লিগ টেবিলে এখন ১১ নম্বরে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। একমাত্র মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিপক্ষে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করা ছাড়া বাকি ম্যাচ যথেষ্ট ভালো খেললেও জয় অধরাই থাকছে কলকাতার তৃতীয় প্রধানের। রবিবার নিজেদের ঘরের মাঠে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে এগিয়ে গিয়েও ডিফেন্সের দোষে খালি হাতে ফিরেছে ব্ল্যাক প্যান্থার্সরা। এর সঙ্গে মহমেডান ম্যানেজমেন্টের মাথাব্যথার কারণ হয়েছে সমর্থকদের আচরণ।

যদিও কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে পেনাল্টি না দেওয়া ও দ্বিতীয় গোল খাওয়ার পর যেভাবে মাঠে বোতল পড়তে থাকে ও বাজি ফাটার জন্য কিছুক্ষণ ম্যাচ বন্ধ থাকে তাতে মহমেডানকে শাস্তি দিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সেক্ষেত্রে জরিমানা, দর্শকবিহীন ম্যাচ থেকে হোম ম্যাচ সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটতে পারে। যদিও এই ঘটনার পর এদিনই অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও এফএসডিএল-কে চিঠি দিয়ে রেফারির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে মহমেডান। এদিন ক্লাব সচিব ইশতিয়াক আহমেদ বললেন, 'যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য আমরা পদক্ষেপ হিসাবে পুলিশের সঙ্গে আলোচনায় বসছি। ঘটনার পরই ওদের কাছে জানতে চাই, কীভাবে সমর্থকরা বোতল, বাজি-পটকা নিয়ে মাঠে ঢুকল? আগামীতে যাতে এভাবে সমর্থকরা বোতল নিয়ে মাঠে ঢুকতে না পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলা হবে পুলিশকে। তবে একইসঙ্গে রেফারিংয়ের ভুলত্রুটির দায়ও কিন্তু ফেডারেশন বা এফএসডিএলের। আমরা রেফারিং নিয়ে ইতিমধ্যেই ওদের চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি।'

দুই সাইডব্যাকের পারফরমেন্সে অখুশি ম্যানেজমেন্ট। এদিনই কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভের সঙ্গে আলোচনায় বসেন তাঁরা। মোটামুটিভাবে সামাদ আলি মল্লিক ও ভানলালজুইডিকা চাকচুয়াককে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পরিবর্তের খোঁজ চলছে। একইসঙ্গে একজন ভালো বিদেশি অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারও নিতে চায় মহমেডান। তবে এরইমধ্যে দল যা খেলেছে তাতে খুব একটা অখুশি নন কোচ নিজে। চেরনিশভের বক্তব্য, 'আমরা আইএসএলের অন্যতম সেরা দলের বিরুদ্ধে শুরুটা কিন্তু খারাপ করিনি। গত দশ বছর ধরে ওরা এই লিগ খেলছে। দলে প্রচুর ভালো ভালো ফুটবলার আছে। কেরালা শক্তিশালী দল হওয়া সত্ত্বেও আমরাই প্রথমার্ধে খেলাটা নিয়ন্ত্রণ করি ও গোল পাই। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ওরা আক্রমণে তীব্রতা আনে। তবু আমরা যদি নিশ্চিত পেনাল্টি পেতাম তাহলে হয়তো ব্যবধান বাড়িয়ে নিতে পারতাম।' ম্যাচের ৭০ মিনিটে বক্সের মধ্যে কার্লোস ফ্র্যাঙ্কাকে হরমিপাম রুইভা অবৈধ ট্যাকল করলেও রেফারি আবেদনে কান না দিয়ে খেলা চালিয়ে যান।

> কেরালা শক্তিশালী দল হওয়া সত্ত্বেও আমরাই প্রথমার্ধে খেলাটা নিয়ন্ত্রণ করি ও গোল পাই। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ওরা আক্রমণে তীব্রতা আনে। তবু আমরা যদি নিশ্চিত পেনাল্টি পেতাম তাহলে হয়তো ব্যবধান বাড়িয়ে নিতে পারতাম।
>
> **আন্দ্রেই চেরনিশভ**

হারের যন্ত্রণা ভুলতে সুইমিং পুলে কার্লোস ফ্র্যাঙ্কা। সোমবার।

চারে ফেরার রহস্য ভেদ স্মিথের

সিডনি, ২১ অক্টোবর : ওপেনিং ছেড়ে আবারও চেনা চার নম্বরে ব্যাটিং করতে দেখা যাবে নভেম্বরের বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে। স্টিভেন স্মিথের যে ব্যাটিং অর্ডার পরিবর্তন নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। কারও দাবি, স্মিথই নাকি টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে অনুরোধ করেছিলেন।

স্মিথ স্বয়ং এদিন পরিবর্তনের নেপথ্য গল্পটা প্রকাশ্যে জানালেন। শেফিল্ড শিল্ড খেলার ফাঁকে স্মিথ বলেন, 'দল যেখানে চাইবে সেখানেই খেলতে প্রস্তুত আমি। আমাকে এখন চার নম্বরে খেলতে বলা হচ্ছে। আমি খুশির সঙ্গেই তা মেনে নেব। এব্যাপারে আমার কোনও সমস্যা নেই।'

টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে স্মিথের কথা আলোচনায় আসে। জানতে চাওয়া হয় পছন্দের পজিশন। স্মিথের দাবি, 'প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড (কোচ) জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় খেলতে পছন্দ করব। চার নম্বর বলেছিলাম। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চারে খেলার জন্য কোনও অনুরোধ করিনি। যে কোনও জায়গাতেই খেলতে প্রস্তুত। তবে দীর্ঘদিন চার নম্বরে খেলেছি। অনেক সাফল্যও পেয়েছি। তাই অগ্রাধিকারের তালিকায় সবসময় চার নম্বরই'

ডেভিড ওয়ার্নারের টেস্ট-অবসরের পর ওপেনিংয়ের দায়িত্ব নিলেও সাফল্য পাননি। অবশ্য নতুন চ্যালেঞ্জ যে তিনি উপভোগ করেছেন, তা জানিয়েও দিলেন। চারটি টেস্টে ওপেন করে ১৭১ রান করেন স্মিথ। গড় মাত্র ২৮.৬। যেখানে সামগ্রিক ব্যাটিং গড় ৫৬.৭৭।

ট্রফি জেতাই লক্ষ্য ম্যাকলারেনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : আপাতত দু'দিনের ছুটিতে আছেন জেমি ম্যাকলারেন-দিমিত্রিস পেত্রাতোসরা। ফের মঙ্গলবার থেকে শুরু হবে পরবর্তী হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচের প্রস্তুতি।

পরপর দুই ডার্বিতে গোল করে ম্যাকলারেন বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন তিনি 'এ' লিগের সর্বকালের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার। ম্যাচে প্রতিটি আক্রমণের সময়ে তাঁর জায়গা নেওয়া মুগ্ধ করেছে সমর্থকদের। সেই তিনি আবার মুগ্ধ কলকাতা ডার্বির পরিবেশ দেখে। বলে দেন, 'আমি বহু বড় ম্যাচ খেলেছি। কিন্তু এই ডার্বি অসাধারণ। এইরকম একটা ম্যাচে গোল করে সেলিব্রেশনের মজাই আলাদা। আমার তো ফেন্সিং টপকে সমর্থকদের কাছে চলে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু এখনও প্রচুর ম্যাচ বাকি। সময় পাব।' এরপরেই তাঁর ঘোষণা, 'আমি এখানে ট্রফি জিততেই এসেছি। সেই চেষ্টাই থাকবে। আমাদের দলটা অসাধারণ। সমর্থকদের যে হাসিমুখে বাড়ি ফেরাতে পেরেছি, এতেই আমি খুশি। আসলে ডার্বিতে আলাদা করে কৌশল বলে কিছু থাকে না। জেতার ইচ্ছেটাই আসল। আর আমাদের সেই ইচ্ছেটা ইস্টবেঙ্গলের থেকে বেশি ছিল।'

ম্যাচের সেরা গ্রেগ স্টুয়ার্টের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া শুরু থেকেই নজরে পড়ছে। ম্যাকলারেনও বলছেন, 'আমার শুরুতে শারীরিক সমস্যা ছিল। তাই বোঝাপড়া তৈরি হতে সময় লেগেছে। এখন আর অসুবিধা হচ্ছে না। আর গ্রেগ অসাধারণ ফুটবলার। ও দেখে নেয় কোথায় কী মুভ হচ্ছে আর কে কোনদিকে দৌড়াচ্ছে। সেই বুঝে খেলাটা পরিচালনা করে। ওর সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা দারুণ।' আগামী হায়দরাবাদ ম্যাচে সম্ভবত এই জুটিকে বসিয়ে দিমিত্রি-জেসন কামিংস জুটিকে ফেরাতে পারেন মোহনবাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। তাঁর কাছে এখন আবার বড় চ্যালেঞ্জে আক্রমণের চার ফুটবলারকে ম্যাচ অনুযায়ী খেলিয়ে তাঁদের কাছ থেকে সেরাটা বার করে আনা।

> আমি বহু বড় ম্যাচ খেলেছি। কিন্তু এই ডার্বি অসাধারণ। এইরকম একটা ম্যাচে গোল করে সেলিব্রেশনের মজাই আলাদা। আমার তো ফেন্সিং টপকে সমর্থকদের কাছে চলে যেতে ইচ্ছে করছিল।
>
> **জেমি ম্যাকলারেন**

ক্লাসিকোর আগে পাঁচতারা বার্সা

বার্সেলোনা, ২১ অক্টোবর : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বায়ার্ন মিউনিখ এবং লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচের আগে সেভিয়াকে ৫-১ গোলে হারিয়ে মনোবল অনেকটাই বাড়িয়ে নিল বার্সেলোনা। জয়ের নেপথ্যে বার্সার সেই ফ্রন্ট থ্রি- অধিনায়ক রাফিনহা, রবার্ট লেওয়ানডস্কি ও লামিনে ইয়ামাল। ২৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে দলকে এগিয়ে দেন লেওয়ানডস্কি। ৪ মিনিট পরেই ডি বক্সের মাথা থেকে বুলেট শটে বার্সার দ্বিতীয় গোল করেন চোটের কারণে দীর্ঘদিন বাইরে থাকা পেড্রি। ৩৯ মিনিটে লেওয়ানডস্কির দ্বিতীয় গোলে বার্সার পক্ষে স্কোরলাইন হয় ৩-০। দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্ত হিসেবে নেমে পাবলো টোরে ৮২ ও ৮৮ মিনিটে জোড়া গোল করেন। অন্যদিকে, স্ট্যানিস ইদুম্বো সেভিয়ার একমাত্র গোল শোধ করেন ৮৭ মিনিটে। ১০ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগার শীর্ষে রাইল বার্সা। সমান ম্যাচ খেলে দুইয়ে থাকা রিয়ালের পয়েন্ট ২৪।

একদিন আগে মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নিউজিল্যান্ড। ট্রফি নিয়ে 'আইন দুবাই'-এর সামনে সোফি ডিভাইন। সোমবার।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, বালিগঞ্জ - এর একজন বাসিন্দা তুষার পণ্ডিত - কে

25.05.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99E 88413 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে একজন কোটিপতি বানিয়ে আমার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করেছে। স্বল্প পরিমাণ কিছু টাকা খরচ করে ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতা খুবই আকর্ষণীয় ব্যাপার। আমি এই রকম ভালো এবং চূড়ান্ত প্রকল্পের জন্য ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।

আর্সেনাল খেলবে শাখতারের বিরুদ্ধে

রিয়াল চায় জয়ে ফিরতে, প্রতিশোধ লক্ষ্য বরুসিয়ার

মাদ্রিদ, ২১ অক্টোবর : খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। জুন মাসের শুরুতেই উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দলই। তবে সেবার ধারেভারে এগিয়ে থাকা রিয়াল মাদ্রিদ ২-০ গোলে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে হারিয়ে ১৫তম খেতাব জয় করে। তারপর কালের নিয়মে সময় প্রায় পাঁচমাস কেটে গিয়েছে। পিএসজি ছেড়ে রিয়ালের শ্বেতশুভ্র জার্সি গায়ে তুলেছেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। আবার ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন জার্মান মিডিও টনি ক্রুজ। তবে বর্তমানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রাজাদের অবস্থা বর্তমানে খুব একটা ভালো নয়। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দুইটি ম্যাচের একটি জয় ও একটি পরাজয় নিয়ে ৩ পয়েন্ট পেয়েছে তারা। যেখানে বরুসিয়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দুইটি ম্যাচেই জয় পেয়েছে। এর মধ্যে গত ম্যাচে ৭-১ গোলে সেল্টিককে উড়িয়ে দিয়েছে নুরি শাহিনের ছেলেরা। তাই গতবারের রিয়ালের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী বরুসিয়া।

অন্যদিকে, রিয়ালের চিন্তা কাটিয়ে গত ম্যাচেই মাঠে ফিরেছেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। তাই বরুসিয়ার বিরুদ্ধে শুরু থেকেই ভিনি-এমবাপে জুটিকে দেখা যাবে। অন্যদিকে, বরুসিয়ার বড় ভরসা কিন্তু এমরে ক্যান, জুলিয়ান ব্রান্ডট ও মাইকেল সাবিৎজারের মতো মিডিওরা। আপফ্রন্টে দলকে ভরসা দিতে তৈরি সারথু গুয়ারসি। অন্যদিকে, বর্ষীয়ান মিডিও লুকা মডরিচের ওপরেই বাজি ধরছেন কার্লো আন্সেলোত্তি। তবে ফেডেরিকো ভালভার্দে, জুডে বেলিংহ্যামরাও তৈরি রয়েছেন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে আর্সেনাল মুখোমুখি হবে শাখতার ডোনেস্কের। তবে এই ম্যাচে চোটের জন্য নেই দলের অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড। এছাড়াও খেলতে পারবেন না তাকিহিরো টমিয়াসু ও কিয়ারেন টিয়ার্নে। তাই শাখতারের বিরুদ্ধে গানার্সদের তুরুপের তাস সেই বর্ষীয়ান তারকা রহিম স্টার্লিং। এছাড়া স্ট্রাইকার গ্যাব্রিয়েল জেসুস ও ডেকলান রাইসের মতো খেলোয়াড়দের ওপরেই ভরসা রাখছেন কোচ মিকেল আর্তেতা। অন্যদিকে, শাখতার ডোনেস্কের একমাত্র বাজি ২২ বছর বয়সি ইউক্রেনের জিওর্জিও সুদাকোব।

অন্য ম্যাচে প্যারিস সাঁ জাঁ মুখোমুখি হবে ডাচ ক্লাব পিএসভি আইন্দহোভেন। এসি মিলান খেলবে ক্লাব ব্রাগের বিরুদ্ধে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রস্তুতিতে রিয়াল মাদ্রিদের লুকা মডরিচ।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

মোনাকো বনাম ক্র্যাভেন জাভেদজা
এসি মিলান বনাম ক্লাব ব্রাগ

সময় : রাত ১০টা ১৫ মিনিট

রিয়াল মাদ্রিদ বনাম বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম পিএসভি আইন্দহোভেন
আর্সেনাল বনাম শাখতার ডোনেস্ক
জুভেন্তাস বনাম ভিএফবি স্টুটগার্ট
অ্যাস্টন ভিলা বনাম বোলঙ্গা
জিরোনা বনাম স্লোভান বাতস্লাভা
স্পোর্টিং সিপি বনাম এসকে স্টুর্ম গ্রজ

সময় : রাত ১২টা ৩০ মিনিট

সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপে

স্মরণে মননে

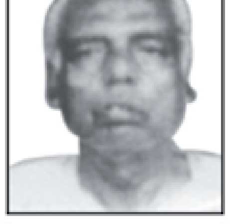

স্বর্গীয় হরেন্দ্র নাথ শীল
২৮তম প্রয়াণ দিবসে সশ্রদ্ধ প্রণাম

কাঁধে ভরসার হাত
প্রবীর শীল

চা-বাগানের পথ দিয়ে বাবা হেঁটে আসতেন
মাথা উঁচু লিকলিকে সংসারের সর্বশক্তিমান
বেঁটেখাটো ছায়া ডিঙিয়ে পিছনে দৌড়ত স্বপ্নবালক
ভারী সুন্দর বাংলোর সামনে হুড খোলা জিপ
উইন্ড স্ক্রিনে ওয়াইপারের জলকাটা দাগ
কাঁধে ভরসার হাত

বাবার কলিগ একটা চকোলেট দিয়েছিল
একদিন চলে গেল
বাবা বলতেন থাকার জন্য কেউ থাকে না
থাকে শুধু মাটি ও ছাই

ফ্যাক্টরির টিনের চালে হিরের নাকছাবির মতো জ্বলত দুপুর
বুকভরা শ্বাসে চা পাতার ঘ্রাণ
স্নেহমাখা আঙুল দেখাত ট্রাফ হাউস ড্রায়ার মেশিন
হিউমিডিফায়ারের কুয়াশায় ভিজে যেত চোখের পাতা

সব তেমনি আছে
সবুজ ঢেউয়ে ভেসে যাওয়া চা-বাগান
মায়ের সিঁথির মতো সরু পথ
বাবা চলে গেছেন অনন্তে

শীল গ্রুপ অফ কোম্পানিজ
১০৭/২ শীল ভবন, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১
ফ্যাক্স : ০৩৫৩-২৪৩৫৪২৫, ই-মেল sealteaslg2015@gmail.com
মোবাইল : ৯৮৩২০-৬৬৮৩৪, অফিস আলাপ : ০৩৫৩-২৪৩৫৯৭১